চালু হল 'দুরন্ত বার্তা' অ্যাপ
ডাউনলোড করুন প্লে-স্টোর থেকে

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 112 Friday, 24 March, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ১১২ সংখ্যা ✻ ৯ চৈত্র, ১৪২৯, শুক্রবার, ২৪ মার্চ, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

# '২৪ দেরি আছে, উত্তেজিত হবেন না'

## নবীনের সঙ্গে বৈঠকের পরে মমতা

**ভুবনেশ্বর, ২৩ মার্চঃ** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে 'গভীর রাজনৈতিক' কোনও আলোচনা হয়নি বলেই জানালেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। জাতীয় রাজনীতির অলিন্দে 'তৃতীয় ফ্রন্ট' নিয়ে চর্চা চলছে। এই আবহে দুই পড়শি রাজ্যের বিজেপি-বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক নিয়ে কৌতূহল ছিল। নবীনের বক্তব্য অনুযায়ী, 'তাৎপর্যপূর্ণ' আলোচনা হয়নি। মমতাও জানিয়েছেন, এটা 'সৌজন্যের সাক্ষাৎ'। তবে দুই রাজনীতিক, বিশেষত তাঁরা যদি দেশের এমন দু'টি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন, যেখানে অ-বিজেপি সরকার রয়েছে, বৈঠকে বসলে রাজনীতির আলোচনা হওয়াই স্বাভাবিক। তৃতীয় ফ্রন্ট নিয়ে কিছু কথা হয়েছে কি না, তা জানতে চাওয়ায় প্রকাশ্যে কেউই কিছু বলেননি। গত মঙ্গলবার ৩ দিনের সফরে ওড়িশা গিয়েছেন মমতা। বুধবার জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেন তিনি। বৃহস্পতিবার নবীনের সঙ্গে বৈঠকের কথা ছিল তাঁর। সেই মতো ভুবনেশ্বরে বিজেডি প্রধানের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন তৃণমূলনেত্রী। মমতার ওড়িশা সফরে সঙ্গী হয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। তিনিও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নবীনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বৈঠক শেষে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অটুট থাকা দরকার। বিজেডি প্রধানের এই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন মমতাও। তবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃতীয় ফ্রন্ট নিয়ে কেউই মুখ খোলেননি। বরং দুই রাজ্যের সুসম্পর্কের দিকটিই তুলে ধরেছেন মমতা। তাঁর কথায়, ''আমাদের দুই রাজ্যের মধ্যে খুব ভাল সম্পর্ক।'' একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, ''দেশের সুরক্ষা, গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে কথা হয়েছে।'' ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোদি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে অতীতে বিরোধী ঐক্য গড়তে সক্রিয় হতে দেখা গিয়েছিল মমতাকে। বিজেপি বিরোধী দলগুলির মধ্যে মতানৈক্য

থাকায় সেই চেষ্টা সফল হয়নি। পরে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্কেরও অবনতি ঘটেছে। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে উপনির্বাচনে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থীর জয়ের পর তৃণমূলনেত্রী বলেছিলেন, ''তৃণমূল আর মানুষের জোট হবে। আমরা ওদের (বাম এবং কংগ্রেস) কারও সঙ্গে যাব না। একা লড়ব মানুষের সমর্থন নিয়ে।'' গত শুক্রবার মমতার সঙ্গে দেখা করেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। মুলায়ম-পুত্র জানিয়েছেন, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আঞ্চলিক শক্তিগুলিকে নিয়ে তাঁরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে চান। মমতা ওড়িশা থেকে ফেরার পর শুক্রবার কলকাতায় এসে মমতার সঙ্গে দেখা করবেন জেডিএস নেতা এইচ ডি কুমারস্বামী। চলতি মাসের শেষে আম আদমি পার্টির প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালের সঙ্গেও দেখা করার কথা মমতার। এই আবহে মমতা-নবীন বৈঠক ঘিরে তাই বাড়তি কৌতূহল তৈরি হয়েছিল রাজনীতির ময়দানে। তবে লোকসভা ভোটে রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে এখনই স্পষ্ট করে কিছু বলেননি দুই মুখ্যমন্ত্রী। উল্টে নবীন বলেছেন, 'গভীর রাজনৈতিক' কোনও আলোচনা হয়নি। তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''নবীনজির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি একজন বড় নেতা। আমি যখন প্রথমবারের জন্য সাংসদ হলাম তখন বিজুজি আমাকে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। আমি তখনি এই বাড়িতে প্রথম এসেছিলাম। এইটুকুই এখন মনে আছে আমার। এই নিয়ে দুই তিনবার এখানে এসেছি। এর আগে পূর্বাঞ্চলীয় কমিটির মিটিংয়ের জন্য অমিত শাহ এসেছিলেন তখনও নবীনজি আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।'' তিনি আরও বলেন, ''আমি তাঁকে বলেছি আমি দীঘাতে একটা জগন্নাথ মন্দির তৈরি করছি। আমি তাঁকে বাংলায় আসার নিমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমরা প্রতিবেশী রাজ্য। সত্যিই ওড়িশায় কোনও সাইক্লোন এলে তা বাংলাতেও আসবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব ভাল সম্পর্ক।'' এদিকে নবীন পট্টনায়কের কথায় সম্মতি জানিয়ে মমতা বলেছেন, ''নবীনজি বললেন, আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো খুব শক্তিশালীএবং তা আরও জোরদার করা উচিত। আমি তাঁর বক্তব্যকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি।'' বৈঠক শেষে ২৪-এর নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিনা সেই নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে মমতা বলেন, ''এখনও একবছর বাকি আছে। আপনারা এখনই এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'' বলাই বাহুল্য যে রাজনৈতিক সমীকরণের আশায় সবাই এই বৈঠকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন সেই আশা ফিকে হয়ে গিয়েছে। এই বৈঠকের পর বিরোধী ঐক্য নিয়ে কোনও আভাস পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, এই এক সপ্তাহেই তিন অ-কংগ্রেসি ও বিজেপি দলের নেতার সঙ্গে বৈঠক করার কথা ছিল মমতার। এর মধ্যে সম্প্রতিই কালীঘাটে সপা প্রধান অখিলেশ যাদবের সঙ্গে বৈঠক হয়ে গিয়েছে মমতার। আজ নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে হল বৈঠক বা সৌজন্য সাক্ষাৎ। আর আগামিকাল জেডি(এস) নেতা তথা কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীর সঙ্গে বৈঠক করার কথা তাঁর। সেই বৈঠক থেকে বিরোধী রাজনীতি কোন মোড় নেয় তাই দেখার।

## সুজনের স্ত্রীর কলেজের চাকরির জয়েনিং লেটার প্রকাশ করল তৃণমূল

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মার্চঃ** সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর স্ত্রী কোন পরীক্ষা দিয়ে কলেজে চাকরি পেয়েছিলেন? বৃহস্পতিবার এই প্রশ্ন তুলল তৃণমূল। একটি চিঠির প্রতিলিপি দেখিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এই প্রশ্ন তোলেন। পাশাপাশিই তৃণমূলের টুইটারেও একই চিঠি দিয়ে ওই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রত্যাশিত ভাবেই তৃণমূলের তোলা সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেছেন সিপিএম নেতা সুজন। তাঁর পাল্টা দাবি, বামফ্রন্ট আমলে নিয়োগে কোনও দুর্নীতি হয়নি! নিয়োগে রাজনীতির 'প্রভাব' ছিল কি না, তা নিয়ে ডামাডোল শুরু হয়েছিল রাজ্যে। তৃণমূলের আমলে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে যখন নিত্যনতুন অভিযোগে জেরবার শাসকদল, তাদের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী কারাবাসে, জেলবন্দি এসএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা দলীয় বিধায়ক, তখন চিরকুট দিয়ে চাকরি পাওয়ার দাবি তুলে সেই অভিযোগের অভিমুখ পূর্বতন বাম সরকারের দিকে ঘোরাতে শুরু করেছে তৃণমূল। গত শুক্রবার দলীয় বৈঠকে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯০ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট আমলে কারা কারা শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে সেই তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। মমতার অভিযোগ, বাম আমলে স্রেফ চিরকুট দেখিয়ে অনেকের চাকরি হয়েছে। তার পরেই মুজফফর আহমেদের (কাকাবাবু) লেখা একটি কয়েক লাইনের চিরকুট সমাজ মাধ্যমে ছড়াতে শুরু করেছিলেন বামপন্থীরা। যেখানে তিনি 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ কমিটি'র লেটারহেডে ১৯৫৮ সালের ১২ জুন কবি নজরুলের গৃহভৃত্যের এক্স রে প্লেট এবং রিপোর্ট পাঠিয়ে লিখেছেন, ''আশা করি এই নিরাশ্রয় গরিব লোকটির ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'' বলা বাহুল্য, মমতার 'চিরকুলে চাকরি'র পাল্টা হিসাবে 'কাকাবাবু'র চিরকুটটি উপস্থাপিত করা হয়েছে। ঘটনাচক্রে, মমতার অভিযোগের এক সপ্তাহের মাথায় এক 'চিরকুট'-এর ছবি দিয়ে সুজনের বিরুদ্ধে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তুলল রাজ্যের শাসকদল। তা-ও তাঁর স্ত্রীকে চাকরি দেওয়ার অভিযোগে। সিপিএম নেতা সুজনকে তৃণমূলের কুণালের প্রশ্ন, তাঁর স্ত্রী গড়িয়ার দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজে কোন পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন? তিনি কি আদৌ কোনও পরীক্ষা দিয়েছিলেন, না কি চিরকুটের মাধ্যমেই তাঁর চাকরি হয়েছিল? কী ছিল নিয়োগ প্রক্রিয়া? তৃণমূল মুখপাত্রের দাবি, চিরকুট দিয়ে যেমন সুজনের স্ত্রী চাকরির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন, ঠিক তেমনই চিরকুটের মাধ্যমে তাঁর চাকরিও হয়েছিল। কুণালের বক্তব্য, তৃণমূল 'ব্যক্তি আক্রমণ' সমর্থন করে না। কিন্তু যে ভাবে কয়েক জন বিরোধী নেতা টানা ব্যক্তি আক্রমণ করে যাচ্ছেন, তাতে রুচির বাইরে গিয়ে চিরকুট প্রকাশ্যে আনতে হচ্ছে। কুণালের কথায়, ''যাঁরা কাদা ছুড়ছেন, তাঁরা কাচের ঘরে বসে ঢিল ছুড়ছেন।'' তিনি জানিয়েছেন, সুজনের স্ত্রীর চাকরিতে নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগ দলীয় ভাবে তাঁরা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। ব্রাত্য এ ব্যাপারে তদন্ত করবেন জানিয়েছেন বলেও দাবি কুণালের। এর পরেই সরাসরি সুজনের নাম নিয়ে কুণালের চ্যালেঞ্জ, ''আমাদের নিয়ে কুৎসা করার আগে আপনার পরিবারে আর কে কে আছেন, যাঁরা সরকারের বিভিন্ন পদে চাকরি করেন, তা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন! না করলে তৃণমূল তা প্রকাশের দিকে যাবে।'' তদন্তকারী সংস্থার কাছে কুণালের আর্জি, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে যেন বামফ্রন্ট জমানায় হওয়া চাকরিরও তদন্ত করে দেখা হয়। কুণালের অভিযোগের জবাব দিয়েছেন সুজন। তিনি বলেছেন, ''ওটা চিরকুট নয়, জয়েনিং লেটার। পদ্ধতি মেনে পরীক্ষা দিয়েই আমার স্ত্রী চাকরি পেয়েছিলেন। কোনও রকম অনিয়ম হয়নি। যেটাকে তৃণমূল চিরকুট বলছে, সেটা আসলে জয়েনিং লেটার। মিলি (সুজনের স্ত্রী) যে পদে চাকরি পেয়েছিলেন, সেই পদেই অবসর নিয়েছেন। বামফ্রন্ট আমলে যে কোনও দুর্নীতি হয়নি, এটাই তার প্রমাণ।''

## শহিদ মিনারে অভিষেকের সভা নিয়ে জটিলতা! আদালতে যেতে পারে তৃণমূল

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মার্চঃ** ধর্মতলায় ছাত্র-যুব সমাবেশের কথা ঘোষণা করেছে তৃণমূল। আগামী ২৯ মার্চ শহিদ মিনারে সেই সভায় প্রধান বক্তা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই সভা ঘিরেই জটিলতা সৃষ্টি হল। সেনার তরফে এখনও সভার অনুমতি মেলেনি। এদিকে তৃণমূল বলছে, অনুমতি না পাওয়ায় গেলে আদালতে যাবে তারা। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ-র দাবিতে শহিদ মিনারে অনশন আন্দোলন করছেন রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় আদালতে গিয়েছিলেন তাঁরা। তারপর আদালতের নির্দেশেই শহিদ মিনারে আন্দোলন করছেন কর্মীরা। সেই

শহিদ মিনারে ২৯ মার্চ তৃণমূল যুবদের কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু একই জায়গায় দু'টো কর্মসূচি কীভাবে হবে? পুলিশ গতকাল ডিএ আন্দোলনকারীদের ২৯ তারিখ উঠে যাওয়ার অনুরোধ করে। কিন্তু পুলিশের অনুরোধে কান দিতে নারাজ আন্দোলনকারীরা। ডিএ আন্দোলনের কথা জানিয়ে অভিষেকের সভায় এখনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। অনুমতি চেয়ে আগেই তৃণমূলের তরফে সেনার কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, সেনা পাল্টা চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, ডিএ আন্দোলনকারীরা হাইকোর্টের অনুমতিতে আন্দোলন করছে। সেখানে সভা কীভাবে সম্ভব? তৃণমূল সূত্রে খবর, সেনা যদি শেষ পর্যন্ত অনুমতি না দেয় তবে আদালতে যাবে তারা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন, ''একদিনের জন্য সৌজন্য দেখানো উচিত ছিল আন্দোলনকারীদের। একই জায়গায় কেউ যদি দীর্ঘদিন আন্দোলন করেন, তো সেই জায়গায় অন্য কেউ সভা করতে পারবে না, তা হয়!''

## দলের সঙ্গে আছি আছি আছি, জোর গলায় জানিয়ে দিলেন পার্থ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মার্চঃ** মন্ত্রী তথা দলের মহাসচিবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে দল যে একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে, সে কথা বারবার মনে করিয়ে দেয় শাসক দল। অনুব্রতর জন্য গলা ফাটালেও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে খুব বেশি সওয়ালও করতে দেখা যায়নি শাসক দলের নেতাদের। তবে বৃহস্পতিবার সেই দলের সঙ্গেই মিলে গেল পার্থর সুর! কোনও ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব নয়, সিপিএম-বিজেপির বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুললেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। যে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে শাসক দলের নেতাদের বারবার আক্রমণ করতে দেখা যায়, সেই বিরোধী দলনেতার নাম শোনা গেল পার্থর মুখে। আবার ঘনিষ্ঠ মহলে বুঝিয়ে দিলেন, প্রমাণ আছে বলেই শুভেন্দু-সুজনদের নাম বলেছেন তিনি। আদালত কে বিচারকের সামনে স্বর নামিয়ে জামিনের আর্জি জানালেও পরে আদালত থেকে বেরনোর সময় ফের জোর গলায় বলে গেলেন, দলের সঙ্গে 'আছি আছি আছি।' দুপুর ১২টার আশপাশে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের সামনে নামেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কার্যত রণংদেহী মেজাজে পরপর বলে যান শুভেন্দু অধিকারী, সুজন চক্রবর্তী, দিলীপ ঘোষের নাম। সুর চড়িয়ে বলেন, ''শুভেন্দু অধিকারী কী করেছিল দেখুন না।'' পার্থর মুখে পাল্টা অভিযোগ নিয়ে যখন রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে, তখনও একটাই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছিল, আদালতে বিচারককে কী এমন বলবেন পার্থ? কোর্টের বাইরে যাঁর গলায় বিরোধীদের বিরুদ্ধে এমন চড়া সুর শোনা গেল, ভিতরে গিয়ে তিনি এমন আরও অভিযোগ আনবেন না তো? কিন্তু এরই মধ্যে ফোকাসে একটি টুইট, যেটি করেছিলেন কুণাল ঘোষ। ঘটনাপ্রবাহ বলছে, পার্থ আদালত চত্বরে বোমা ফাটানোর ঠিক ২০ মিনিট আগেই টুইট করেছিলেন কুণাল। আলোচ্য বিষয় একই। কুণাল যে যে নাম করেছিলেন টুইটে, সেই নামই আওড়ালেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ব্যাপারটা কি ভীষণই রহস্যজনক? নাকি কেবল কাকতালীয়? প্রশ্ন বিরোধীদেরই। বৃহস্পতিবার আদালতে ঢোকার মুখে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ, সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর নাম করেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তখন বেলা বারোটা বাজতে কিছু সময় বাকি। সাংবাদিকরা কিছু প্রশ্ন করার আগেই পার্থ বলেন, ''পরিষ্কার ভাষায় বলছি, যে সুজন চক্রবর্তী, দিলীপ বাবু, শুভেন্দু বাবুরা বড় বড় কথা বলছেন। তাঁরা নিজেদের দিকে দেখুন। উত্তরবঙ্গে তাঁরা কী করেছেন। ২০০৯-১০-এর ক্যাগ রিপোর্ট দেখুন। সমস্ত জায়গায় তদ্বির করেছেন। আমি তাঁদের বলেছি করতে পারব না। আমি নিয়োগ কর্তা নই। এ ব্যাপারে সাহায্য তো দূরের কথা, কোনও বেআইনি কাজ করতে পারব না।'' টিভিতে তখন চলছে লাইভ টেলিকাস্ট। এরপরই দেখা যায়, ১১.৪২ মিনিটে টুইট করেছেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। সেখানেই সেই একই নাম। কুণাল টুইটে লেখেন, 'শিক্ষায় নিয়োগ বিতর্ক-দিলীপ ঘোষ, সুজন চক্রবর্তী, শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্য ও আরও কয়েক জন চাকরির সুপারিশ করেছিলেন কি? তকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ করেছিলেন কি? তদন্ত হোক। কেন্দ্রীয় এজেন্সি একমুখী কাজ না করে নিরপেক্ষ কাজ করুক।'' সারাদিন কৌতূহল জিইয়ে রেখেছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বারবার বলেন, ''বলব পরে বলব।'' দুপুর ৩ টের কিছু পরে শুরু হয় নিয়োগ মামলার দ্বিতীয় পর্যায়ের শুনানি। প্রায় ৩০ মিনিট পর বলার সুযোগ পান প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। না, কোনও বিরোধীর নাম-টাম নয়, কার্যত জামিনের জন্য অনুরোধ শুরু করেন প্রাক্তন মন্ত্রী। তিনি কতটা শিক্ষিত, তাঁর পরিবার কতটা সম্ভ্রান্ত এসব যুক্তি একে একে দিতে শুরু করেন। কী এমন অপরাধ করেছেন? জানতে চান বিচারকের কাছে। নরম সুরে বলেন, ''মন্ত্রী হওয়াটা কি অপরাধ?'' সব কৌতূহলের অবসান ঘটিয়ে কোর্ট থেকে বেরলেন পার্থ। শুনানি শেষ। আবার জেলে যাওয়ার পালা। বেরনোর সময়ও পার্থর গলায় ফিরল চেনা দাপট! ''পার্থদা দা আপনাকে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে...'', গাড়ির দরজা খুলে ঘাড় ঘুরিয়ে উচ্চস্বরে পার্থ জবাব দিলেন, ''যার নিজের গায়ে কালি লেগে আছে, তারা আবার কি কালিমালিপ্ত করবে?'' প্রাক্তন মহাসচিবকে আবারও প্রশ্ন করা হল ''আপনি কি দলের সঙ্গে আছেন?'' তৃণমূলে আছেন বলে আগেও জানিয়েছিলেন পার্থ। কিন্তু এদিন যে তাঁর স্বর আরও বেশি দৃঢ়। গাড়ির সিটে বসেই স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, ''আছি আছি আছি...''। পার্থকে নিয়ে প্রশ্নের মুখে এদিন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ''পার্থ নিয়ে সমর্থন বা বিরোধিতা আমরা কিছু করছি না। কিন্তু একজন অভিযুক্ত হিসেবে কিছু নাম বলেছেন। তদন্তের স্বার্থে তাঁদের হেফাজতে নিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি তদন্ত করতে হবে।''

## এসএসসি এখনই ১২ হাজার নিয়োগ দিতে পারে, কিন্তু সব আটকে কোর্টে

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মার্চঃ** আইনি জটিলতায় আটকে রয়েছে হাজার হাজার নিয়োগ। আদালত অনুমতি দিলেই আপার প্রাইমারিতে ১২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে এমন কথাই জানাল তারা। ২০১৬ সালের আপার প্রাইমারির নিয়োগ আটকে বহুদিন। কমিশন জানিয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চে কমিশন জানায়, আদালতের নির্দেশ পেলে আগামী সপ্তাহেই মেধা তালিকা প্রকাশ করবে তারা। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে একাধিক মামলা চলছে হাইকোর্টে। ২০১৬ সালের আপার প্রাইমারির নিয়োগ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ ছিল। মামলাকারীদের বক্তব্য, ২০২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আদালত মেধা তালিকা প্রকাশ করতে বলেছিল। সেই মতো চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউও নেওয়া হয়। কিন্তু এখনও মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। আগে ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলায় নির্দেশ দিয়েছিল। আদালতের নির্দেশ ছাড়া কমিশন কখনই নিয়োগ দিতে পারবে না। বৃহস্পতিবার কমিশন সেটাই জানাল আদালতে। বুধবারই কমিশন ফের নতুন করে নিয়োগের কাজ শুরু করেছে। চাকরিপ্রার্থীরা পুনরায় অনলাইনে আবেদনপত্র প্রিন্ট করতে পারবেন। ডিভিশন বেঞ্চ এদিন শুনানি শেষে জানায়, আগামী সপ্তাহে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

## 'অত্যন্ত দুর্বল চিত্রনাট্য, একটা ছেঁড়া কাগজ দেখান', চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মার্চঃ** বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা একটি টুইটে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, নিয়োগ দুর্নীতিতে দিলীপ ঘোষ, সুজন চক্রবর্তী, শুভেন্দু অধিকারীর যোগ রয়েছে বলে প্রশ্ন তোলেন। তার ঠিক ৩০ মিনিটের মধ্যেই আলিপুর আদালতে ঢোকার মুখে নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মুখেও শোনা গিয়েছিল একই কথা। যা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয় রাজ্য রাজনীতি। এদিন বিকেলে সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু বলেন, ''এটা অত্যন্ত দুর্বল চিত্রনাট্য।'' এখানেই থেমে থাকেননি শুভেন্দু। এদিন তৃণমূলকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ''একটা ফাটা কাগজ বের করে দেখান আমার বিরুদ্ধে। যেখানে আমি কারওর নামে সুপারিশ করেছি। প্রয়োজনে হ্যান্ডরাইটিং বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করাক।'' গত শুক্রবার দলীয় বৈঠকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে বলেন, বাম আমলের কাদের চাকরি চিরকুটে হয়েছিল তার তালিকা বের করার জন্য। তারপর থেকেই দেখা যায় বাম আমলে বিভিন্ন সময়ের অনেকের চাকরি নিয়ে প্রশ্ন তুলে আসরে নেমেছে তৃণমূল। শুভেন্দু এদিন বোঝাতে চেয়েছেন, কুণাল ঘোষ ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় যোগসাজশ রেখে মন্তব্য করেছেন। তিনি তাঁর এলাকায় কোনও স্কুলে একটি ব্ল্যাকবোর্ড দেওয়ার জন্য কাউকে সুপারিশও করেননি বলে দাবি বিরোধী দলনেতার।

## অনিশ্চিত হয়ে পড়ল কংগ্রেস নেতার সাংসদ পদ

# রাহুলের ছিঁড়ে ফেলা অর্ডিন্যান্সই হতে পারত রক্ষাকবচ

**নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চঃ** রাহুল গান্ধির সাংসদ পদের আয়ু আর কতদিন? লন্ডনে দেশের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলার অভিযোগে ওয়ানাডের এই কংগ্রেস সাংসদের সদস্যপদ খারিজের দাবি আগেই জানিয়েছে বিজেপি। লোকসভার স্পিকারকে চিঠি দিয়েছে দল। স্পিকার এই ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার কোনও আভাস দেননি। কিন্তু বৃহস্পতিবার গুজরাতের সুরাত আদালতের রায়ের পর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে রাহুলের সাংসদ পদের আয়ু নিয়ে। শুধু তাই নয়, সুরাত আদালতের রায় উচ্চ আদালতে বহাল থাকলে রাহুল দু'বছর সাজা ভোগ করার পরও আরও ছয় বছর নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। রাহুলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হয়ে যাবে তিরিশ দিনের মাথায়। কারণ, ২০১৩-এর সুপ্রিম কোর্টের একটি ঐতিহাসিক মামলার রায় অনুযায়ী নিম্ন আদালতে ন্যূনতম দু'বছর সাজা হলেই সাংসদ, বিধায়কদের সদস্যপদ সঙ্গে সঙ্গে খারিজ হয়ে যাবে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তথা অ্যাক্টিভিস্ট বিনীত জিন্দল লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখে অবিলম্বে রাহুল গান্ধির সদস্যপদ খারিজের দাবি জানিয়েছেন। ঘটনা হল, সুপ্রিম কোর্টের সেই রায়ের থাবা থেকে সাংসদ, বিধায়কদের রক্ষা করতে তৎকালীন মনমোহন সিং সরকার গিঅর্ডিন্যান্স জারি করতে উদ্যোগী হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল শীর্ষ আদালতের রায় খারিজ করে দেওয়া। শেষ পর্যন্ত মনমোহন সরকার অর্ডিন্যান্স জারি না করে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়। আর তা করতে হয়েছিল রাহুল গান্ধির আপত্তিতেই। বৃহস্পতিবার সুরাতের আদালত রাহুলের মামলার রায় ঘোষণার পর রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাহুলের সেদিনের ভূমিকা নিয়ে। সেই অর্ডিন্যান্স জারির কথা জানাজানি হতে রাহুল গান্ধি একদিন কংগ্রেসের সদর দফতরের সাংবাদিক বৈঠকে এসে অর্ডিন্যান্সের কপি ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন। একপর তীব্র ভাষায় নিজের দলের সরকারের সমালোচনা করেন। বলেন, ''এইভাবে আর কতদিন অপরাধে অভিযুক্ত নেতা-মন্ত্রী-এমপি-এমএলএ-দের রক্ষা করবে রাজনৈতিক দলগুলি। কংগ্রেস, বিজেপি, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি-সব দলই এইভাবে অভিযুক্ত নেতাদের আড়াল করছে। এর অবসান হওয়া দরকার।'' রাহুলের সেই জেহাদের ফলে সুপ্রিম কোর্টের রায় বহাল থাকে। কিছুদিন পরই কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ রশিদ মাসুদের সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায় একটি মামলায় তাঁর দু' বছর জেল হওয়ায়। এরপর লালুপ্রসাদ যাদবেরও সদস্যপদ খারিজ হয় পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে তিনি অভিযুক্ত হওয়ার পর। রাজনৈতিক মহলে, বিশেষ করে কংগ্রেসের অন্দরে বৃহস্পতিবার চর্চা শুরু হয়েছে, রাহুল সেদিন অর্ডিন্যান্স নিয়ে আপত্তি না তুললে তিনিই সুরাত আদালতের রায় নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারতেন। সেই রায় থেকে রাহুলের লোকসভার সদস্যপদ রক্ষা এবং ভবিষ্যতে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার পথ খোলা রাখার রাস্তা খুঁজতে ব্যস্ত অভিষেক মনু সিংভির মতো কংগ্রেসের আইনজীবী নেতারা। সুরাতে আদালত বৃহস্পতিবার ২০১৯-এর একটি মামলার রায় ঘোষণা করেছে। সেই বছর

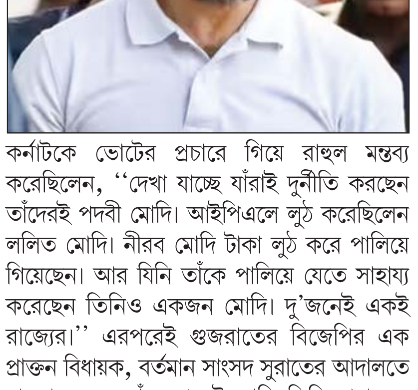

কর্নাটকে ভোটের প্রচারে গিয়ে রাহুল মন্তব্য করেছিলেন, ''দেখা যাচ্ছে যাঁরাই দুর্নীতি করছেন তাঁদেরই পদবী মোদি। আইপিএলে লুঠ করেছিলেন ললিত মোদি। নীরব মোদি টাকা লুঠ করে পালিয়ে গিয়েছেন। আর যিনি তাঁকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন তিনিও একজন মোদি। দু'জনেই একই রাজ্যের।'' এরপরেই গুজরাতের বিজেপির এক প্রাক্তন বিধায়ক, বর্তমান সাংসদ সুরাতের আদালতে মামলা করেন। তাঁরও পদবই মোদি। তিনি আদালতে বলেন, ''মোদি পদবীকে রাহুল গান্ধি অপমান করেছেন।'' সেই মামলারই বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত রায় দান ছিল। সশরীরে সুরাতের আদালতে হাজির ছিলেন রাহুল। দোষী সাব্যস্ত করার পর, সাজা ঘোষণার আগে রাহুলকে বিচারক জিজ্ঞেস করেন, ''আপনার কিছু বলার আছে? আপনি কি অনুতপ্ত?'' জবাবে রাহুল বলেন, ''রাজনীতির মঞ্চ থেকে রাজনীতির কথা বলেছি। এখানে অনুতাপের কোনও বিষয় নেই।'' মামলাকারীর আইনজীবীরা তখন আর্জি জানান, রাহুল গান্ধি একরোখা মনোভাব দেখাচ্ছেন। ওঁকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হোক। তারপর বিচারক রাহুলকে দু'বছরের কারাদণ্ডের সাজা শোনান। পাল্টা রাহুল বলেন, তিনি এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চতর আদালতে যাবেন। যেহেতু তিন বছরের কম কারাদণ্ডের সাজা তাই সুরাতের ওই আদালতই রাহুলের জামিন মঞ্জুর করে। তাঁকে নির্দেশ দেয়, জেলযাত্রার এই সাজা আপাতত ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করা হল। এই সময়ের মধ্যে রাহুলকে উচ্চতর আদালতে পিটিশন দাখিল করতে হবে। তারপরেই আদালত থেকে বেরিয়ে যান রাহুল। আইনজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, সুরাত আদালতের বিচারক রাহুলের সাজার উপর তিরিশ দিনের জন্য স্থগিতাদেশ জারি করেছে। উচ্চ আদালত সাজার মেয়াদ কমিয়ে দিলে তাঁর সদস্যপদ নিয়ে অনিশ্চিয়তা থাকবে না। এখন প্রশ্ন হল, কেন রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যেতে যেতেও হল না? এই প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে দেখে নেওয়া যাক আইন এবং তার বদলের ঘটনা-১৯৫২ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে ৮ (৪) ধারায় বলা ছিল, নিম্ন আদালতে কোনও সাংসদ বা বিধায়ককে যদি দু'বছরের বা তার বেশি জেলের সাজা দেওয়া হয় তাহলে তাঁর সাংসদ বা বিধায়ক পদ সঙ্গেসঙ্গে খারিজ হবে না। তিনি উচ্চ আদালতে আবেদন জানাতে পারবেন। ৬০ বছর এভাবেই চলছিল। কিন্তু ৬১ বছরের মাথায় ২০১৩ সালের অক্টোবরে যুগান্তকারী রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি একে পট্টনায়েক ও বিচারপতি এসজে মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চ বলে, জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে ৮ (৪) ধারা অসাংবিধানিক। যে আদালতই কোনও সাংসদ বা বিধায়কের বিরুদ্ধে দু'বছর বা তার বেশি জেলের সাজা দিক সঙ্গেসঙ্গে তাঁদের সাংসদ বা বিধায়ক পদ খারিজ হয়ে যাবে। এমন উদাহরণ সম্প্রতিই ঘটেছে। ২০১৯-এর একটি ঘৃণাভাষণের মামলায় উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক আজম খানকে তিন বছরের জেলের সাজা দিয়েছে এলাহাবাদ কোর্ট। ২০১৩-র সংশোধিত আইন অনুযায়ী সঙ্গেসঙ্গে আজম খানের বিধায়ক পদও খারিজ হয়ে গিয়েছে। রাহুল গান্ধিকে যদি আজকে জামিন না দিত সুরাতের আদালত তাহলে তাঁর সাংসদ পদ খারিজ হওয়া ছিল অবধারিত। কিন্তু তা হচ্ছে না। সুতোর ব্যবধানে ওয়ানাড়ের সাংসদ থাকছেন রাহুল। তবে নজর থাকবে মোদি পদবি বিতর্কের মামলায় উচ্চতর আদালত কী বলে।

## আমার ধর্ম সত্য ও অহিংসার ওপর নির্ভরশীলঃরাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ তাঁর ধর্ম সত্য ও অহিংসার ওপর নির্ভরশীল। টুইট করে জানালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। 'মোদী উপাধি' মন্তব্যের জন্য বৃহস্পতিবারই রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করেছে গুজরাটের সুরাটের জেলা আদালত। এরপরই রাহুল গান্ধী টুইট করে লিখেছেন, আমার ধর্ম সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য আমার ঈশ্বর, অহিংসা তা পাওয়ার মাধ্যম। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর উক্তি তুলে ধরেন রাহুল গান্ধী।এদিকে, রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা কিরেণ রিজিজু। রিজিজু এদিন রাহুলের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার খবর শোনার পর বলেছেন, রাহুল গান্ধী যাই বলুক না কেন তা সর্বদা কংগ্রেস দল এবং সমগ্র দেশকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। কয়েকজন কংগ্রেস সাংসদ আমাকে বলেছেন, তাঁর মনোভাবের কারণে কংগ্রেস ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

## দুর্নীতিতে জড়িত প্রমাণ করতে পারলে জেলে যাব', পাল্টা দিলীপ

কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃ তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিব তথা রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার দোষী হিসাবে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষের নাম উল্লেখ করেন। এর প্রতিবাদ করেছেন দিলীপবাবু। দিলীপবাবু এ দিন বলেন, উনি আমার নামও নিয়েছেন দেখলাম। আরেকজন নেতা ট্যুইটও করেছেন। উনি ২০১০, ১১, ২০১২ এর কথা বলছেন। সত্যি কথা বলতে দিলীপ ঘোষকে কেউ জানতই না তখন। আমি তখন রাজনীতিতেই ছিলাম না। পার্থবাবুর সঙ্গে আমার ২০১৬ সালে বিধানসভায় পরিচয়। এরপরও যদি উনি প্রমাণ করতে পারেন যে আমি আমার জন্য, বা দলের কারও জন্য সুপারিশ করেছিলাম, তাহলে তাঁর জায়গায় আমি জেলে যাব।জেলে রয়েছেন তো মাথা ঠিক নেই। চারজন বান্ধবী, আর কোটি কোটি টাকার খেলা খেলেছেন, আর বলছেন অন্যায় করেননি। আর এটা চক্রান্ত বোঝাই যাচ্ছে। আগে কেউ ট্যুইট করছেন তারপর বলছেন। পরিকল্পনা করে বাকিদের জড়ানোর চেষ্টা করছেন। এভাবে বাঁচতে পারা যাবে না।''

## ভারত সফরে আসছেন বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট পদে মার্কিন মনোনীত প্রার্থী অজয়, দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ ভারত সফরে আসছেন বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট পদে মার্কিন মনোনীত প্রার্থী অজয় বাঙ্গা। ২৩ ও ২৪ মার্চ দু'দিনের সফরে ভারতে আসছেন তিনি। ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা এবং এশিয়ায় অগ্রসর হওয়ার প্রাক্কালে আফ্রিকা থেকে শুরু হওয়া তিন সপ্তাহের বিশ্ব শ্রোতা সফরের অংশ হিসেবে ভারতে আসছেন অজয় বাঙ্গা।ভারত সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। পাশাপাশি ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন, বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গেও দেখা করবেন বাঙ্গা। ভারতের উন্নয়ন অগ্রাধিকার, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন।

## ফের চড়ল সোনার দর

কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃপ্রতিদিনই প্রায় হেরফের হচ্ছে সোনার দাম । গতকাল সোনার দাম কিছুটা কম থাকলেও বৃহস্পতিবার ফের চাল সোনার দাম। বৃহস্পতিবারের বাজার খুলতেই ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম বাড়ল ৬০০ টাকা। আর ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম বাড়ল ৬৫০ টাকা। পিছিয়ে নেই রুপোও। সোনার পাশাপাশিই বৃহস্পতিবার দাম বাড়ল এই ধাতুরও। ১ কেজি রুপোর দাম বাড়ল ১০০০ টাকা।বৃহস্পতিবার ২২ ক্যারেট ১ গ্রাম সোনার দাম ৫ হাজার ৪৮০ টাকা। ১০ গ্রাম গয়নার সোনার দাম যাচ্ছে ৫৪,৮০০ টাকা। অন্যদিকে, ১ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার নতুন দাম ৫ হাজার ৯৭৮ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট পাকা সোনার দাম যাচ্ছে ৫৯,৭৮০ টাকা। এক কেজি রুপোর বাটের নতুন দাম ৭২,৬০০ টাকা।দাম বাড়ল স্পট গোল্ডের। তার ফলে দেশীয় বাজারেও উর্ধ্বমুখী সোনার দর।

# সভার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাতে ধনখড়ের চেম্বারে আলোচনা, ফের একপ্রস্থ বৈঠক করলেন বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ সংসদে অব্যাহত রয়েছে বিরোধীদের হইহট্টগোল। ফলে সভার কাজ ঠিকভাবে চালানো সম্ভব হচ্ছে না, এই পরিস্থিতিতে সভার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাতে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখ।রে চেম্বারে মিলিত হলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ সংসদে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের চেম্বারে এই বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, প্রহ্লাদ জোশী, অর্জুন রামমেঘওয়াল, ভি মুরালীধরন প্রমুখ। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।এদিকে, নিজেদের মধ্যে রণকৌশল ঠিক করতে ফের একপ্রস্থ বৈঠক করলেন বিরোধীরা। এদিন সকালে সংসদে কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার দলনেতা মল্লিকার্জুন খা।গের ঘরে মিলিত হন সমমনোভাবাপন্ন বিরোধী দলের নেতারা। নিজেদের মধ্যে আরও একপ্রস্থ বৈঠক সেরেছেন তাঁরা।

## ইউক্রেন পুনর্গঠনে ৪১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হবে জানাল বিশ্বব্যাংক

ওয়াশিংটন, ২৩ মার্চ ঃ যুদ্ধ থেকে পুনরুদ্ধার ও দেশ পুনর্নির্মাণের জন্য ইউক্রেনের ৪১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হবে। শুধুমাত্র একটি বিধ্বস্ত শহরের ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কারে খরচ হবে পাঁচ বিলিয়ন ডলার। বৃহস্পতিবার টুইটারে এমনই তথ্য পোস্ট বিশ্বব্যাংক । বিশ্বব্যাংকের দেওয়া অনুমান হিসাবে বলা হয়েছে, এসব কাজ করতে ইউক্রেনের ১০ বছর সময় লাগবে।বুধবার প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যতদিন যুদ্ধ চলতে থাকবে, ততদিন ক্ষয়ক্ষতি পূরণের এ চাহিদা বাড়তে থাকবে। প্রতিবেদনে যুদ্ধের কিছু অর্থনৈতিক ও মানবিক ক্ষতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় দুই মিলিয়ন বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাঁচটির মধ্যে একটি জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বা চুরি হয়েছে ৬৫০টি অ্যাম্বুলেন্স।এছাড়া ৪৬১ জন শিশুসহ অন্তত নয় হাজার ৬৫৫ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন বলে এতে নিশ্চিত করা হয়েছে। বুধবার বিশ্বব্যাংকের ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট আনা বজেরদে বলেছেন, ইউক্রেনের পুনর্গঠনে ' কয়ক বছর সময় লাগবে'।তিনি বলেন, প্রতিবেদনে এখন পর্যন্ত ভবন ও অবকাঠামোর সরাসরি ক্ষতির জন্য ১৩৫ বিলিয়ন ডলারের হিসাব দেওয়া হয়েছে। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঠিক না থাকলে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি হত। দেশটির টিকে থাকতে প্রতি মাসে তিন থেকে চার বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন।বিশ্বব্যাংক বলেছে, রাশিয়ার আগ্রাসন ইউক্রেনের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ১৫ পেছনে নিয়ে গেছে। এর মোট দেশজ উৎপাদন ২৯ শতাংশ কমেছে। পাশাপাশি যুদ্ধ ১ দশমিক ৭ মিলিয়ন ইউক্রেনীয়কে দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

## ডঃ রাম মনোহর লোহিয়ার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী

পটনা, ২৩ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার লোহিয়া নগর কঙ্করবাগে আয়োজিত একটি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ডঃ রাম মনোহর লোহিয়ার জন্মবার্ষিকীতে তাঁর আবক্ষ মূর্তিকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।এই উপলক্ষে উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী প্রসাদ যাদব, অর্থ, বাণিজ্যিক কর ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বিজয় কুমার চৌধুরী, পরিবহন মন্ত্রী শীলা কুমারী, বিধানসভার কাউন্সিলর কুমুদ ভার্মা, বিহার রাজ্য সিভিল কাউন্সিলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অরবিন্দ কুমার সিং এবং বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গানও পরিবেশন করেন।

## সন্দেহজনক কার্যকলাপে জড়িত গোলাম মুস্তাফার খোঁজে নাগপুরে অভিযান এনআইএ-র

নাগপুর, ২৩ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার এনআইএ দল নাগপুরের দুটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সতরঞ্জিপুরা ও বদি মসজিদ এলাকায় অভিযান চালানো হয়। পাকিস্তানের কিছু গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগসাজশে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এনআইএ দু'জনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।আসলে জামাত-ই-রাজা সংগঠনের নেতা গোলাম মুস্তফার খোঁজ করতে নাগপুরে পৌঁছেছে এনআইএ। এনআইএ খবর পেয়েছিল গোলাম মুস্তাফা সতরঞ্জিপুরা এলাকায় ভাড়ায় থাকছেন। এর পরপরই এখানে অভিযান চালানো হয়। পাশাপাশি বড় মসজিদের কাছে বসবাসকারী আহমেদ রাজাক এবং আখতার রাজাককেও জেরা করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই যুবকদের একজন ২০১৭ সালে পাকিস্তানের মাওলানার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করেছিলেন। এনআইএ দল সন্দেহভাজনদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে তাদের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে। এই অভিযানের সময় নাগপুর পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কায় এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যদিও এনআইএ অভিযানের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো তথ্য দেয়নি। এই তল্লাশি অভিযানে ঘটনাস্থলে ভারী পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

# অস্থিরতার মধ্যে সুদহার বাড়াল মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক

ওয়াশিংটন, ২৩ মার্চ ঃ দুটি ব্যাংকে ধস নামার পর ব্যাংকিং খাতে অস্থির অবস্থার মধে আবারও সুদহার বাড়াল আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার নতুন করে ০ দশমিক ২৫ পয়েন্ট বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে।চলতি মাসেই আমেরিকার সিলিকন ভ্যালি এবং সিগনেচার নামে দুটি ব্যাংকে ধস নামে। এ পরিস্থিতিতে নতুন করে সুদহার বাড়ালে ব্যাংকিং খাতে আরও অস্থিরতা দেখা দিতে পারে- এমন আশংকা থাকা সত্ত্বেও আবারও সুদহার বাড়িয়েছে আমেরিকার কেঃদ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার নতুন করে ০ দশমিক ২৫ পয়েন্ট বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক দাবি করেছে, ব্যাংকিং খাত শক্ত অবস্থানে আছে। তবে তারা সতর্ক করে বলেছে যে, যেসব ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে আগামী কয়েক মাসে সেগুলোর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল বলেছেন, ফেড তার মুদ্রাস্ফীতির লড়াইয়ে মনোনিবেশ করেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় ও নিত্যপণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখতে গত বছর থেকেই সুদহার বাড়িয়ে চলছে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক। কিন্তু গত বছর থেকে সুদের হারের তীব্র বৃদ্ধি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় চাপ সৃষ্টি করেছে।সুদহার বাড়ায় চলতি মাসেই সিলিকন ভ্যালি এবং সিগনেচার নামে দুটি মার্কিন ব্যাংকে ধস নামে। ব্যাংকগুলো যেসব বন্ড কিনে রেখেছে, আশঙ্কা করা হচ্ছে সুদহার বৃদ্ধির কারণে সেসব বন্ডের দাম কমে যাবে। এদিকে গত সপ্তাহে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার মূল সুদের হার ০ দশমিক ৫ শতাংশ বাড়িয়েছে। অন্যদিকে, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড আজ তার নিজস্ব সুদের হারের সিদ্ধান্ত নেবে।-

## শুক্রবার কর্ণাটকে যাচ্ছেন অমিত শাহ, দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি ও বেঙ্গালুরু, ২৩ মার্চ ঃ শুক্রবার কর্ণাটক সফরে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। সরকারি সূত্রের খবর, কর্ণাটক সফরে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য মাদক পাচার এবং জাতীয় সুরক্ষা সম্পর্কিত আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি।এছাড়াও বেঙ্গালুরুর কোমমাঘট্টা গ্রামে সেহকার সমৃদ্ধি সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পাশাপাশি সমবায় মন্ত্রকের (কর্নাটক) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করবেন তিনি। অর্থাৎ শুক্রবার ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের।

## বীমাকৃত কৃষকদের ১২৬০ কোটি টাকা দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি , ২৩ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার একটি বোতাম টিপে ছয়টি রাজ্যের বীমাকৃত কৃষকদের ১২৬০ কোটি টাকা প্রদান করেছেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। একই সঙ্গে তিনি ডিজিক্লেইম চালু করেন। প্রাথমিকভাবে ছয়টি রাজ্যের কৃষকদের সরাসরি উপকৃত করবে - রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড এবং হরিয়ানা। পোর্টালে রাজ্যগুলিফলন ডেটা প্রকাশিত হওয়ার কারণে দাবি প্রদানের প্রক্রিয়াটি এখন স্বয়ংক্রিয় হবে।অনুষ্ঠান চলাকালীন তোমর বলেন।

## আদানিকে গ্রেফতার করুন', অর্থমন্ত্রী ও ইডি দফতরে দাবিতে সোচ্চার তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চঃ বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সঙ্গে দেখা করে গৌতম আদানির গ্রেফতারের দাবি জানাল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। এই দলে ছিলেন লোকসভার সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, আবু তাহের খান, খালিউর রহমান, সুনীল মণ্ডল। সেই সঙ্গে রাজ্যসভার সাংসদদের মধ্যে শান্তনু সেন, আবির বিশ্বাস, মৌসম নূর, সুস্মিতা দেবরাও এই দলে ছিলেন। এছাড়া আদানি ইস্যুতে যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করে তদন্তের দাবি তোলা হয়েছে।জানা গিয়েছে, তৃণমূল সাংসদরা আদানি ও মোদীর ছবি ছাপা দুটি টুপিও অর্থমন্ত্রীর দফতরে রেখে এসেছেন এদিনের প্রতিবাদের স্মারক হিসেবে। টুপিতে লেখা রয়েছে ' আদানি'। সেই টুপিতে সব তৃণমূল সাংসদ সই করেছেন। এছাড়াও তৃণমূল সাংসদদের অন্য প্রতিনিধি দল ইডি ও সিবিআইয়ের দফতরে গিয়ে আদানি গ্রেফতারের দাবি জানাতে গিয়েছিল। কিন্তু গেটেই আটকে দেওয়া হয় তাঁদের।উল্লেখ্য, হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই আদানি ইস্যুতে সরব তৃণমূল। এর মধ্যে গত সপ্তাহ থেকেই আদানির গ্রেপ্তারির দাবিতে আরও বেশি সোচ্চার তৃণমূল। তাদের দাবি, দেশের ১.২০ লক্ষ কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতির জন্য আদানি দায়ী। এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকেও উত্তর চেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

## ভারতে কোভিড-সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৩০০, মৃত্যু ৩ জনের হয়েছে

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ বেড়েই চলেছে, রোজই বৃদ্ধি পাচ্ছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১,৩০০ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৭,৬০৫-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০২ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মোট কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৯৯,৪১৮-তে পৌঁছেছে। ৩ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৮১৬-এ পৌঁছেছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৬০,৯৯৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৭ হাজার ৫৩০ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৫,২৮,৭১০। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসি এমআর) জানিয়েছে, ২২ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৮৯,০৭৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

# মোদী পদবি মন্তব্যের জেরে রাহুল গান্ধী দোষীসাব্যস্ত, জামিনও দিল সুরাটের জেলা আদালত

সুরাট, ২৩ মার্চ ঃ'মোদী পদবি' মন্তব্যের জন্য অস্বস্তি প।লেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধীকে 'মোদী পদবি' মন্তব্যের জন্য দোষীসাব্যস্ত করেছে গুজরাটের সুরাটের জেলা আদালত। 'মোদী উপাধি' মন্তব্যের জন্য রাহুলের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছিল ফৌজদারি মানহানির মামলায, তাতেই রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত।২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রচারের সময় রাহুল গান্ধী স্লোগান তুলেছিলেন, 'চৌকিদার চোর হ্যায়'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ শানাতেই এই রব তুলেছিলেন কংগ্রেস নেতা। এমনই ভাবে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ শানিয়ে রাহুল বলেছিলেন, 'সব মোদীরা কেন চোর হয়?' তিনি নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে, নীরব মোদী, ললিত মোদীকে বোঝাতে এই মন্তব্য করেছিলেন। তবে এতে 'মোদী' পদবীর সকলের অপমান হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এই মর্মে সুরাটের এক আদালতে রাহুল গান্ধীর নামে মামলা হয়েছিল। সেই মামলারই বৃহস্পতিবার রায়দান করল আদালত। আদালতের তরফে এই মামলায় রাহুল গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। দিল্লি থেকে বৃহস্পতিবার সকালেই সুরাটে পৌঁছে যান রাহুল, সশরীরে হাজিরা দেন জেলা আদালতে।বৃহস্পতিবার আদালতে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন রাহুল। তাঁর উপস্থিতিতেই রায় দেয় আদালত। রাহুলকে দোষীসাব্যস্ত করে দুই বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশও দেয় আদালত। তবে, ৩০ দিনের জন্য জামিন মঞ্জুর হয়েছে রাহুলের, ১০ হাজার টাকার বন্ডে। জেলা আদালতের রায়কে এই সময়ের মধ্যে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন তিনি। আদালত দু'বছরের সাজা শুনিয়েছে রাহুলকে। তাতে তাঁর সাংসদ পদ বাতিলও হতে পারে। বিজেপি বিধায়ক ও মামলাকারী পূর্নেশ মোদী বলেছেন, এই রায়কে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। পূর্নেশের আইনজীবী কেতন রেশমওয়ালা বলেছেন, রাহুল গান্ধী ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৯ এবং ৫০০ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। প্রদত্ত সাজা ২ বছরের জন্য... আইন অনুযাযী, আদালত তাঁকে ৩০ দিনের জন্য জামিন দিয়েছে এবং তাঁর পরবর্তী আবেদন না হওয়া পর্যন্ত, সাজা আদালত কর্তৃক স্থগিত করা হয়েছে।সুরাট জেলা আদালতের এই রায় ঘোষণার পরই রাহুল টুইট করে লিখেছেন, আমার ধর্ম সত্য ও অহিংসার ওপর নির্ভরশীল। সত্যই আমার ঈশ্বর, অহিংসা তা পাওয়ার উপায়- মহাত্মা গান্ধী। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খা।গে বলেছেন, রাহুল গান্ধীকে জামিন দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রথম থেকেই জানতাম, কারণ তাঁরা বিচারক পরিবর্তন করতে থাকে। আমরা আইন, বিচার ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি এবং আইন অনুযায়ী এর বিরুদ্ধে লড়াই করব। আবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বলেছেন, রাহুল গান্ধী যাই বলুক না কেন তা সর্বদা কংগ্রেস দল এবং সমগ্র দেশকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। কয়েকজন কংগ্রেস সাংসদ আমাকে বলেছেন, তাঁর মনোভাবের কারণে কংগ্রেস ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

## ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর আত্মত্যাগ সর্বদা মনে রাখবে ভারতঃপ্রধানমন্ত্রী

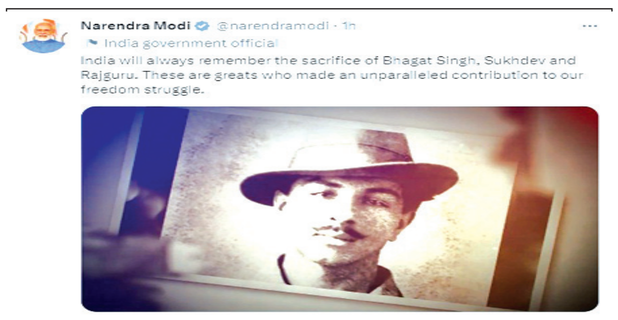


নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চঃশহিদ দিবসে বিপ্লবী ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সকালে এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর আত্মত্যাগ সর্বদা মনে রাখবে ভারত। ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দিনটি পালন করা হয।১৯৩১ সালে ব্রিটিশরা 'লাহোর ষড়যন্ত্র' মামলায় তিন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ফাঁসি দিয়েছিল এবং তাঁদের ত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনী ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অনুপ্রেরণামূলক অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রধানমন্ত্রী এদিন টুইট করে লিখেছেন, ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর আত্মত্যাগকে ভারত চিরকাল মনে রাখবে। তাঁরা হলেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যারা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অতুলনীয় অবদান রেখেছেন।

## নিজ সরকারের এক বছরের কাজে খুশি ধামি, বললেন আমরা নতুন ইতিহাস তৈরি করেছি

দেহরাদূন, ২৩ মার্চ ঃ দেখতে দেখতে উত্তরাখণ্ডে এক বছর পূর্ণ হয়েছে পুষ্কর সিং ধামি সরকারের। নিজ সরকারের কাজে খুশি প্রকাশ করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি বলেছেন, আমরা নতুন ইতিহাস তৈরি করেছি। এক বছরেই আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে একটি কমিটি গঠন, ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আনা এবং প্রতারণা বিরোধী অধ্যাদেশ-সহ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি।বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি আরও বলেছেন, পর্যটন, স্বনির্ভর-কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হবে উত্তরাখণ্ডের এবং আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করছি, এ জন্য সকলের সমর্থনও পাচ্ছি।

## সংসদে ফিরল না শান্তি, দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ সংসদের কাজকর্ম ফের পন্ড হয়ে গেল। আদানি গোষ্ঠী ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবিতে বিরোধীদের হইহট্টগোলে বৃহস্পতিবারও উত্তাল হল লোকসভা ও রাজ্যসভা। শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে তুমুল হইচইয়ের কারণে দুপুর দু'টো অবধি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। এদিন রাজ্যসভায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করে কেঃদ্রীয় পীযূষ গোয়েল বলেছেন, যিনি দেশ ও সংসদের অসম্মান করেছেন কংগ্রেসের সেই নেতার ক্ষমা চাওয়া উচিত।এই নিয়ে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের একদিনও সেভাবে কাজকর্ম হল না সংসদে। বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয় সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন। শুরু থেকেই আদানি গোষ্ঠী ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবি জানাতে থাকেন কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা। তুমুল হইচই ও স্লোগানের কারণে সভার কাজকর্ম ঠিকভাবে চালানো যাচ্ছিল না। একই পরিস্থিতি ছিল সংসদের উভয়কক্ষেই। তাই দুপুর দু'টো অবধি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।এদিকে, সভার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাতে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখ।রে চেম্বারে বৃহস্পতিবার সকালে মিলিত হন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ সংসদে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের চেম্বারে এই বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, প্রহ্লাদ জোশী, অর্জুন রামমেঘওয়াল, ভি মুরালীধরন প্রমুখ। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জয়রাম রমেশ, আম আদমি পার্টির পক্ষ থেকে সঞ্জয় সিং প্রমুখ।

## বিহারে বিজেপির নতুন সভাপতি সম্রাট চৌধুরী, দিল্লি-সহ ৩ রাজ্যেও'বড়' পদে পরিবর্তন

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ বিহারে দলের রাজ্য সভাপতি পরিবর্তন করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। বিহারে বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে সম্রাট চৌধুরীকে। শুধুমাত্র বিহার নয়, দিল্লি, রাজস্থান, ওডিশাতেও দলের রাজ্য সভাপতি পরিবর্তন করেছেন জে পি নাড্ডা। বৃহস্পতিবার বিজেপির পক্ষ থেকে বিহার, দিল্লি, রাজস্থান ও ওডিশাতে দলের 'বড়' পদে পরিবর্তনের কথা জানানো হয়েছে।বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিহারে বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে সম্রাট চৌধুরীকে। রাজস্থানে বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন সি পি জোশী, ওডিশায় বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন মনমোহন সামাল এবং দিল্লিতে বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি করা হয়েছে বীরেন্দ্র সচদেবকে।

## কুনোর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা দুই চিতাকে, উভয়েই রয়েছে সুস্থ

ভোপাল, ২৩ মার্চ ঃ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা দু'টি পুরুষ চিতা এলটন এবং ফ্রেডিকে ছো। দেওয়া হল কুনো জাতীয় অভয়ারণ্যে। বুধবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট নাদ কুনোর একটি ফ্রি-রেঞ্জিং এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দু'টি পুরুষ ছিটকে। কুনো ন্যাশনাল পার্ক সূত্রের খবর, এই দুই পুরুষ চিতাকে এতদিন পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, দু'জনেই এখন ভালো আছে এবং সুস্থ আছে।কুনো ন্যাশনাল পার্ক কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার সকালে জানিয়েছে, এলটন এবং ফ্রেডি নামে দু'টি চিতাকে বুধবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট নাগাদ জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। উভয়েই সুস্থ রয়েছে এবং তাদের আচরণও স্বাভাবিক। জঙ্গলে ছুটে বেড়াচ্ছে দুই চিতা।

## কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পাঁচ দফা নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ দেশে করোনা নিযন্ত্রণে নয়া পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। রাজ্য ও কেঃদ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে পাঁচ দফা নিয়ম পালনের নির্দেশিকা পাঠাল। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অবিলম্বে মক ড্রিল করতে হবে। সাধারণ মানুষকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। করোনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিগুলির পরিকাঠামো ঠিক আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে, যদি ঠিক না থাকে তবে যত দ্রুত সম্ভব তা ঠিক করতে হবে। সিভিয়ার

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৪ মার্চ ঃবুধবার, ৯ চৈত্র মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৪মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৯ চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৯ চৈত্র মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ৮ চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত।

## আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার না হও হতে পারে।। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.০৪ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২১.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৩শতকরা এবং ৪৭শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বৃহঃবার । জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৪৪মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা -৪৪মিনিট্রে মধ্যে হবে আজ।

## রাশিফল

**মেষ রাশিঃ**হাওয়ায় প্রাসাদ বানিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। তার চেয়ে উপযুক্ত কাজ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। বিবাহের যোগ হবে **বৃষভ রাশিঃ**আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন। শুভ রং হবে লালআজ **মিথুন রাশিঃ**আশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। সংসারে শান্তি হবে **কর্কট রাশিঃ**কাজে এবং ঘরে কিছু চাপ আপনাকে খিটখিটে করে তুলবে। পরিশ্রমের বিকল্প হবে। **সিংহ রাশিঃ**আপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ হবে। **কন্যা রাশিঃ**আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত। শুভদিন **তুলা রাশিঃ** আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম বাড়বে। **বৃশ্চিক রাশিঃ**যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন। **ধনু রাশিঃ** সংসারে শান্তি হবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।অর্থ ব্যয় **মকর রাশিঃ** সন্তান হতে পারে। আর্থিক সংকট হতে পারে আজ। **কুম্ভ রাশিঃ**মনোযোগী হোন কারণ কেউ আপনাকে বলির পাঁঠা করতে পারে। চাপ এবং উত্তেজনা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুভদিন **মীন রাশিঃ** মানসিক চর্চার জন্য আকর্ষণীয় কিছু পড়ুন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান আইটেমগুলির মধ্যে একটি চুরি করতে পারে। অতএব, আপনাকে যত্নবান হওয়া

## স্বাস্থ্যকেন্দ্র 'সক্ষম'-র শুভ সূচনা হতে চলেছে আজ, উদ্বোধন করবেন পুরমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ মার্চ ঃ হাওড়া পৌরনিগম পরিচালিত মানবিক প্রকল্প স্বাস্থ্যকেন্দ্র সক্ষম এর শুভ সূচনা হতে চলেছে শুক্রবার সন্ধ্যায়। এর সূচনা করবেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। দৈহিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শৈশবের উত্তরণের দিশা হিসেবে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নামকরণ করা হয়েছে সক্ষম। আজ শুক্রবার, ২৪ মার্চ, ২০২৩ সন্ধ্যায় এই প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করবেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এছাড়াও রাজ্যের নারী-শিশু কল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা, রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়, হাওড়া পৌরনিগমের প্রশাসকমন্ডলীর মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। শুক্রবার উদ্বোধনের আগে বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত ব্যস্ততা এবং শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দেখা গেলো সক্ষম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। পৌরনিগম সূত্রের খবর, দৈহিক ও মানসিকভাবে বিশেষ সক্ষম শৈশবের আলোর ঠিকানা হতে চলেছে সক্ষম। শুভ উদ্বোধনের আগে পরিস্থিতি মূল্যায়ণ করতে এদিন হাওড়া পৌরনিগমের বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, পুর কমিশনার ধবল জৈন সহ অন্যান্যরা।

শহীদ ভগৎ সিং-এর মূর্তি তে কলকাতা পৌরসভার তরফ থেকে বরো ৭ এর চেয়ারপার্সন পুষ্প স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

## বাংলায় গ্রীন ক্র্যাকার হাব তৈরি করতে চায় রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার এরাজ্যকে পরিবেশ বান্ধব বাজি বা গ্রীন ক্র্যাকার উৎপাদনের হাব হিসাবে গড়ে তুলতে চায়। এইধরণের বাজির উৎপাদন বাড়ানোর প্রক্রিয়ায় গতি আনতে রাজ্যের পরিবেশ দফতর অগ্নি নির্বাপন দফতরের সঙ্গে বৈঠকে বসছে। পরিবেশ বান্ধব বাজি উৎপাদকদের লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়া কিভাবে আরও মসৃণ করা যায় তা নিয়েই চলতি মাসের শেষে প্রস্তাবিত ওই বৈঠকে আলোচনা করা হবে বলে পরিবেশ মন্ত্রী ডাক্তার মানস ভুঁইয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যে সমস্ত বাজি উৎপাদকরা নিরির কাছ থেকে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাঁদের যাতে এক জানালা ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত কাজ শুরু করার ছাড়পত্র দেওয়া যায় তার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে তিনি ইতিমধ্যেই একবার দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, বাজি ব্যবসায়ীদের আর্থিক অবস্থা ও পরিকাঠামো ঘাটতি মোকাবিলায় ক্লাস্টার গঠনের ওপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও বাজি ব্যবসায়ীদের আর কি সমস্যা সম্মুখীন হতে হচ্ছে সে ব্যাপারে তাদের মতামত নিতে পরিবেশ দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে বসে সেই সব সমস্যার সমাধান সূত্র খোঁজা হবে।

## দুয়ারে সরকার শিবিরেই বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষার সুযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃ এবার দুয়ারে সরকার শিবিরেই রাজ্যের চোখের আলো কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষার সুযোগ মিলবে। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দফতর প্রত্যেক জেলার জেলাশাসক, সিএমওএইচদের চিঠি দিয়ে শিবিরগুলোতে চক্ষু পরীক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। শিবিরে গিয়ে চক্ষু পরীক্ষার জন্য কেউ আবেদন করলে তিন দিনের মধ্যে আবেদনকারী যাতে চক্ষু পরীক্ষা করতে পারেন তা শিবির থেকেই ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ৪৫ বছরের কম এবং ৪৫ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য আলাদা ভাবে চক্ষু পরীক্ষার আয়োজন করতে বলা হয়েছে। আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত এই চক্ষু পরীক্ষার জন্য আবেদন করা যাবে। পাশাপাশি, এই শিবিরে নতুন করে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে নাম নথিভুক্ত বা কারও নাম কার্ডের অন্তর্ভুক্ত করারও ব্যবস্থা থাকবে। এমন বহু মানুষ রয়েছেন, যাঁদের নাম স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে, অথচ তাঁদের স্মার্ট কার্ড নেই। এই শিবির থেকে তাঁদের স্মার্টকার্ডের ব্যবস্থাও করা হবে বলে সূত্রের খবর।

## ডিজিটাল করা হবে রাজ্য সরকারি কর্মীদের সার্ভিস বুক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃ রাজ্য সরকারি কর্মীদের সার্ভিস বুক হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আটকাতে তা সম্পূর্ন ভাবে ডিজিটাল করে তোলা হবে। ধাপে ধাপে যাতে সমস্ত কর্মীর সার্ভিস বুক ডিজিটাল করে তোলা হয় সেজন্য রাজ্যের অর্থ দফতর নির্দেশিকা জারি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মী বা তিনি যে দফতরে কর্মরত সেই দফতরের কর্তা ফিজিক্যাল সার্ভিস বুকটি ই-সার্ভিস বুকে রূপান্তরিত করতে পারবেন এইচআরএমএস পোর্টালের মাধ্যমে । কীভাবে সার্ভিস বুক ই-সার্ভিস বুকে রূপান্তরিত করা হবে, তা জানানো হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে। এর জন্য একটি নির্দিষ্ট ওয়ার্ক ফ্লো চেন তৈরি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত সরকারি কর্মীদের চাকরি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি হল সার্ভিস বুক। চাকরি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সেখানে নথিভুক্ত থাকে। জন্মতারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকরিতে যোগ দেওয়ার দিন থেকে অবসরের দিন এতে উল্লেখ থাকে। এছাড়া কর্মীদের ছুটির হিসেব, বেতন ক্রম, পদোন্নতি, বদলি, চাকরিজীবনে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলে সেই সংক্রান্ত তথ্যও সার্ভিস বুকে লিপিবদ্ধ থাকে। যা নিয়মিত পরিমার্জন করা হয়। অবসর নেওয়ার পর পেনশন ও অন্যান্য প্রাপ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সার্ভিস বুকের গুরুত্ব অপরিসীম। এখন অফিসের মধ্যে সব কর্মীর সার্ভিস বুক রেজিস্ট্রার রাখা থাকে। ই-সার্ভিস বুক হয়ে গেলে এটি অনলাইনে থাকবে। ফলে সার্ভিস বুক হারানোর বা নষ্ট হওয়ার কোনও আশঙ্কা থাকবে না।

## নামখানায় আগুনে ভস্মীভূত বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ২৩ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি বাড়ি। বাড়ির সদস্যরা বেঁচে গেলেও গুরুত্বপূর্ণ জিনিষপত্র এবং কাগজপত্র কিছুই রক্ষা করতে পারেননি তাঁরা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার অন্তর্গত শিবপুর এলাকায়। সেখানে মিঠুন মণ্ডলের বাড়িতে আচমকা আগুন লেগে যায়। তবে কি কারণে আগুন লাগলো সেই বিষয়টি পরিস্কার নয়। যদিও মিঠুনের দাবি পারিবারিক শত্রুতার কারণেই আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের বাড়িতে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় লিখিত অভিযোগও জানিয়েছেন তিনি। তবে এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

## ড্রোনের মাধ্যমে চাষের জমিতে সারপ্রয়োগ করে বিপ্লব ঘটালো নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমপীঠ, ২৩ মার্চ ঃ চাষের কাজে এবার ড্রোনের ব্যবহার করে কৃষি কাজে বিপ্লব এলো সুন্দরবনে। বিশাল মাপের ড্রোনের সাহায্য চাষের জমিতে এবার সার প্রয়োগ। সুন্দরবনের কৃষকদের কম সময় খরচ করে এবং অর্থ সাশ্রয় করে কিভাবে চাষকে আরো উন্নত এবং উন্নততর করা যায় সেদিকে এগিয়ে এলো ভারত সরকারের কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ। ড্রোনের মাধ্যমে জমিতে সার ও কীটনাশক ছড়িয়ে চাষ করা তাই শুরু হল জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রের উদ্যোগে ড্রোনের মাধ্যমে জমিতে রাসায়নিক সার জৈব কীটনাশক প্রয়োগের কাজ তাই শুরু হল। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ দেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে পরীক্ষা মূলকভাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে ড্রোনের মাধ্যমে কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক প্রয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আর এই পরিষেবা পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে। তার মধ্যে অন্যতম নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। আর এই নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের এই পরিষেবা পাচ্ছে সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকের মধ্যে জয়নগর ১ ও ২ নম্বর ব্লক মথুরাপুর ২, পাথরপ্রতিমা, সাগর, নামখানা, কুলতলি সহ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা। চাষীরা এই ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের জমিতে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক প্রয়োগের সুবিধা পাবেন বলে জানানো হল নিমপীঠ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে। এই বিষয়ে নিমপীঠ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানী চন্দন কুমার মন্ডল বলেন, এতদিন এক একর জমিতে কীটনাশক বা রাসায়নিক সার স্প্রে করতে সময় লাগতো ছয় থেকে আট ঘন্টা। আর এখন এই ড্রোনের মাধ্যমে মাত্র ৮ মিনিটে এক একর জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করা যাচ্ছে। এর ফলে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার চাষীদের অর্থ এবং সময় বাঁচছে। তিনি আরো বলেন, এটাতে মূলতঃ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষক যারা আমাদের কাছে জানাচ্ছেন। তাদেরকে আমরা প্রাথমিকভাবে নেনো ইউরিয়ার স্পের ব্যবস্থা করছি। তবে এই বিষয়ে এক কৃষক জানান, এত কম সময়ের মধ্যে এবং এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে জমিতে সার এবং কীটনাশক প্রয়োগ করতে পেরে আমরা খুশি। আর এই ভাবে কমসময়ের মধ্যে চাষের জমিতে সার প্রয়োগ কৃষি কাজে সুন্দরনবনে বিপ্লব ঘটালো বলে মনে করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা।

## 'কাটমানি তে না', পরিষেবা পেতে উপভোক্তাদের টাকা না দিতে অনুরোধ জানিয়ে সভা টাকীতে

দুরন্ত বার্তা, টাকী, ২৩ মার্চ ঃ বাংলার বাড়ি প্রকল্পের উপভোক্তাদের নিয়ে বৈঠক টাকীতে। এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে, কোনো ব্যাক্তিকে এক টাকাও না দেওয়ার জন্য উপভোক্তাদের কাছে অনুরোধ সভায়। বাংলা আবাস যোজনার চতুর্থ পর্যায়ে গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত কাজ শুরু হয়েছে টাকী পৌরসভা এলাকায়। চতুর্থ পর্যায়ে এই প্রকল্পের অধীন উপভোক্তাদের নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে টাকী পৌর সাংস্কৃতিক মঞ্চে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় আবাস যোজনার গৃহ নির্মান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী সবিস্তারে আলোচনা করেন পৌর প্রতিনিধিরা। সভা থেকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের সুবিধা পেতে কাউকে কোনো টাকা বা কোনো রকম বিশেষ সুবিধা দিতে, উপভোক্তাদের নিষেধ করেন পৌর প্রতিনিধিরা। টাকীর পৌরপ্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, উপ পৌর প্রধান ফারুক গাজী, কাউন্সিলর ও শহর তৃণমূলের সভাপতি প্রদ্যুৎ দাশ, পরিষদীয় দলনেতা সুনীল সর্দার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সহ উপভোক্তারা, উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরাও। বাংলার বাড়ি প্রকল্পের সুবিধা পেতে কোনো ব্যাক্তিকে এক টাকাও দিতে হয় না, সুতরাং আপনারা কাউকে টাকা দেবেন না, প্রকল্পের সুবিধা পেতে কোনো অসুবিধা হলে বা কেউ বাঁধা সৃষ্টি করলে সরাসরি পৌরসভায় এসে জানানোর অনুরোধ করেন কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাশ। কোনো সরকারী পরিষেবা পেতে কোথাও কেউ টাকা আদানপ্রদান করলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনত ব্যাবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান শহর তৃণমূলের সভাপতি । তিনি বলেন আমরা শপথ নিয়েছিলাম দুর্নীতি মুক্ত পৌর বোর্ড গড়ার, নতুন পৌরবোর্ডের এক বর্ষপূর্তির পরও আমরা সেই কথায় অবিচল, কেউ অন্যায় করলে তা না সইতে আবেদন করে, দুর্নীতি মুক্ত পৌর বোর্ড পরিচালনে সকলকে এগিয়ে আসতে আবেদন করেন তিনি। টাকীর উপ পৌর প্রধান ফারুক গাজী বলেন, যারা এই টাকা তোলার সঙ্গে যুক্ত থাকে, তারা খারাপ মানুষ, এই সব মানুষরা যখন যে দল আসবে তাদের হয়ে এই ধরনের কাজ করে। প্রকল্পের নামে কেউ যদি টাকা চাইতে যায় সে যে দলের ই হোকনা কেন, গ্রামের লোক নিয়ে সেখানেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বলেন তিনি। টাকা তোলা সংক্রান্ত এরকম অভিযোগ পেলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যাবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। পাশাপাশি নির্বাচনের পূর্বপ্রতিশ্রুতি মতো দুর্নীতি মুক্ত পৌরসভা পরিচালনে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন তিনিও। টাকীর পৌর প্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ও এই প্রকল্পের সুবিধাপেতে কোনো ব্যাক্তি, উপভোক্তাদের কাছে টাকা চাইলে তার বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়ার কথা বলেন ও এই সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থাকলে উপভোক্তাদের তা সরাসরি পৌরসভায় এসে জানানোর কথাও বলেন। এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে চলা পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ার সহ দপ্তরের সহযোগিদের মঞ্চে এনে কুর্নিশ জানানো হয় সভায়।

## সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন চুঁচুড়া পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৩ মার্চ ঃ নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার অভিযোগ করেছেন হুগলি জেলার চুঁচুড়া পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সরস্বতী পাল পুরসভাতে চাকরি দিয়েছেন তার ঘনিষ্ঠ ও পরিচিতদের। সেই প্রসঙ্গে সরস্বতী পাল বলেন, আমি আমার ওয়ার্ডে একটা ইঁট এখনও ঠিকঠাক মতন গাঁথতে পারিনি, কাজ দেওয়া তো দূরের কথা। সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সরস্বতী পাল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উনি একজন রাজ্য সভাপতি। ওনার চেয়ারকে আমি সম্মান করি। উনি এখন চারিদিকের আবহাওয়ায় কি বলতে কি বলেছেন জানি না। কাউন্সিলর হয়েছি হযত ঠিকঠাক মতন একটা বছর হয়েছে। আমি ওয়ার্ডে একটা ইঁট এখনও ঠিকঠাক মতন গাঁথতে পারিনি কাজ দেওয়া তো দূরের কথা। আমার কাছে আমার পরিবার যেমন ওয়ার্ডের বাকি সাধারণ মানুষও তেমনি। উনি কাজ দেওয়ার কথা বলেছেন সেটা পুরো ভিত্তিহীন। কাউন্সিলর আরও বলেন, আমার পরিবারের দু-একজন যদি পুরসভার কাজ পেয়ে থাকে পুর প্রধানের কাছে অনুরোধ করে তাহলে সেটার মধ্যে ভুল কোথায়। আমার পরিবারে আমার ছেলে মেয়ে কেউ কাজ করে না। যে এলআইসি করে তাকে কাজ দেওয়া কি করে সম্ভব। আগে আমার স্বামী কাউন্সিলর ছিলেন। তিনি তাকেই কাজ দিয়েছেন যে নিঃস্বার্থভাবে দল করেছে। যারা দল করেছে আমার পরিবারের বা বাইরের প্রতিটি মানুষই আমার কাছে সমান। এই প্রসঙ্গে সরস্বতী বলেন, খুব সম্প্রতি আমার এক বোন কাজ পেয়েছে নির্মল বন্ধু হিসাবে। উনি যেসব কথা বলছেন সেটা পুরোটাই ভিত্তিহীন। আপনারা পুরসভায় তদন্ত করে দেখতে পারেন। সব কাজই অস্থায়ী কর্মী হিসাবেই দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায় বলেন, আমি আসার পর নতুন করে কোনও নিয়োগ হয়নি। যেটা হয়েছে সেটা নির্মল বন্ধু ও নির্মল সাথী, এছাড়া আর কোনও নিয়োগ হয়নি। এটা জানা সম্ভব নয় কে কোথায় কার আত্মীয় কাজ করছে। হাওয়ায় কথা ছেড়ে দিলেই হয় না। সুকান্ত মজুমদার এত বড় নেতা রাজ্যের, সে একজন পুরসভার কাউন্সিলরের পরিবার নিয়ে কথা বলছেন। এটা লজ্জাজনক। স্থায়ী নিয়োগের কোনও প্রশ্নই নেই কোথাও।

## দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হল কাকদ্বীপে

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ২৩ মার্চ ঃ সুন্দরবন মানেই একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের হানা। আয়লা, বুলবুল, আমফান, যশের মতো একাধিক ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাক্ষী থেকেছে সুন্দরবনবাসী। আবারও সামনে রয়েছে দুর্যোগের মরশুম। আগত দুর্যোগ মোকাবিলায় এবার যথেষ্ট অগ্রিম সতর্কতা গ্রহণ করেছে প্রশাসন। আগত প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা মাথায় রেখেই দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি শিবির শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ ও জীবনতলায় এই দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য কৃত্রিম অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয়। কাকদ্বীপ মহকুমা প্রশাসনের তরফে কাকদ্বীপের লট নাম্বার ৮ চত্বরে সিভিল ডিফেন্স কর্মী, এনডিআরএফ সহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলা কর্মীদের নিয়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় নীতি ও পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি কৃত্রিম অনুশীলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলায় এই কৃত্রিম অনুশীলন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক ও কর্মীগণ। আজকের এই কর্মসূচিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সতর্কতামূলক মাইকিং প্রচার, পাশাপাশি দুর্যোগের পরে উদ্ধার কাজ সহ দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত একাধিক বিষয় নিয়ে মক ড্রীল করা হয়। আজকের এই বিশেষ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে এনডিআরএফ টিম, সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা, বিদ্যুৎ দপ্তর, অগ্নি নির্বাপক দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, সহ অন্যান্য লাইন ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা। কাকদ্বীপের পাশাপাশি একই ভাবে জীবনতলার হাওড়ামারি স্কুলেও এই অনুশীলন কর্মসূচি পালিত হয়।

## হাওড়া স্টেশন থেকে আটক দুই বাংলাদেশী মহিলা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ মার্চ ঃ এবার হাওড়া স্টেশন থেকে আটক দুই বাংলাদেশী মহিলা। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়া স্টেশনের ওল্ড কমপ্লেক্সে ওই দুই মহিলাকে ইতস্তত ঘুরতে দেখে আরপিএফ তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জানা যায় ওই দুই মহিলা বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাসিন্দা। এদেশে বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়াই তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বাংলাদেশের ফোন সহ নগদ কিছু টাকা। এদের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা শুরু হয়েছে।

## মুড়িগঙ্গা নদী থেকে ডলফিনের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ২৩ মার্চ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরের কচুবেড়িয়া জেটির অদূরে মুড়িগঙ্গা নদীতে একটি ডলফিনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় ভেসেল কর্মীরা মৃত ডলফিনটিকে ভেসে আসতে দেখেন। ডলফিনটি লম্বায় প্রায় ৫ ফুট। কোনও জাহাজ অথবা জলযানের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে বলে এলাকার বাসিন্দাদের প্রাথমিক অনুমান। বন দফতরের তালিকায় ডলফিন লুপ্তপ্রায় প্রজাতি। স্থানীয় সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে মুড়িগঙ্গা নদীতে একটি ডলফিনের দেহ ভাসতে দেখা যায়। পরে মৃত ডলফিনটিকে ওপরে তোলা হয়। ডলফিনটির অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। মুড়িগঙ্গা নদীতে ডলফিনের দেহে ভেসে আসায় কেউ উদ্বেগ, কেউ আবার ডলফিনের মৃত্যুতে হতাশা ব্যক্ত করেছেন।

## পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু পরীক্ষার্থীর

দুরন্ত বার্তা, বজবজ, ২৩ মার্চ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজের পূজালীতে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। তার নাম তনয় মান্না (১৮)। সে পূজালির বজবজ এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে খবর, তনয় ও তার কয়েকজন বন্ধু আড্ডা মারতে গিয়েছিল। এরপর একটি স্কুটি নিয়ে সে পূজালির দিক থেকে অছিপুরের দিকে যাচ্ছিল। অভিযোগ, সেই সময় একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা লাগে তার। তখনই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ওই পরীক্ষার্থী। স্থানীয় বাসিন্দারা সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে পৌঁছে যান। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই মৃতদেহটি উদ্ধার করে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে এসএসকেএম হাসপাতালেই মৃত্যু হয় ওই পরীক্ষার্থীর।

## গাড়ি থেকে রাস্তায় প্লাইবোর্ড পড়ে বিপত্তি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ মার্চ ঃ আবারও দুর্ঘটনা নবান্নর কাছে। গাড়ি থেকে রাস্তায় প্লাইবোর্ড পড়ে বিপত্তি। এবার দ্বিতীয় হুগলি সেতুর সংযোগকারী রাস্তার শার্প বেন্ডের ইউটার্নের মুখে মাল বোঝাই লরি ওভারলোডের কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গাড়ি থেকে সব প্লাইবোর্ড পড়ে যায় রাস্তায়। বিঘ্ন হয় যান চলাচলে। এর কয়েকদিন আগেও গত সোমবার নবান্নের সামনে কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে বালি বোঝাই লরি উল্টে বিপত্তি ঘটে। আহত হয় চালক, খালাসি। সোমবার ভোরে নবান্নের কাছে কাজীপাড়া এবং টোলপ্লাজার সংযোগস্থলে একটি বালি বোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। এর জেরে রাস্তায় বালি পড়ে পুরো রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। এরপর হাইরোড থেকে হাইড্রা এনে তার সাহায্যেই লরিটি তোলার ব্যবস্থা করা হয়। ওই দুর্ঘটনার জন্য রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিবপুর কাজীপাড়া অভিমুখী সব গাড়িকে টোলপ্লাজা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। সেই দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এদিন ফের দুর্ঘটনা ঘটল।

## বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৩ মার্চ ঃ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বানেশ্বরপুর গ্রামে। মৃতের নাম শচীন নস্কর (৫৩)। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, হরিনারায়নপুর বানেশ্বরপুর গ্রামে ইলেকট্রিক বাদ্যযন্ত্রের বৈদ্যুতিক তার সংযোগ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ঐ ব্যক্তি। স্থানীয় শীতলা মন্দিরে ইলেকট্রিক বাদ্যযন্ত্রের বৈদ্যুতিক তার সংযোগ করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। মন্দিরের মধ্যেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। স্থানীয় পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানান। তদন্তে পুলিশ।

বীর শহীদ ভগৎ সিং-এর আত্মবলিদান দিবসকে স্মরণ করে বৃহস্পতিবার নবান্নে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়।

## প্রাক্তন স্ত্রীকে খুনের দায়ে ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ২৩ মার্চ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত শারদা গার্ডেন এলাকায় প্রাক্তন স্ত্রীকে খুনের দায়ে ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন বিচারক। মৃত স্ত্রীর নাম মমতাজ বিবি। বাড়ি ভাঙড়। ২ নম্বর ব্লকের কাশিপুর থানা এলাকায়। সাজাপ্রাপ্ত স্বামীর নাম সাদ্দাম মণ্ডল। বাড়ি বাসন্তী থানার বল্লারটপ এলাকায়। পারিবারিক সূত্রে খবর ২০১৪ সালে সাদ্দামের সঙ্গে মমতাজ বিবির বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পরে মমতাজ বিবি যখন শ্বশুর বাড়ি যান, তখন দেখেন স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী রয়েছে। তাই নিয়ে মমতাজ বিবি ও সাদ্দামের সঙ্গে অশান্তি লেগেই থাকত। এরপর থেকেই মমতাজের ওপর অত্যাচার করতে থাকে সাদ্দাম মণ্ডল ও তাঁর বাড়ির লোকজন। মমতাজ কিছুদিন পরে নিজের বাড়ির কাশীপুরে ফিরে যান। এরপর সাদ্দামকে তাকে তালাক দেন। কিন্তু তাঁদের দু'জনের মধ্যে মোবাইলে যোগাযোগ ছিল। সেই অবস্থায় ২০১৬ সালের ৩ জুন সন্ধ্যায় সাদ্দাম মমতাজের বাড়িতে যান। বাড়ির পাশে দু'জনে গল্প করে অনেক রাত পর্যন্ত। মমতাজকে ফোন করে ডেকে এনে খুন করেন বলে অভিযোগ। পরদিন সকালে মমতাজের দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। কাশীপুর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কাশীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মমতাজের পরিবারের সদস্যরা। কাশীপুর থানার পুলিশ পরে সাদ্দাম মণ্ডলকে গ্রেফতারও করে। বারুইপুর মহকুমা আদালতে সেই মামলা চলে। সাত বছর সাদ্দাম মণ্ডল জেলেই ছিলেন। বারুইপুর মহকুমা আদালতের ফাস্ট ট্রাক কোর্টে বিচার চলছিল সাদ্দামের। বুধবার ফাস্ট ট্রাক কোর্টের বিচারক মুন চক্রবর্তীর এসলাসে এই মামলাটির রায় ঘোষণা হয়। বিচারক এই দিন সাদ্দামকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। সাদ্দামের পরিবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন।

## বিবাহের কথা গোপন রেখে প্রেম, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু প্রেমিকার

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৩ মার্চ ঃ বিবাহের কথা গোপন রেখে যুবতীর সঙ্গে প্রেম, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু প্রেমিকার। ঘটনার এক বছর পর ধৃত প্রেমিক। ২০২২ সালের মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় হিন্দমোটর বি বি স্টিটের বাসিন্দা দীপান্বিতা চন্দ্রের। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলায় শ্রীরামপুর আদালতের নির্দেশে মৃত দীপান্বিতার বয়ফ্রেন্ড অজিত দাসকে গ্রেফতার করেছে উত্তরপাড়া থানার পুলিস। ধৃত অজিত দাসকে বুধবার বিকেলে হুগলির কোন্নগর থেকে আটক করে উত্তরপাড়া থানার পুলিস। দীর্ঘ জিজ্ঞাসার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে খবর, হিন্দমোটর নন্দনকানন এলাকার বাসিন্দা অজিত দাস একজন বিবাহিত যুবক। দীপান্বিতা চন্দ্রের কাকা শুভাশিস চন্দ্রের অভিযোগ, দীপান্বিতা চন্দ্রের বাবা - মা চার বছর আগে মারা গেছে। অবিবাহিত ভাইঝি একাই বাড়িতে থাকত। সেই সুযোগে অজিত দাস নিজের বিবাহিত জীবনের কথা লুকিয়ে বিভিন্ন রকম প্রলোভন দেখিয়ে তার ভাইঝি সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে এবং তাকে নেশাগ্রস্থ করে তোলে। দীপান্বিতা চন্দ্রের অগ্নিগ্ধ হওয়ার ঘটনা থামাচাপা দিতে দীর্ঘ এক মাস যে সময় দীপান্বিতা হাসপাতালে ভর্তি ছিল সেই সময় তার বাড়ি থেকে দলিলপত্র-সহ সমস্ত নথি লোপাট করে দেয়। দীপান্বিতার মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে তার কাকাও পরিবারকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিতে থাকে অজিত। অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর দীপান্বিতাকে প্রথমে উত্তরপাড়া হাসপাতাল সেখান থেকে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একমাস পর মৃত্যু হয় তার। অবশেষে দীপান্বিতার কাকা ও তার পরিবার শ্রীরামপুর আদালতের দ্বারস্থ হন। আদালতের নির্দেশে বুধবার দীপান্বিতার বয়ফ্রেন্ড অজিত দাসকে গ্রেফতার করে উত্তরপাড়া থানার পুলিস। যদিও অজিত দাসের স্ত্রী দেবযানী স্বীকার করে নেয় তার স্বামী গোপনে ওই মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছিল। সেই সময় বহুদিন রাতের পর রাত অজিত বাড়িতে ফিরত না। বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুর আদালত ধৃতকে পাঁচ দিনের পুলিস হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

## আবারও দুর্যোগের সম্ভাবনা শনিবার থেকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃ দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার থেকেই আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা। ঝড় বৃষ্টির প্রবণতা কমবে। শনিবার থেকে আবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি চলবে। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি এই জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টি চলবে। নিচের দিকের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার থেকে সামান্য তাপমাত্রা বাড়বে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। বৃহস্পতি ও শুক্রবার মেঘমুক্ত পরিস্কার আকাশ দেখা যাবে। ফের শনিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। আবার বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতায় আজ আংশিক মেঘলা আকাশ দেখা যাবে। তবে আজ ও কাল বৃষ্টির সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। শনিবার থেকে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০.৬ ডিগ্রি থেকে বেড়ে ২৩.৩ ডিগ্রি। বুধবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১.১ ডিগ্রি থেকে কমে ৩০.৪ ডিগ্রি। যা এই সময়ের স্বাভাবিকের থেকে চার ডিগ্রি কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৪৭ থেকে ৯১ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা নতুন করে আসবে এদিন বৃহস্পতিবার ২৩ মার্চ। একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে হরিয়ানা ও সংলগ্ন এলাকায়। ঘূণাবর্ত থেকে একটি অক্ষরেখা বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বিহার, ঝাড়খন্ড এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে গেছে অক্ষরেখা।

## ছাত্র বিক্ষোভ ডায়মন্ড হারবারে

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ২৩ মার্চ ঃ ছাত্র ইউনিয়ন খোলার দাবিতে ফকিরচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষকে ঘিরে বিক্ষোভ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। বৃহস্পতিবার ফকিরচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ সৌমেন চন্দ্রকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। এমনকি ইউনিয়ন অফিসের মধ্যে থাকা সরঞ্জাম চুরি যাওয়া নিয়ে কাঠগোড়ায় তোলেন কলেজের অধ্যক্ষকে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের ইউনিয়ন অফিসে তালা মেরে রেখেছে, এরফলেই কলেজে আসা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কোনরকম সাহায্য করা যাচ্ছে না ইউনিয়ন অফিস থেকে। তাই বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার কলেজের অধ্যক্ষকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় তারা, এমনটাই দাবি বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের। অন্যদিকে ফকির চাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ সৌমেন চন্দ্র জানান, ফকিরচাঁদ কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুইপক্ষের মধ্যে সমস্যার জেরে কলেজের ইউনিয়ন অফিসে তালা মারা হয়। এমনকি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে আলোচনার পরই ইউনিয়ন অফিস খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে তার আগেই বৃহস্পতিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একপক্ষ ইউনিয়ন অফিসের তালা ভেঙে অফিস ঘর খুলে দেয়। বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে শীর্ষ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে বলেও জানান কলেজের অধ্যক্ষ সৌমেন চন্দ্র।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১১২ সংখ্যা, শুক্রবার, ৯ চৈত্র ১৪২৯

## ভারতীয়রাই ক্ষতি করছে নিরাপত্তায়

**সম্পাদকীয় ১**

ভারতীয়রা দেশের নিরাপত্তার ক্ষতি করছে সবচেয়ে বেশি বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে গোয়েন্দা বিভাগ। তারা মনে করছে এর পিছনে কাজ করছে পাকিস্তানের আইএসআই। তারই ভারত থেকে বাসিন্দাকে পছন্দ করে খুব গোপনে ভয় দেখিয়ে জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি করার ইন্ধন যোগাচ্ছে। অমিত পাল তারই শিকার বলা যেতে পারে। অমৃতসরে জি-২০ সম্মেলনের বৈঠক শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছিল দেশের নিরাপত্তা গোয়েন্দারা। তাদের কাছে সব খবরই ছিল। সম্মেলন শেষ হতেই 'ওয়ারিস পাঞ্জাব দে' সংগঠনের নেতা অমৃত সিংহকে ধরতে তৎপর হয়েছে কেন্দ্র এবং পাঞ্জাব রাজ্য পুলিশ। কিন্তু খলিস্তান পন্থী নেতা এখনও অধরাই থেকে গিয়েছেন। তবে গোয়েন্দারা বলতে শুরু করেছে যে তাঁর গা ঢাকা দেওয়ার পরিধি ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে শুরু করেছে। কাশ্মীরে জঙ্গি সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে পাকিস্তানের আইএসআই ভারতের অন্য প্রান্তে সন্ত্রাস করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। অমৃত পালকে পাক গুপ্তচর সংস্থা নিজেদের দলে টেনে নিয়ে এসে অশান্তির ছক তৈরি করতে শুরু করে। খলিস্তানপন্থীদের হাওয়াকে আরও বৃদ্ধি করতে সীমান্ত পার হয়ে অস্ত্র এবং নগদ টাকা আসতে শুরু করে। গত এক বছরে সীমান্ত এলাকায় ড্রোনের মাধ্যমে মাদক পাচার হতে শুরু করে দিয়েছিল অমৃত সিংহের মাধ্যমে। দেশে যে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার সঙ্গে খলিস্তানপন্থীদের যোগ ছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেখানেও অমৃত পাল যোগ দিয়েছিলেন। তিনি কৃষকদের উস্কানি দিতে শুরু করেছিলেন। কৃষক আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়ার পরে অমৃত পাল দুবাইতে গিয়েছিল পারিবারিক ব্যবসাকে সামাল দিতে। গোয়েন্দাদের কাছে খবর ছিল দুবাইতেই পাকিস্তান গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে তার কথা হয়েছিল। এবং সেইখান থেকেই যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অতীতে খলিস্তানপন্থীদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না বলে জানতে পেরেছে গোয়েন্দারা। তবে হঠাৎ কী করে পাক গুপ্তরচর সংস্থার যোগ হল তা নিয়ে ধন্দে পড়ে রয়েছে গোয়েন্দারা। তাহলে কি খুবই সূক্ষ্ম চাল দিয়েছিল পাক গুপ্তচর বিভাগের লোকেরা। আসলে ভারতের নেতাদের ধরে ধরে ভারতের অভ্যন্তরে গোলমাল পাকানোর পরিকল্পনা বহু দিনের পুরানো। কাশ্মীরে সরাসরি পাক জঙ্গি না পাঠিয়ে কাশ্মীরের তরুণদের সংগ্রহ করে নাশকতা করতে শুরু করে পাক গুপ্তচরের গোয়েন্দারা। কাশ্মীরে সেনা বাহিনী টহল দেওয়ার ফলে সেখানে কোনও সুবিধা করতে পারছে না। তাই এখন চেষ্টা করছে পাক সীমান্ত এলাকার মধ্যে আর বেশি করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভারতকে বিব্রত রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। কৃষি আন্দোলনে অমৃত পালকে দেশে পাকিস্তান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তাকে দিয়েই সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে ভারতের মধ্যে। শুরু করে দিয়েছিল মগজধোলাই। আইএসআইয়ের সংস্পর্শে এসেই তিনি দুবাইতে খলিস্তানপন্থীদের আন্দোলনকে জোরদার করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। গোয়েন্দারা দাবি করতে শুরু করে যে অমৃত পালকে জর্জিয়াতে পাঠানো হয়েছিল অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে। শেষে দুবাই দিয়ে ভারতে এসে প্রবেশ করেছিলেন তিনি।

## ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস...

**সম্পাদকীয় ২**

উচ্চ শিক্ষায় ভারতের স্বাধীনতাকে নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ করে দেওয়া হোক ভারতীয় ছাত্রদের। কিন্তু সেটা আজও সম্ভব হয়নি। উল্টে দেখতে পাওয়া গেল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে একেবারে বিকৃত করা হচ্ছে। কলকাতার আলিপুর জেলখানাকে সাজিয়ে সেখানে একটি মিউজিয়াম করা হয়েছে। এই আলিপুর কারাগারে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস থেকে শুরু করে পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু। কিন্তু তাদের মূর্তি তৈরি করে কায়েদখানায় রাখা হয়েছে বটে। কিন্তু সেখানে বিস্তারিতভাবে কোনও ঘটনার উল্লেখ নেই। তবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতার ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে একটি কাফে রয়েছে। সেই কাফের মেনু কার্ডে খাবার তালিকায় বিপ্লবীদের নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তা নিয়ে ইতিমধ্যে সোরগোল পড়ে গিয়েছে। হিডকোর চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন। জানতে পারা গিয়েছে আলিপুর জেলখানায় বিপ্লবীদের ছবি টাঙানোর ব্যবস্থা করা হবে। যে সব বিপ্লবীদের কথা বাংলার জনগণ জানে না তাদের কথা এবং ছবি আলিপুর কারগারের দেওয়ালে রাখা হবে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে আলিপুর জেলখানা ভারতের স্বাধীনতা একটি পীঠস্থান। সেখানে কেন একটি বারোয়ারি মণ্ডপের দুর্গা মূর্তি রাখা হয়েছে। এর সঙ্গে আলিপুরের কী সম্পর্ক? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দুর্গা পুজোর মূর্তি এখানে স্থান পাওয়া উচিত ছিল। মলঙ্গা লেন, সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গা পুজো বিপ্লবীদের দুর্গা পুজো বলে খ্যাত। বাগবাজারের দুর্গা পুজোর সঙ্গে নেতাজি সুভষচন্দ্র বোস জড়িত ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিপ্লবী অরবিন্দকে বাংলায় নিয়ে এসে সশস্ত্র বিপ্লব করার প্রেরণা দান করেছিলেন তিনিই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সঠিক করে লিখতে গেলে সেটা একটি মহাভারতের মতো গ্রন্থ হয়ে যাবে। এখনও আজাদ হিন্দ সরকারের সম্পর্কে ছাত্ররা কিছুই জানে না। তাম্রলিপ্ত সরকার সম্পর্কে কোনও কথাও বলতে পারবে না। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকারকে প্রায় ১১টি দেশ স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই সরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এই সরকারের সর্বাধিনায়ক ছিলেন রাসবিহারী বোস। বলতে গেলে তিনি ছিলেন এই সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস।

### স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, পুজো না করে ফুটবল খেলতে। শরীর চর্চা করতে। শরীর চর্চা করে শক্তি অর্জন করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করত হবে। কিছু দান না করলে কোনও কিছু কমে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান।

# কলকাতায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার গড়তে চুক্তি

**রবীন্দ্র কুমার শীল**

কলকাতায় গড়তে উঠছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। চমকে ওঠার মতো ব্যাপার বলা যেতে পারে। যা সবার কাছে কল্পনা ছিল তা আজকে বাস্তবে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্রো বলতে এতদিন আমরা আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেঃটারকে বুঝতাম। কিন্তু আজকে সেই রকম ছোট ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়েছে দ্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্টোর অ্যাসোসিয়েশন। এই সেন্টার গড়তে মার্লিন ব্যবসায়িক সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তারা ইতিমধ্যে কলকাতায় এসে চুক্তিও করে গিয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পূর্ব ভারতে এই রকম কাঠামো প্রথম বলা যেতে পারে। দেশের সবচেয়ে পুরানো ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র হচ্ছে মুম্বই। পরে পুণে এবং বেঙ্গালুরু, চেন্নাই নয়াদিল্লি নয়ডায় তা তৈরি হয়েছে। কলকাতা থেকে পূর্ব ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যকে প্রসার করার দিকে বেশি করে বৃদ্ধি করতে এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ডব্লিউটিসিএ এবং মার্লিন সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ এলাকায় ১৫০০ কোটি টাকার লগ্নিতে গড়ে ৩৫ লক্ষ বর্গফুটের আন্তর্জাতিক মানের বাণিজ্য কেন্দ্রটি। কাজ হবে প্রায় ৩০,০০০ জনের। ডব্লিউটিসিএ (এশিয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল) ভাইস প্রেসিডেন্ট স্কট ওয়াং, মার্লিন গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সুনীল মেহতা এবং এমডি সাকেত মেহতা চুক্তিতে সই করলেন। প্রায় একশো দেশে ৩০০টির বেশি বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। সেই মানচিত্রে এবারে পা রাখলো পশ্চিমবঙ্গ। কেন পশ্চিমবঙ্গকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র তৈরি হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল তা নিয়ে ব্যবসায়িক মহল থেকে বলতে শোনা গিয়েছে যে কলকাতা থেকে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান থেকে শুরু করে পূর্ব ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্য এবং তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সঙ্গে অতি সহজে ব্যবসায়িক যোগাযোগ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের একটি বড় ব্যবসার লেনদেন এখান থেকে শুরু করা যেতে পারে। সীমান্ত পার হয়ে যে ব্যবসা গোপনে হতে শুরু করে দিয়েছিল তা আর লুকানো থাকবে না। কলকাতার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মাধ্যমে একেবারে সোজা পথ ধরে ব্যবসা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তার ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়িক যোগোযাগ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ডব্লিউটিসিএ প্রতিনিধরা দেরি করে কলকাতায় আসার ফলে মুখ্যমন্ত্রী নির্ধারিত

সময়ে ওড়িশা সফর করতে পারেননি। তাঁকে কলকাতায় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ডব্লিউটিসিও প্রতিনিধিরা কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে সবার স্বস্তি হয়। হাফ ছেড়ে বাঁচে। কলকাতা বহু দিন ধরে একটি আন্তর্জাতিক মানের ব্যবসা কেন্দ্র তৈরি হওয়ার অপেক্ষা ছিল। সেটা এবারে পূরণ হতে চলেছে। স্বপ্ন দেখা শেষ হয়েছে। এবারে তা বাস্তবে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। এদিন ডব্লিউটিসিও প্রেসিডেন্ট স্কট বলেছেন, ১৯৭০ সালে এই সংস্থা তৈরি হয়েছিল। এই সংস্থার লক্ষ হল ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করা। পশ্চিমবঙ্গে বহু ব্যবসা সম্মেলন হয়েছে। শিল্প সম্মেলন হয়েছে। কলকাতার ওপরে এখন শিল্পপতিদের ঝোঁক রয়েছে। সেই ঝোঁককে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা বৃদ্ধি করা দিকে নজর রাখতে থাকবে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। যারা আন্তর্জাতিক ব্যবসার সঙ্গে লিপ্ত তাদেরকে এই স্থানে অফিস খোলার সুযোগ দেওয়া হবে। তারা আবার স্থানীয় ব্যবসা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ব্যবসা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবে। সব ধবনের ব্যবসা পূর্ব ভারতের সঙ্গে করা যেতে পারে। কৃষি ক্ষেত্র থেকে শুরু করে বস্ত্রসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের ব্যবসার পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব। এক সময়ে বাংলার মশলা জগত বিখ্যাত ছিল। সেই সব মশলার ব্যবসাকে আবারও গতিশীল করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইউরোপে এখন ভারতীয় মশলা থেকে শুরু করে পূর্ব ভারতের বস্ত্র এর সুনাম রয়েছে। পূর্ব ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রচুর চাহিদা বিশ্বে রয়েছে। সেই সব চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি করার দিয়ে নজর দিতে পারে ওয়ার্ল্ড ট্রেট সেন্টারের অফিসগুলি। একই ছাতার তলার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক লেনদেনের ব্যবসা কেন্দ্র থাকার ফলে গোটা ইউরোপে বহু সুবিধা হবে। ইউরোপের দেশগুলি ভারতের সবচেয়ে বড় খদ্দের বলে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে। আগে ইউক্রেন গোটা ইউরোপের কৃষি চাহিদাকে খানিকটাকে মেটাতো। এখন ইউক্রেন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে কৃষি ক্ষেত্রে চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। ইউক্রেন গম আগে বহু দেশে সরবরাহ করতো। কিন্তু বর্তমানে ইউক্রেনের চাষির কাধে বন্দুক তুলে নেওয়ার ফলে ইউক্রেনের কৃষি কাজ বলতে গেলে আপাতত বন্ধ। আমেরিকার কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তাদের দিন অতিবাহিত হচ্ছে। তার ফলে ইউরোপ কৃষি পণ্যের অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। এই সময়ে ভারতের কৃষি পণ্যের ওপরে একটা চাপ এসে পড়তে শুরু করেছে। ভারত যেহেতু শস্য সুফলা দেশ সেই কারণে ভারতে কৃষি ব্যবস্থা ভালো। বাংলাদেশের কৃষি পণ্যের বাজার চাহিদা যথেষ্ট রয়েছে। ফলে পূর্ব আন্তর্জাতিক মহলে কৃষি চাহিদা খানিকটা মেটাতে সক্ষম। সেই দিকে লক্ষ রেখে আগামি দিনে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ব্যবসার কেন্দ্রগুলি কৃষি ব্যবসার গতিকে বৃদ্ধি করতে পারে। বাংলার বস্ত্র শিল্পের আন্তর্জাতিক সুনাম রয়েছে। এই সুনাম বাংলার বহুকাল থেকে চলে আসছে। ইংরেজ সহ ফরাসি, ডাচ, পর্তুগাল বণিকেরা এসেছিল ভারতে ব্যবসাকে লুট করতে। ইংরেজরা তো ভারতের ব্যবসার করতে এসে অধিশ্বর হয়ে বসে গেল। তার ফলে তখন ভারত থেকে পণ্য ইউরোপে নিয়ে গিয়ে প্রচুর চড়া দামে বিক্রি থাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। তখন মুম্বই তো ঘুমিয়ে ছিল। তারপরে মুম্বইকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করালো ইংরেজরা। এই সব তো ইতিহাসের পাতা লেখা রয়েছে। আন্তর্জতিক বাজারে কলকাতার সুনাম রয়েছে। কলকাতা সংস্কৃতি খ্যাতিও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিষ্ঠিত। আজকে বাংলার সংস্কৃতি নিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যবসা হচ্ছে। বাংলার সংস্কৃতি মহল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সঙ্গীত থেকে শুরু করে সিনেমা থিয়েটার ব্যবসা করতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে বাংলার কৃষি থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রসার বৃদ্ধি লাভ করছে। কলকাতার বহু প্রকাশিত বই এখন বিশ্বের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বাংলার বহু মনীষীদের নিয়ে বিদেশিরা চর্চা করতে শুরু করেছে। বাংলার কাব্য নিয়ে বিদেশি বহু গবেষকেরা গবেষণা করতে শুরু করেছে। তার ফলে বাংলর খ্যাতি আজকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রসারিত। ঠিক এই রকম অবস্থায় কলকাতায় যদি একটি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার গড়ে তোলা যেতে পারে তাহলে কিন্তু সেটা পূর্ব ভারতের ব্যবসায়িক মহলের লাভ বলা যেতে পারে। কলকাতার সব বণিক মহল এ ব্যাপরে উৎসাহ প্রকাশ করেছে। ভারত চেম্বার্স অব কমার্স, ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স, বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স সব বণিক সভাগুলি এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেছে। তারা কলকাতার সল্টলেকে ওয়াল্ট ট্রেড সেন্টার তৈরি হলে সেটা বাংলার লাভ বলে মনে করে থাকে। মার্লিন সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে নবদিগন্ত শিল্পনগরী কর্তৃপক্ষের প্রায় ১০.৫ একর জায়গায় এই বাণিজ্য কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হবে।

## বিশ্ব যক্ষা দিবস
## মহামারী নির্মূল করার এক অঙ্গীকার

**বিশেষ প্রতিনিধি**

প্রত বছর ২৪ মার্চ ালন করা হয়ে থাকে বিশ্ব যক্ষা (টিবি) দিবস। বিশ্ব থেকে এই মহামারীতে নির্মূল করার জন্য এই দিবস পালন করা হয়ে থাকে। ২০১৮ সালে ১০ মিলিয়ন লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারপরে ১.৫ মিলিয়ন লোক মারা গিয়েছিল। তবে দেখতে পাওয়া গিয়েছে প্রায় বেশি ভাগ গরীব দেশগুলিতে এই রোগের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। এখানকার মানুষেরা প্রোটিনের অভাবে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে বেশি করে। এটি একটি সংক্রামক রোগ বলা যেতে পারে। আগে কলকাতায় এই রোগের কোনও ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না। বিশ্ব যক্ষা দিবসে আবার কোথাও কোথাও বিশ্ব চাগাস দিবস বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ২৪ মার্চ ১৮৮২ সালে এই দিনটিকে স্মরণ করেছিলেন চিকিৎসক ডাক্তার রবার্ট কোচ। তিনি বার্লিন ইন্সটিটিউট অফ হাইজিনের বিজ্ঞানীদের সমানে বলেছিলেন যক্ষা নিবারণ করা জন্য সব চিকিৎসকদের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই রোগকে প্রতিহত করতে মাইক্রোস্পোক স্লাইড তৈরি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যক্ষা ইউরোপ এবং আমেরিকাতে ছড়িয়ে .পড়তে শুরু করে দিয়েছে। প্রতি সাতজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু অবধারিত হচ্ছে। ডাক্তার কোচ আবিস্কার করলেন কীভাবে এই রোগকে সরিয়ে তোলা যেতে পারে। তিনি যেভাবে এই রোগকে সারিয়ে তোলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন তাতে রোগ ক্রমশ কমতে শুরু করে। ১৯৮২ সালে বিশ্ব যক্ষা দিবসকে সরকারি স্বীকৃতি দিল হু। টিবিকে পরজিত করার ডাক দেওয়া শুরু হল সারা বিশ্ব জুড়ে। ১৯৯৫ সালে ডব্লিউএইচও এবং নেদারল্যাণ্ডস টিউবারকুলোসিস ফাউনডেশন তৈরি করে হেগে আলোচনা শিবির করেছিল। বিশ্ব যক্ষা দিবসে বেশি করে গুরুত্ব দিতে শুরু করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু। তারা ১৯৯৭ সালে বিশ্ব যক্ষা দিবস পালন করা জন্য সব রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে আবেদন রেখেছিল। ১৯৯৮ সালে ২০০টি সংস্থা বিশ্ব যক্ষা দিবসের জনসাধারণের মধ্যে কাজ করে সবাই সুস্থ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। ডব্লিউএইচও প্রথমবারে বাইশটি দেশকে চিহ্নিত করে যেখানে সবচেয়ে বেশি টিবি রোগী রয়েছে। ১৯৯৯ সালে টিবির হাত থেকে লোককে রক্ষা করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ভারতের হায়দ্রাবাদে এসে উপস্থিত হয়ে সেখানে রোগ নিরাবরণ করার

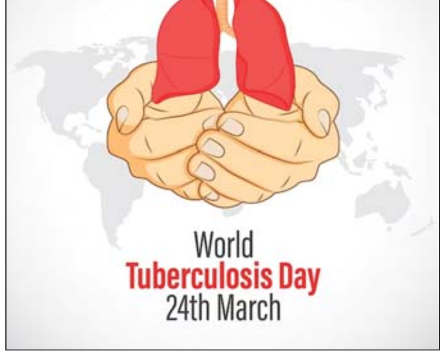


ব্যাপারে পদক্ষেপগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। ক্লিনটন মনে করেন, মানবজাতির সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল অর্থনৈতিক বিপর্যয়। আর্থিক সঙ্কটের কারণে এই রোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। এর হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করতে গেলে সুসম খাদ্যের দিকে বেশি করে নজর দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বহু লোকের সেই সুসম খাদ্য সংগ্রহ করার মতো ক্ষমতা নেই বলতে গেলে চলে। কানাডায় অনুষ্ঠিত ২০১৪ সালের একটি সভায় দেখতে পাওয়া গিয়েছে জন্মগতভাবে টিভি বহু মানুষের শরীরে আস্তানা গেড়েছে। বংশ পরম্পরায় এই রোগ ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে প্রয়োজন ডাল ভাত সবজি সঠিক সময়ে খাওয়া এবং অনাহারে না থাকা। এক সময়ে ভারতের প্রায় অধিকাংশ নাগরিকেরা খাবার জোগাড় করার মতো আর্থিক সংগতি ছিল না। ঠিক একই রকম অবস্থা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকাতে। সেখানে টিবির রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে। চিন দেশের টিবি রোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। বর্তমানে চিন দেশে টিবি রোগের প্রার্দুভাব কমতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে টিবি রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। শুধু সুসম খাদ্য খেলেই চলবে না তার সঙ্গে নেশাকে ত্যাগ করতে হবে।,তামাকজাত নেশা একেবারে করা চলবে না বলে হু হুঁশিয়রি দিলেও বহু নাগরিকেরা হু এর কথাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তারা নেশা করতে শুরু কবে থাকে। তার ফলে অতি সত্বর টিবি এসে তাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং যথা সময়ে তা চিকিৎসা না করতে পারলে মৃত্যু অবধারিত বলে জানতে পারা গিয়েছে। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একটি মত্রা উপায় হল সুস্থভাবে জীবন যাপন করা।

## বাংলার বিপ্লবীদের রাজনৈতিক ডাকাতি, নেতৃত্বে অরবিন্দ

**বিশেষ প্রতিনিধি**

**...গত ১৯.০৩.২০২৩ সংখ্যার পর**

এর ফলেই এই দুই পত্রিকার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। দেশবাসীর সবাই এই দুই পত্রিকার কথা জানতে পারলো। কিন্তু জনগণ অরবিন্দের বিপ্লবী আন্দোলন করার ব্যাপারে কোনও কিছুই আগাম জানতে পারলো না। সেখানেই অধরা থেকে গেল সবাই। অরবিন্দের পত্রিকার মধ্যে দিয়ে তাঁর স্বাধীনতার মত ব্যক্ত করলেও তাঁর গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম সম্পর্কে জনগণ একেবারে ওয়াকিবহাল ছিল না। পরবর্তীকালে যখন মজফফরপুর ঘটনায় ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকির আত্মত্যাগের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো অরবিন্দের বিপ্লবী কর্মপদ্ধতি এবং সেখানে অরবিন্দ ও বারীন ঘোষের ভূমিকার কথা সবাই জানতে পেরে অবাক হয়ে গিয়েছিল। অরবিন্দ প্রথম থেকেই তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনকে জনগণের সমানে নিয়ে এসে উপস্থিত করান নি। তিনি তাঁর বিপ্লবী কর্মপন্থাকে গোপনে পরিচালিত করতে শুরু করেন। তার ফলে ইংরেজ পুলিশরা অতি সহজেই অরবিন্দের বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। প্রায় সব বিপ্লবী নেতাদের পুলিশ গ্রেফতার করে আলিপুর মামলার মধ্যে গিয়ে অভিযুক্তদের আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠাতে সক্ষম হয়। অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির অভিযান বারবার ব্যর্থ হলেও তার প্রভাব পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের মধ্যে এসে পড়তে শুরু করে। অরবিন্দ যে বিপ্লবী মঞ্চ তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন সেখান থেকেই সারা বিশ্বের বাংলার বিপ্লবী মন্ত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। সেই মঞ্চকে আরও শক্তিশালী করে সেখান থেকে ইংরেজ শক্তিকে ভারত থেকে বিতারিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। চন্দননগরের বিপ্লবী সমিতির নেতা চারু রায় চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। সাময়িক স্তব্ধ হয়ে গেলেও আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকলো। তবে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে বেশ কয়েক বছর। ভগিনী নিবেদিতা বিপ্লবী সমিতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছেন। তিনি আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের সঙ্গে থেকে বাংলার বিজ্ঞান চর্চার পথকে আরও প্রসারিত করার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির তৈরি করার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করে ফেলেছেন ভগিনী নিবেদিতা। এ ব্যাপারে জগদীশচন্দ্র বোসকে আর্থিক সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তিনিই অরবিন্দকে বিপ্লবী আন্দোলন করার জন্য বাংলায় আসার আমন্ত্রণ করেছিলেন। আবার তিনিই অরবিন্দকে কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে অরবিন্দের হয়ে আদালতে সাওয়াল করতে আবেদন করেছিলেন। দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাস ইংরেজ সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে স্বাধীনতা আন্দোলন করাটা কোনও অপরাধ নয়। যে কোনও পরাধীন দেশের নাগরিক বিদেশি শক্তির হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে স্বাধীনতা করার ডাক দিতে পারে। বিপ্লবী অরবিন্দ যে সব কাজ করেছেন তা কিন্তু দেশকে স্বাধীন করার প্রেরণায়। তার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। কোনও অপরাধ নেই। পরাধীন দেশের নাগরিকেরা চাইবে তার দেশকে স্বাধীন করতে। এটাই হচ্ছে পরাধীন দেশের নাগরিকদের সম্মান রক্ষা করার লড়াই। দেশবন্ধুর এই যুক্তির কাছে পরাস্ত হয়েছিল ইংরেজ আইনজীবীরা। তারা প্রমাণ করতে পারেনি যে স্বদেশি আন্দোলন করতে গিয়ে অরবিন্দ হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। প্রমাণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তাঁরই নির্দেশেই ফুলার, মেয়র তার্দিভেল, ফ্রেজার এবং কিংসফোর্ড হত্যার পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। ফলে অরবিন্দ মুক্তি পেলেও তাঁর ভাই বারীন্দ্রনাথ ঘোষ থেকে শুরু করে মুরারি পুকুর গ্যাং ধরা পড়ে গিয়েছিল। তাঁদের মুক্তি দেয়নি ইংরেজ সরকার। তাদেরকে দ্বীপান্তর করা হয়েছিল।

## সমবর্তন ঘিরে নিরাপত্তায় মোড়া হল বিশ্বভারতী চত্বর

# বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে আমন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রীকে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৩ মার্চ ঃ ৫৪তম সমাবর্তনে শান্তিনিকেতনে সফরে আসছেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজ্যপাল। সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে বিশ্বভারতী একইভাবে প্রোটোকল মেনেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানান বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ২৮ মার্চ সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং রেক্টর তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নিশ্চিতভাবেই আসছেন। প্রোটোকল অনুযায়ী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো উত্তর রাজ্যের তরফে জানানো হয় নি। রাজ্যের মন্ত্রী তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কিনা তা জানানো হয় নি। চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, এখনও পর্যন্ত কোনো আমন্ত্রণ পাইনি। এব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না। মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রাষ্ট্রপতি রথীন্দ্র অতিথি শালায় উঠবেন। প্রশাসনের সঙ্গে নিরাপত্তা সংক্রান্ত এক প্রস্থ বৈঠক হয়েছে। বনদফতর থেকে সমস্ত বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বিশ্বভারতীর বৈঠক হয়েছে। বিশ্বভারতীতে ইদানিং সাপের উপদ্রব বেড়েছে কিনা বা তার জন্য স্নেক ক্যাচার আনা হয়েছে কিনা? জানতে চাওয়া হলে মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রকৃতির কোলে বিশ্বভারতী। সেখানে সব কিছুই থাকবে। উপদ্রব কিছু বাড়ে নি। রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে নিয়ম মাফিক প্রতিক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য যা করা হয় তাই হচ্ছে। নতুন কিছু তো হচ্ছে না। বন দফতরের কর্তারা বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেছেন। যথারীতি নিয়ম মেনেই বৃহস্পতিবার থেকেই বিশ্বভারতীতে হাজির বন দফতরের 'স্নেক ক্যাচার টিম'। বন দফতর সূত্রে খবর, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নানা বিষধর সাপ রয়েছে। যা রাতে আনাগোনা করে। দিনের বেলায় বিশ্ববিদ্যালয় গমগম করে। তাই তখন বেরিয়ে আসে না। কিন্তু রাত হলেই সাপের যাতায়াত শুরু হয়। এমন বহু প্রমাণ পেয়েছেন মানুষজন। তাই রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তায় ঘাটতি না রাখতে এখন থেকেই পুলিশ এসে হাজির হয়েছে। আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি। রবীন্দ্রভবন সংলগ্ন নানা এলাকা পরিদর্শন করতেই বিষধর সাপের উপস্থিতি নজরে আসে তাঁদের। তখন বন দফতরকে খবর দেওয়া হয়। এবার বন দফতরের টিম এখানে থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে রাষ্ট্রপতি যাবেন সেখানে পুলিশ কর্তারা ঘুরে দেখেন। রবীন্দ্রভবনে অতিথিশালা থেকে শুরু করে শ্যামলী, কোনার্ক, উদয়ন, লালবাঁধ, পম্পা লেক এলাকাগুলিতে প্রচুর ঝোপজঙ্গল রয়েছে। এখানে সূর্যের আলো পড়ে না। তাই জায়গাগুলি স্যাঁতসেতে। এখানেই সাপের আশ্রয়স্থল গড়ে উঠেছে। সাপের উপস্থিতি দেখে নিরাপত্তা আরও নিশ্ছিদ্র করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আর বিষয়টি জানিয়েই বন দফতরকে খবর দেওয়া হয়। তাই বনদফতরের আধিকারিকরা বিশ্বভারতীতে উপস্থিত হন। এডিএফও শ্রীকান্ত ঘোষ বলেন, আমি নিজে গিয়েছিলাম পরিদর্শনে। উদয়ন, কলাভবনের বেশ কিছু জায়গায় সাপ আছে। আজ বন দফতরের একটা টিম বিশ্বভারতীতে পৌঁছেছে। যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার সব নেওয়া হবে। আজ থেকে রাষ্ট্রপতির সফর শেষ হওয়া পর্যন্ত বিশ্বভারতীতে থাকবে টিমটি। আমাদের দিক থেকে সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিশ্বভারতীর উত্তরায়ন, গুহাঘর জঙ্গল ঘেরা লালবাঁধ, পম্পা হ্রদ এলাকা, শ্যামলী, উদয়ন এবং কোনার্ক বাড়ি কোথাও কোনো সাপের দেখা মেলে নি। বুধবার বিশ্বভারতীতে বীরভূম জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। এর পর যে সব জায়গায় রাষ্ট্রপতি যেতে পারেন সম্ভাব্য সেই এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন আধিকারিকেরা। বিনয় ভবনের হেলিপ্যাড, রবীন্দ্র ভবন, রবীন্দ্র অতিথিগৃহ ইত্যাদি জায়গাও পরিদর্শন করেন তাঁরা। রাস্তার দু'ধারে গাছের পরিষ্কার করেন বন দফতরের আধিকারিকরা। বন দফতরের এডিএফও শ্রীকান্ত ঘোষ বলেন, বুধবার আমি গিয়ে উদয়নভবন, কলাভবন-সহ বেশ কিছু জায়গা পরিদর্শন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্বভারতীর ৫৪ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আগামী ২৮ মার্চ শান্তিনিকেতনে সফরে আসছেন দেশের রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্বভারতীর পরিদর্শক দ্রৌপদী মুর্মু। আম্রকুঞ্জে জহর বেদীতে সমাবর্তনে ২০২২ সালে উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের জন্য সপ্তপর্ণী তুলে দেবেন তিনি। তাঁর সফরকে মাথায় রেখে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

## মুর্শিদাবাদে ডাম্পার-লরি মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম ৭

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৩ মার্চ ঃ সাত সকালে মুর্শিদাবাদে জাতীয় সড়কে ডাম্পার ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হয়েছেন সাতজন। বৃহস্পতিবার ভোরে মুর্শিদাবাদ জেলার সুতির ঘটনা। আহতদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা গিয়েছে, এদিন সুতির আহিরন সেতুর কাছে পরপর চারটি লরি ও একটি ডাম্পারের সংঘর্ষ হয়। মোট সাতজন আহত হন। স্থানীয়রাই সঙ্গে সঙ্গে আহতদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করান। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে তৈরি হয় যানজট। সুতি থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি।


### পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি/প্রজেক্ট, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লিউ/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে নিম্নলিখিত অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নং-১। ই-টেন্ডার নম্বর ঃ জিএসইউ-জেনারেল-এবিএসএস-০০১-২৩, তারিখ ঃ ১৭.৩.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় বর্ধমান, রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া, পাকুড় রেলওয়ে স্টেশনের উন্নতিসাধনের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ আধুনিকীকরণ ও সংস্কার। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬,৮৩,৯৭,৭১৫.৩৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪,৯২,০০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৪.২০২৩ তারিখে সকাল ১১.০০টা। **ক্রমিক নং-২। ই-টেন্ডার নম্বর ঃ জিএসইউ-জেনারেল-এবিএসএস-০০২-২৩, তারিখ ঃ ১৭.৩.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় নবদ্বীপ ধাম, খাগড়াঘাট রোড, কাটোয়া জংশন, আজিমগঞ্জ জংশন, অম্বিকা কালনা রেলওয়ে স্টেশনের উন্নতিসাধনের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ আধুনিকীকরণ ও সংস্কার। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪,২৮,৫৮,৮৩৫.৪৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,৬৪,৩০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৪.২০২৩ তারিখে বেলা ৩.০০টা। **ক্রমিক নং-৩। ই-টেন্ডার নম্বর ঃ জিএসইউ-জেনারেল-এবিএসএস-০০৩-২৩, তারিখ ঃ ১৭.৩.২০২৩। কাজের বিবরণ ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় চন্দননগর, তারকেশ্বর, শেওড়াফুলি, বালি, ডানকুনি রেলওয়ে স্টেশনের উন্নতিসাধনের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ আধুনিকীকরণ ও সংস্কার। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৩,৮৬,৪০,২৫৭.৫৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,৪৩,২০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৪.২০২৩ তারিখে সকাল ১১.০০টা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৮ (আট) মাস (ক্রমিক সংখ্যা ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইন অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থপ্রদান– ই-টেন্ডারিং সম্পর্কিত বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিরমূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডারিং পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ইএমডি বাবদ ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-463/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter



**ABRIDGED TENDER NOTICE**

**The Ex-Officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.**

| NIT No. | Name of Projects | Bid Submission Start Date | Last Date of Bid Submission |
|---|---|---|---|
| 169/GPW/ WBFDC/ 2022-23. | Supply of Safety article for labourers at MTPS/DVC. | 24.03.2023 (10.00 AM) | 31.03.2023 (05.00 PM) |

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**



**Hooghly Chinsurah Municipality**

**Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly, West Bengal**

**Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091**

**E-Tender Notice**

**Memo No-1229/WS/SD, Dated-23/03/2023**

E-Tenders are invited by the undersigned vide this office T**ender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT4/3e/23** and **Tender ID No-2023_MAD_497760_1 to 2** for Laying HDPF pipeline & Sinking of 200mm x 300mm dia tube well by Rig boring system under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is **18/04/2023 at 11:00 hrs.** For more details and bidding online please visit website **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Chairman**
**Hooghly Chinsurah Municipality**



### পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া, পিন-৭১১১০১ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **ক্যাটালগ নং ঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-আর-১৪। ক্র.নং; লট নং/ক্যাটিগরি ও স্টেশনের নাম** নিম্নরূপ ঃ **১;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসআরপি- টিডব্লু-৩৮-২২-২ (পার্কিং- টু হুইলার) ও শ্রীরামপুর। **২;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসিএলই- টিডব্লু-১১৭-২৩-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও আজিমগঞ্জ সিটি। **৩;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিএইচসি- টিডব্লু-১২৬-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও চাঁচাই হল্ট। **৪;** পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-ভিএসপিআর- টিডব্লু-৫৭-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট। **৫;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ডিএমএলই- টিডব্লু-৮৫-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও ডুমুরদহ। **৬;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেএএন- টিডব্লু-১৩৬-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও খানা। **৭;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমএওয়াইপি- টিডব্লু-১৭৯-২৩-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও মায়াপুর। **৮;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এইচওয়াইজি- টিডব্লু-১৪৬-২৩-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও হুগলী ঘাট। **৯;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিআরএই- টিডব্লু-২৩৮-২৩-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও পাল্লা রোড। **১০;** পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-পিডিএ- টিডব্লু-১৮৮-২৩-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও পান্ডুয়া। **১১;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেএএন- টিডব্লু-২১০-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও খানা। **১২;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-এমএক্স-১১৯-২২-১ (পার্কিং- মিশ্র) ও পাকুড়। **১৩;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এএমবিজি-এমএক্স-২০০-২২-১ (পার্কিং- মিশ্র) ও আরামবাগ। **১৪;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এএমপি-এমএক্স-১৫৫-২৩-১ (পার্কিং- মিশ্র) ও আহমদপুর। **শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৪.২০২৩ তারিখ বেলা ১১টা (ক্র.নং. ১ থেকে ১৪ প্রতিটির জন্য)।

**ক্যাটালগ নং ঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-আর-২১। ক্র.নং; লট নং/ক্যাটিগরি ও স্টেশনের নাম** নিম্নরূপঃ **১;** পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-টিডব্লু-১০৭-২২-২ (পার্কিং- টু হুইলার) ও কাটোয়া। **২;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-টিএলপিএইচ-টিডব্লু-২০১-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও তালপুর হল্ট। **৩;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেএমএই-টিডব্লু-৪৯-২২-২ (পার্কিং- টু হুইলার) ও খামারগাছী। **৪;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এজিএই-টিডব্লু-৮৬-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও অগ্রদ্বীপ। **৫;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিএনই-টিডব্লু-২২৫-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও প্রান্তিক। **৬;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিজিআরএ-টিডব্লু-৯০-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও বাঘনাপাড়া। **৭;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএএইচডব্লু-টিডব্লু-২০২-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও বাহিরখন্ড। **৮;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিসিএফ-টিডব্লু-১০৪-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও বনকাপাসি। **৯;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমইউইউ-টিডব্লু-৬৩-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও মানকুন্ডু। **১০;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিডব্লুএলই-টিডব্লু-৭৪-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও চৌরীগাছা। **১১;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিএসজিবি-টিডব্লু-৭২-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও গোসাইগ্রাম। **১২;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-টিডব্লু-২২-২২-২ (পার্কিং- টু হুইলার) ও কাটোয়া। **১৩;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিওজিটি-টিডব্লু-৬৬-২২-২ (পার্কিং- টু হুইলার) ও গোঘাট। **১৪;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-টিডব্লু-৩৯-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও বেলানগর। **১৫;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এনএলএসএফ-টিডব্লু-৮৩-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও নিয়ালিশপাড়া। **১৬;** পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-কেওজি-টিডব্লু-১-২২-৩ (পার্কিং- টু হুইলার) ও কোন্নগর। **১৭;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিডিএইচ-টিডব্লু-২১১-২২-২ (পার্কিং- টু হুইলার) ও ভেদিয়া। **১৮;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিজিএলই-টিডব্লু-৫২-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও গঙ্গাটিকুরী। **১৯;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ডিএইচপিডি-টিডব্লু-৭৮-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও ডাহাপাড়াধাম। **২০;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসপিএস-টিডব্লু-২২০-২২-১ (পার্কিং- টু হুইলার) ও শ্রীপাট শ্রীখন্ড। **২১;** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেপিএলই-টিডব্লু-১৬-২২-২ (পার্কিং- টু হুইলার) ও কোপাই। **শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০৪.২০২৩ তারিখ সকাল ১০টা (ক্র.নং. ১ থেকে ২১ প্রতিটির জন্য)।

(HWH-465/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter


## বিশেষ অভিযানে ২ জেলায় মাদক সহ গ্রেফতার চার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর, ২৩ মার্চ ঃ বুধবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে ৫৮৩ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ দু'জনকে আটক করেছে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) ও পানিট্যাঙ্কি চৌকি পুলিশ। ধৃত আসামীদের নাম গোলাম আলি ও নায়ার আলি। গুলাম আলি মালদাকোর ও নায়ার আলি শিলিগুড়ির বাসিন্দা। বাজেয়াপ্ত ব্রাউন সুগারের আনুমানিক বাজার মূল্য ৪০ লাখ টাকা বলে জানা গেছে। এসওজি সূত্রে খবর, টিমলাই মহাকালপল্লী সূর্য সেন পার্ক সংলগ্ন মহানন্দা ব্রিজ এলাকায় সন্দেহজনকভাবে দু'জনের চলাফেরা করার খবর পান তিনি। এই খবর পেয়ে পানিট্যাঙ্কি চৌকি পুলিশ ম্যান্টল এলাকায় অভিযান চালায়। এরপর সন্দেহভাজন দু'জনকে একসঙ্গে তল্লাশি করে। সেই সময় তাদের কাছ থেকে ৫৮৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। দু'জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে। পানিট্যাঙ্কি চৌকি পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। অন্যদিকে উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থানার পুলিশ ব্রাউন সুগার ও আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বুধবার রাতে ডালখোলা থানার অন্তর্গত বিধানপল্লীর বাইপাসের বুড়ি মহানন্দা নদীর ব্রীজের পাশ থেকে দু'জনকে ধরা হয়। ধৃত অজয় সাহানী ও প্রদীপ সাহার কাছ থেকে প্রায় ৫৩০ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও একটি সেভেন এমএম পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বুধবার রাতে ডালখোলা থানার অন্তর্গত বিধানপল্লীর বাইপাসের বুড়ি মহানন্দা নদীর ব্রীজের পাশ থেকে দু'জনকে ধরা হয়। ধৃতদের তল্লাশি চালিয়ে ৫৩০ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও একটি সেভেন এমএম পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ। মামলা রুজু করেছে পুলিশ ও ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

## কোচবিহারে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে বরাদ্দ ৪৫ কোটি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ মার্চ ঃ লড়াই শুধু রাজনীতির ময়দানেই নয়, লড়াই উন্নয়নের মাঠেও। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের জেলা কোচবিহার জেলায় বিজেপির উত্থানে অনেকটাই জমি হারিয়ে ফেলেছে বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই হারা জমি ফেরাতে জোড়াফুল শিবির জোর দিচ্ছে জেলার উন্নয়নের ওপরেই। এমন উন্নয়ন যা জেলাবাসীর নিত্যদিনের ওঠাবসায় কাজে লাগে। আর সেই সূত্রেই ৪৫ কোটি টাকায় জেলার ৩৫০টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। ইতিমধ্যেই সেই কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছে। ওই সব উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে কার্যত জেলার গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সুসংহত করে তোলার লক্ষ্যেই সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জানা গিয়েছে, জেলার বুকে নতুন উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার পাশাপাশি পুরনো উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে উন্নয়ন করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পের টাকায় এই উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি সংস্কার ও গড়ে তোলার কাজ চলছে। এই ৩৫০টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়াও জেলার বাকি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্যও আগামী দিনে কাজ করা হবে। জেলার গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে যে উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি বেহাল অবস্থায় রয়েছে, সেগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে। নতুন উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রও হচ্ছে। উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিণত করা হচ্ছে। জেলায় মোট ৪০৬টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। কিছু দিন আগে জেলায় আরও ৩৫টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র নতুন করে গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়। মোট ৪৪১টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে ৩৫০টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ শুরু হয়। এর মধ্যে ৭০টিতে নতুন করে ভবন গড়ে তোলা হবে। অনেক জায়গায় ইতিমধ্যেই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বহু জায়গায় সেই কাজ চলছে। কোচবিহার জেলার এই উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা ও সংস্কারে আরআইডিএফ, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা পাওয়া গিয়েছে। জেলায় বিগত দিনে যে ৪০৬টি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল, তার মাধ্যমে জেলার সমস্ত গ্রামীণ মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির উপর চাপ সৃষ্টি হতো। অনেক জায়গায় আবার একএকটি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থানীয় এলাকা থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিল। সেই কারণে আরও ৩৫টি নতুন উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। আগামী দিনে সমস্ত উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে রূপান্তর করা হলে, জেলার গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে।

## সালিশি সভায় অপমানিত হয়ে আত্মঘাতী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ মার্চ ঃ চাঁচলে জীবন দিয়ে ভালোবাসার বিসর্জন দিলেন প্রেমিক। এরই নাম কি ভালোবাসা? তবে প্রেমিকের প্রেম বিসর্জনে দায়ী কারা? প্রেমিকার পরিবারের বিরুদ্ধে উঠছে অভিযোগ। বাড়ির শোওয়ার ঘর থেকে প্রেমিক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার চাঁচলে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার চাঁচল থানার নয়নপুর-গৌরীপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত ওই যুবকের নাম বাসুদেব মহলদার(২০)। সে পেশায় ছিল ট্রাক্টর চালক। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় বলে খবর। কি কারনে ওই যুবক আত্মঘাতী হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এলাকায়। ওই যুবকের পরিবারের দাবি, এলাকার এক কিশোরীর সঙ্গে ওই যুবকের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিশোরীর পরিবারের তরফে সম্পর্ক মানেনি। কিশোরী ও যুবক লুকিয়ে বিয়ে করার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মেয়ের পরিবারের তরফে খোঁজাখুজি শুরু হয়। পরে এলাকার একটি গ্রাম থেকে সন্ধ্যা নাগাদ তাদের ধরে ফেলে মেয়ের বাড়ির লোকজনেরা। মেয়ে নাবালিকা। প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ির মেয়েকে তুলে নিয়ে এসেছে এই অভিযোগ তুলে যুবককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, মেয়ের গ্রামে একটি সালিশি সভা ডাকা হয়। সেখানে যুবককে দায়ী করে মোটা অঙ্কের জরিমানা আদায় করা হয় বলে অভিযোগ। যুবকের পরিবার সালিশি সভায় জরিমানার বড় অঙ্কের টাকাও দিয়ে দেয় বলে দাবি। তারপরে সালিশি সভা থেকে রাতেই যুবককে নিজের বাড়িতে আনেন তার বাবা। যুবকের বাবার দাবি, ছেলেকে মারধর এবং সালিশি সভায় জরিমানা করার জন্যই বাড়ির ছেলে শোওয়ার ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। মৃত যুবকের বাবা দিলীপ মহলদার অভিযোগ করে বলেন, মেয়ের পরিবারের অত্যাচারেই ছেলে আত্মঘাতী হয়েছে। তাদের শাস্তির দাবিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশকে সক্রিয় হওয়ার দাবি জানাচ্ছেন বুদ্ধিজীবি মহল। চাঁচলের এক আইনজীবী সুবেশ মিত্র বলেন, আইন ও বিচার ব্যবস্থা অনেক উন্নত। গ্রামের মোড়ল-মাতব্বরা সালিশিসভা করে টাকা ভাগাভাগি করে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। নিখরচায় যেকোনো মানুষ লোক আদালতে বিচার নিতে পারেন। গ্রামের মোড়ল-মাতব্বরদের জন্য আদালতে না এসে গ্রামে সালিশি সভা বসাচ্ছে। এতে কোনো সুরাহা না হয়ে মানুষের প্রাণ যাচ্ছে।

## রাস্তা সংস্কারে নিজেরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৩ মার্চ ঃ বেহাল রাস্তা সরানোর জন্য বারবার পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে আবেদন জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই পঞ্চায়েত দপ্তরের ভরসায় না থেকে শেষ পর্যন্ত রাস্তা সারাতে উদ্যোগী হয়েছেন স্থানীয়রাই। নিজেদের খরচে রাস্তা সংস্কারে উদ্যোগী হলেন আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেদায়েতনগর এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বেশ কয়েক বছর ধরে বিপদজনক হয়ে পড়ে রয়েছে এই রাস্তা। রাস্তা খারাপ হওয়ার জন্য এই গ্রামে ঢোকে না টোটো। বর্ষাকালে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে অসুবিধা হয় গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বহুবার স্থানীয় প্রশাসনকে আবেদন জানিয়েও হয়নি কোনও সুরাহা। তাই নিজেদের টাকা খরচ করে রাস্তা সংস্কারে এগিয়ে এলেন গ্রামবাসীরা।


### উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

**Email :-dycmmcon@ner.railnet.gov.in**
**Fax :-0551-2282448**
**Internet :-www.ireps.gov.in**

টেন্ডার নোটিস নং. ০৪
তারিখ ২৩.০৩.২০২৩
টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে
ই-প্রোকিওরমেন্ট ব্যবস্থায়

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেপুটি চিফ মেটিরিয়াল ম্যানেজার / নির্মান, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, গোরক্ষপুর টেন্ডার আহ্বান করছেন ই-প্রোকিওরমেন্ট ব্যবস্থায় উল্লেখিত সামগ্রী যোগানের জন্য।

সামগ্রীর বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং অন্যান্য শর্ত পাওয়া যাবে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে।

**ক্রম নং.১, টেন্ডার নং. বকেয়া তারিখ ঃ ১৬২২৫০৫৬এ (ই-আরএ) ১৮.০৪.২০২৩, স্টোরের বিস্তারিত বিবরণ** ঃ জয়েন্টহীন গ্রুভড কপার কনটাক্ট ওয়ার ১০৭ স্কো.মিমি দ্বারা নির্মিত কন্টিনিউয়াস কাস্ট কপার ওয়ার রড ইত্যাদি। **যে সংস্থা দ্বারা সংরক্ষিত ঃ** সিওআরই। **প্রয়োজনীয় পরিমান ঃ** ১৫৩.২০ এমটি, **বায়না মূল্য (টাকা) ঃ** ২০০০০০০.০০, **১-** উপরোক্ত টেন্ডার পাওয়া যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে- **www.ireps.gov.in**। যে সংস্থা উপরোক্ত ই টেন্ডারে অংশগ্রহণ করবেন তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নিজেদের ইলেকট্রনিক উপায়ে রেজিস্টার করাতে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে যার জন্য তাদের থাকতে হবে ক্লাস-৩ ডিজিটাল সার্টিফিকেট (যদি এখনও না নিয়ে থাকেন) যে কোন সংশাপত্রপ্রাপক সংস্থা থেকে যা ভারতীয় সরকারের আইটি আইন, ২০০ মোতাবেক সিদ্ধ। ম্যানুয়াল দরপত্র গ্রহণযোগ্য নহে। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার ডেপুটি চিফ মেটিরিয়াল ম্যানেজার / নির্মান, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, গোরক্ষপুর, এনইআর খোলা হবে ইপিএস (ই-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম) ব্যবস্থায় কেবলমাত্র। ডেপুটি চিফ মেটিরিয়াল ম্যানেজার/ নির্মান, এনইআর / জিকেপি টেন্ডারে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সংস্থাগুলির থাকতে হবে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল শংসাপত্র এবং তাদের রেজিস্টার থাকতে হবে সিআরআইএস / নিউ দিল্লিতে। প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পাওয়া যাবে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে। ৩- যদি কোন কারনে ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষার টেন্ডার নোটিসের মধ্যে কোন ফারাক থাকে তাহলে ইংরেজি ভাষার নোটিস বিবেচিত হবে। ৪- অ্যালোকেশান হেড বায়না মূল্য জমা ও এস.ডি. টাকা হল ০০৮৪৪৫৫৬।

ডেপুটি চিফ মেটিরিয়াল ম্যানেজার / নির্মান
CPRO/ S-91 এন.ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুর

যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ
এসএমএসের মোবাইল নং. ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫

"ট্রেনের ছাদ ও পাদানিতে কখনই করবেন না"


## ইসলামপুর পৌরসভার বর্ষপূর্তিতে হলঘর উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ২৩ মার্চ ঃ ইসলামপুর পৌরসভার বর্তমান বোর্ডের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নতুন হল ঘরের উদ্বোধনের পাশাপাশি উঠে এলো ইসলামপুরের উন্নয়নের একাধিক প্রেক্ষাপট। এমনই আবহ নিয়ে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর পৌরসভা কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন হল ঘরের উদ্বোধনের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়। ইসলামপুর পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার আরিকুল ইসলাম ইসলামপুরের উন্নয়ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন এবং নবনির্মিত হলঘরটি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সকল কর্মীদেরকে গুরুত্ব দিতে অনুরোধ জানান। পৌরসভার চেয়ারম্যান কানাইলাল আগারওয়াল বলেন, শহরের আবর্জনা নিয়মিত পরিস্কারের ব্যাপারে এখনও সম্পূর্ণ সচেতন নন শহরবাসী। তারা পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনা কিংবা বর্জ্য পদার্থ পৃথকভাবে না রেখে একসাথে মিশিয়ে দিচ্ছেন। এর ফলে সমস্যা তৈরি হচ্ছে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। তিনি বলেন, পৌরসভার একদিকে যেমন রাজস্ব বাড়াতে হবে তেমনি অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাতে হবে। আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি লজের রেট বাড়ানোর প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং এদিন বাংলার বাড়ি স্বপ্নের দিশারী প্রকল্পে বিভিন্ন ওয়ার্ডের উপভোক্তাদের হাতে ৪৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় এবং তিন লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকার এই প্রকল্পের বাকি বরাদ্দের অর্থ উপভোক্তাদের হাতে ধীরে ধীরে পৌঁছে যাবে বলে তিনি জানান। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, মোট ৫১ জন উপভোক্তা প্রথম কিস্তির টাকা পাচ্ছে। এর মধ্যে অনুষ্ঠানে মোট ২৬ জন উপস্থিত হয়েছিল তাই তাদের হাতে এদিন চিঠি তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আগামী দিনে শহরের সৌন্দর্যায়নের জন্য একাধিক পরিকল্পনার কথাও তিনি জানান আজ। এদিন কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানান ইসলামপুর শহরের উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা দরকার, আমরা সকলে মিলেমিশে এই শহরকে সাজিয়ে তুলবো। এদিকে ইসলামপুরের প্রবেশ দ্বারে ইসলামপুর গেট তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসলামপুর পৌরসভা। কিরকম হবে সেই গেট তা নিয়ে কৌতুহলী সাধারন মানুষ। তবুও ইতিমধ্যেই পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, যেখানে হিন্দু ও মুসলিম দুই রীতির বেশ কিছু আর্কিটেকচারের ডিজাইন ফুটে উঠবে সেখানে। আর তাতেই প্রকাশ পাবে সম্প্রীতির বার্তা। ইতিমধ্যেই ওই গেটের একটি ডিজিটাল ডিজাইন ছড়িয়ে পড়েছে শহরবাসীর মধ্যে। জানা গেছে, সিকিম সরকারের জনৈক চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা তৈরি হয়েছে ওই ডিজিটাল প্ল্যান। ইসলামপুর ঢোকার প্রবেশপথে জাতীয় সড়কের উপর তা নির্মাণের প্রস্তাবিত চিন্তা ভাবনা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এর জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অনুমতিও প্রয়োজন। তবে সব মিলিয়ে আদৌ কবে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটবে তা পরিষ্কার নয়। কারণ এর জন্য যা বিগ বাজেটের বরাদ্দ প্রয়োজন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে পৌরসভা। তবে প্রস্তাবিত ওই গেট তৈরি হলে তা যে তা সাধারণ মানুষের কাছে একটি দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠবে বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।


### KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (C)/Br.-VII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

**NIT No. : KMC/EEC/VII/59/53/22-23/D**

Name of the Work: **Repairing of concrete passage at 44/AB, Dr. Suresh Sarkar Road, 2/C Tiljala Road and different places disturbed by CESC in Ward No. 59.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,53,697.70.** Earnest Money: **Rs. 5,100.00.** Period of Completion: **60 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **01.04.2023 upto 12 noon.** Tender will be opened on: **03.04.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **22.03.2023 at (18:55 hrs.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

**NIT No. : KMC/EE(C)/Br-VIII/083/043/2022-2023/R**

Name of the Work: **Repairing of road surface/ passages disturbed by Water Supply Department at 400, 180/1, 366 K. G. Road, 17A, 17B K. P. Lane etc. in Ward No. 83.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,16,634.92.** Earnest Money: **Rs. 8,400.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **08.04.2023 at 12 noon.** Date and Time of Opening of Tender: **10.04.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.03.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XVI, KMC** invites tender online percentage rate in two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/136/22-23/BUSTEE**

Name of the Work: **Desilting of surface drain at Kalitala, Honda Goli etc. (Slum area) near Pre. No. 196 in Ward No. 142.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,92,020.62.** Earnest Money: **Rs. 6.000.00.** Period of Completion: **30 days.**

**(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/080/22-23/BUSTEE**

Name of the Work: **Desilting of surface drain at Sashibhusan Banerjee Road (Slum area) near Pre. No. 31/1 in Ward No. 125.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,86,195.23.** Earnest Money: **Rs. 6.000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **01.04.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** The Tender will be Opened On: **03.04.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **24.03.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The **Director General (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/406 (1st Call)**

Name of the Work: **Repairing of roads at different places of A. T. M. Road, Chakraberia Road, Gurusaday Road under Br.-VIII.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,88,242.82 (Excluding Contingency Amount).** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **120 days.**

**(2) NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/407 (1st Call)**

Name of the Work: **Repairing of roads at different places of Baroj Road, Ballygunge Place, Ballygunge Place (East), Ballygunge Garden under Br.-VIII.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,97,210.14(Excluding Contingency Amount).** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **120 days.** Last Date and Time of Submission of all Bids: **18.04.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **28.03.2023 (12 noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The **Dy. Chief Engineer (E)/S&D, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following work:

**NIT No. : KMC/DR/PBPS/M-27/2022-2023**

Name of the Work: **Thorough overhauling, repairing and replacement of defective parts and testing of 12.5 ton capacity Overhead Traveling Crane at SWF Station of PBPS (Drg.) S&D.** Estimated Amount: **Quotation.** Earnest Money: **2% of Quoted Rate.** Period of Completion: **15 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **05.04.2023 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.03.2023 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Mech.)/Roads, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

**NIT No. : KMC/ASPH/PB/CM-08/22-23 (2nd Call)**

Name of the Work: **Continuation of Operation of Departmental Vehicles at Asphaltum Department, P.B.** Estimated Amount: **Rs. 3,14,904.00.** Earnest Money: **Rs. 6,300.00.** Period of Completion: **365 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **08.04.2023 at 1 p.m.** The Bid Opening and Date for Technical Proposal: **10.04.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.03.2023 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

**NIT No. : KMC/DCE(PS)/SUM_SEEDS/22-23 (1st Call)**

Name of the Work: **Procurement of seedds and seedlings of summer verities for growing summer annual flowering plants for the year 2023 different nurseries under P&S Department.** Estimated Amount: **Quotation Invited.** Earnest Money: **Rs. 5,200.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **01.04.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **24.03.2023 (10 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

**CORRIGENDUM**

**NIT No. KMC/WS/West/W68/T01/R3/2022-23** Published in this newspaper on **15.03.2023 (Key No. 1163/22-23)** of **Water Supply (West) Department** (Sl. No. 2). Last date of receipt/opening of tender (online) will be read as **28.03.2023 at 1 p.m./ 30.03.2023 at 1.30 p.m.** instead of **23.03.2023 at 1 p.m./25.03.2023 at 1.30 p.m.** Other details remain unchanged.

**1194/22-23**

# টলি-বলির টুকরো খবর

## বলিউডে 'চেঙ্গিজ' জিতের জমক, ঝড় তুলেছে নেটপাড়ায়

নয়া ইতিহাস গড়তে চলেছেন বাংলার সুপারস্টার জিত, এই খবর ইতিমধ্যেই ভাইরাল। আগামী ঈদে অর্থাৎ ২১ এপ্রিল মুক্তি পেতে চলেছে জিতের ছবি চেঙ্গিজ। এই প্রথম একই দিনে বাংলা ও হিন্দি দুটি ভাষায় একসঙ্গে মুক্তি পাবে কোনও বাংলা ছবি। নীরজ পাণ্ডের গল্প অবলম্বন করে তৈরি এই ছবির হাত ধরেই এবার বলিউডে পা রাখছেন জিত। বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে এল এই ছবির প্রথম হিন্দি টিজার। বাংলায় আগেই মুক্তি পেয়েছিল এই ট্রেলার, তবে এবার জিতের কণ্ঠে হিন্দি ডায়লগ শুনে রীতিমতো ঝড় উঠেছে নেটপাড়ায়। সুপারস্টারকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ফ্যানেরা। মঙ্গলবার চেঙ্গিজের একটি পোস্টার শেয়ার করে জিত তাঁর ফ্যানেদের জানান সুখবর। পাশাপাশি বলিউডের বাণিজ্য বিশ্লেষক তরণ আদর্শ লেখেন, 'চেঙ্গিজ জিতের অ্যাকশন মুভি হিন্দি এবং বাংলা ভাষায় একই সঙ্গে মুক্তি পাবে। জিত অভিনীত চেঙ্গিজ প্রথম বাংলা ছবি হতে চলেছে যা বাংলা এবং হিন্দি দুটো ভাষাতেই একই সঙ্গে ঈদের দিন মুক্তি পাবে।' গত বছর এপ্রিলে এই ছবির ঘোষণা করেছিলেন জিত। এরপর প্রকাশ্যে আসে এই ছবিতে জিতের লুক। ছবিতে অভিনেতা একজন গ্যাংস্টার। পুরোদস্তুর অ্যাকশন এই ছবিতে জিতের নায়িকার চরিত্রে দেখা যাবে সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়কে। এই প্রথম জিতের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন তিনি। প্রায় সাত মাস ধরে এই ছবির শ্যুটিং করেছেন তাঁরা। হিন্দি ট্রেলার প্রকাশ করে জিত লেখেন, 'চেঙ্গিজের দুনিয়ায় স্বাগত'। ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি কলকাতায় আন্ডারওয়ার্ল্ডের দাপট নিয়েই লেখা হয়েছে চেঙ্গিজের চিত্রনাট্য। ছবিটির পরিচালনা করেছেন রাজেশ গঙ্গোপাধ্যায়। নাম ভূমিকায় থাকবেন অভিনেতা নিজেই। জিত ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে রোহিত বোস রায়, শাতাফ ফিগার প্রমুখকে। অভিনয়ের পাশাপাশি ছবির অন্যতম প্রযোজক জিত।

অভিনেতার পাশাপাশি গোপাল মাদনানি, অমিত জুমরানিও এই ছবির প্রযোজনা করেছেন। ছবি নিয়ে ফ্যানদের উত্তেজনাও তুঙ্গে। কিছুদিন আগেই ফ্যানেরা অভিযোগ করেছিলেন যে কেন চেঙ্গিজের প্রচার করছেন না অভিনেতা। অবশেষে এই সপ্তাহে ডবল ধামাকা দিলেন জিত। ট্রেলারে জিতের লুক দেখে তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ফ্যানেরা। ট্রেলার দেখেই বোঝা যাচ্ছে অ্যাকশনে ভরপুর হতে চলেছে এই ছবি। বলিউডে ডাবিং করে একাধিক ছবি তৈরি হয়েছে, সেই তালিকায় কী জায়গা করে নিতে পারবে 'চেঙ্গিজ'? সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে জিতের ফ্যানেদের মনে। প্রসঙ্গত, টলিউডে যেমন ঈদ মানেই জিতের ছবি সেরকম বলিউডে ঈদ মানেই সলমান খানের ছবি। এই বছরও ঈদের দিন ২১ এপ্রিল মুক্তি পেতে চলেছে সলমানের 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান'। পূজা হেগড়ের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন সলমান। সেই ছবি নিয়েও উত্তেজনা তুঙ্গে। অন্যদিকে বাংলার পাশাপাশি ওই একইদিনে হিন্দিতেও মুক্তি পেতে চলেছে জিতের চেঙ্গিজ। বলিউডে এবার বাংলার সুপারস্টারের মুখোমুখি সলমন খান। ইতিমধ্যেই এই ছবির জন্য জিতকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দেব সহ টলিউডের একাধিক স্টার।

## আবার একবার পর্দায় অজয়-টাবু জুটি, সিলভার স্ক্রিন মাত করবে 'ভোলা'

সামনেই মুক্তি পেতে চলেছে অজয় দেবগণের 'ভোলা'। এর আগে দৃশ্যম ২-তে বড়পর্দায় এসেছিলেন অজয়। টাবুর সঙ্গে অজয়ের যুগলবন্দী পর্দায় সুপারহিটও। ফের একবার সিলভার স্ক্রিনে দেখা যাবে অজয়-টাবু জুটিকে। এই ছবির পরিচালক এবং প্রযোজক স্বয়ং অজয় দেবগণ। এই নিয়ে চতুর্থ ছবি পরিচালনা করছেন সিংঘম অভিনেতা। এর আগে তাঁর পরিচালনায় ইউ মি অর হাম, শিবায়, রানওয়ে ৩৪ মুক্তি পেয়েছে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর নতুন ছবির পোস্টার শেয়ার করেছেন অজয়। ক্যাপশনে লিখেছেন- 'ভোলা, দ্য স্টোরি অফ এ ওয়ান ম্যান আর্মি।' ভোলা তামিল হিট 'কাইথি'-ছবির অফিসিয়াল হিন্দি রিমেক। ছবিতে অজয়-টাবু ছাড়াও নতুন চরিত্রে ধরা দেবেন দীপক ডোবরিয়াল। এক শিব ভক্তকে ঘিরে আবর্তিত হবে এই ছবির চিত্রনাট্য। বিভিন্নভাবে সেই ব্যক্তিকে ভিলেনদের সঙ্গে লড়াই করতেও দেখা যাবে। ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন অজয়। 'ভোলা' চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে একেবারে নির্ভীক। যে কোনও ধরনের চ্যালেঞ্জের জন্য সবসময় প্রস্তুত সে। অন্যদিকে টাবুকে দেখা যাবে এক আইপিএস অফিসারের

ভূমিকায়। এছাড়াও ছবিতে সঞ্জয় মিশ্র, বিনীত কুমার এবং গজরাজ রাও মতো অভিনেতারা রয়েছেন। অজয় নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবির টিজার ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন। টিজারে দেখা যায় দুর্দান্ত অ্যাকশনের কিছু দৃশ্যও। সেখানে একটি দৃশ্যে ত্রিশূল ঘোরাচ্ছেন অ্যাকশন হিরো অজয়। সব মিলিয়ে এই ছবির জন্য অপেক্ষা ধরে রাখতে পারছেন না অজয়ের অনুরাগীরা। মূল ছবি 'কাইথি'-র গল্পটি তৈরি হয়েছিল এক ব্যক্তির জীবনকে কেন্দ্র করে। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সবার আগে তাঁর মেয়ের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কিন্তু তাঁর পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায় পুলিস এবং মাফিয়ারা। তাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের কাহিনিই দেখা গিয়েছিল সিলভার স্ক্রিনে। ছবিতে স্টাইলিস্ট রাধিকা মেহরা কীভাবে ছবির খলনায়ক - সহ সকল অভিনেতাদের একটু অন্যভাবে এই সিনেমায় তুলে ধরেছেন সে বিষয় অজয় মুখ খুলেছেন। তিনি জানান যে এই ফিল্মে ভোলার মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি চরিত্রের আলাদা আলাদা পরিচয় তৈরি করাটাই তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল। তিনি আরও বলেন, 'ভোলার জীবনে সবথেকে বড় পাগল সে নিজে, ভিলেনরা সেখানেই নগন্য।' আগামী ৩০ মার্চ মুক্তি পাবে বহু প্রতিক্ষিত এই ছবি। দর্শকের এই ছবি কেমন লাগে এখন সেটাই দেখার।

## জুডিসিয়াল সার্ভিসের পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে চলবে অতিরিক্ত মেট্রো

কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃ আগামী রবিবার, ২৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ জুডিসিয়াল সার্ভিস-এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এই পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কলকাতা মেট্রো আগামী রবিবার ৮টি অতিরিক্ত ট্রেন চালাবে। ওই দিন দক্ষিণেশ্বর- কবি সুভাষের মধ্যে মোট ১৩০ টির পরিবর্তে ৬৯ টি আপ ও ৬৯ টি ডাউনসহ মোট ১৩৮ টি ট্রেন পরিষেবা দেওয়া হবে। এছাড়াও কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ ও দমদম থেকে কবি সুভাষ, দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর-এর প্রথম সার্ভিস সকাল ৯ টার পরিবর্তে সকাল ৮ টায় শুরু হবে। তবে শেষ ট্রেন পরিষেবার সময় অপরিবর্তিত থাকবে বলে মেট্রো রেল সূত্রের খবর।

## দক্ষিণ-পূর্ব রেল নবরাত্রি উপলক্ষ্যে বিশেষ ট্রেন চালাবে

কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃ নবরাত্রি উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ঝাড়সুগুদা - খুরদা রোড - ঝাড়সুগুদা এবং বাংরিপোসি - খুরদা রোড - বাংরিপোসির মধ্যে নবরাত্রি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৮০০১ / ০৮০০২ ঝাড়সুগুদা - খুরদা রোড - ঝাড়সুগুদা নবরাত্রি স্পেশাল (এক জোড়া) ০৮০০১ ঝাড়সুগুদা - খুরদা রোড স্পেশালটি ২৪.০৩.২০২৩ তারিখে ১৭.৪৫ ঘন্টা ঝাড়সুগুদা ছাড়বে এবং পরের দিন ০৫.২০ টায় খুরদা রোডে পৌঁছাবে। ফেরার দিকে, ০৮০০২ খুরদা রোড - ঝাড়সুগুদা স্পেশাল ২৫.০৩.২০২৩ তারিখে ১৯.০০ ঘটিকায় খুরদা রোড ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৭.৫০ টায় ঝাড়সুগুদা পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে বাগদেহি, বামরা, গড়পোশ, রাজগাংপুর, রৌরকেলা, বিসরা, মনোহরপুর, গোইলকেরা, চক্রধরপুর, চাইবাসা, ডাঙ্গোয়াপোসি, বনস্পানি, কেন্দুঝারগড়, হরিচন্দনপুর, সুকিন্দা রোড, জখাপুরা, কটক এবং ভুবনেশ্বর স্টেশনে। ০৮০০৩ /০৮০০৪ বাংরিপোসি - খুরদা রোড - বাংরিপোসি নবরাত্রি স্পেশাল (এক জোড়া) ০৮০০৩ বাংরিপোসি - খুরদা রোড স্পেশালটি ২৪.০৩.২০২৩ তারিখে ২১.৩০ টায় বাঙ্গিপোসি ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৪.৩৫ টায় খুরদা রোডে পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০৮০০৪ খুরদা রোড - বাঙ্গরিপোসি স্পেশালটি ২৬.০৩.২০২৩ তারিখে ০০.৫০ ঘটিকায় খুরদা রোড ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ০৭.৪৫ ঘটিকায় বাঙ্গরিপোসি পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটির যাত্রাপথে রাজালুকা, ভাঞ্জপুর, বারিপাদা, বেতনোটি, রূপসা, বালাসোর, সোরো, ভদ্রক, জাজপুর কেওনঝার রোড, কটক এবং ভুবনেশ্বর স্টেশনে স্টপেজ থাকবে।

## জন্মদিনে ভোলবদল বলিউডের কুইনের, ক্ষমা চাইলেন কঙ্গনা

দুর্বিনীত বলে তাঁর বদনাম থাকলেও জন্মদিনে অন্য এক কঙ্গনা রানাউতকে দেখা গেল। ৩৬ বছরে পা দিয়ে পৃথিবীকে নতুন করে আবিষ্কার করছেন বলিউডের 'কুইন'। গোলাপি পাড়, সবুজ সিল্কের শাড়ির সঙ্গে এক গা সোনার গয়না পরে দেখা দিলেন বিনয়ী, নম্র, ক্ষমাপ্রার্থী কঙ্গনা। নিজের জন্মদিনে অনুশোচনায় নত হলেন তিনি। জানালেন, যাঁদের আঘাত করেছেন তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। সেই সঙ্গে যাঁরা তাঁকে ভালবেসেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন অভিনেত্রী। ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়োতে বললেন, আজ আমার জন্মদিনে আমার বাবা-মাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার কুলদেবী মা অম্বিকাজিকে প্রণাম, যিনি আমায় জন্ম দিয়েছেন। আমার সব গুরু, বিশেষত আমার আধ্যাত্মিক গুরু শ্রী সদ্গুরুজি, স্বামী বিবেকানন্দ, আমার সেই সব প্রশংসাকারী, শুভাকাঙ্ক্ষী, যাঁরা আমার সঙ্গে কাজ করেন, যাঁদের জন্য আমি এত সাফল্য পেয়েছি তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আমার পরিবার, আমার বন্ধু, অনুরাগী-সকলের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। শুধু পরিজনরা নন, 'শত্রু'দের উদ্দেশ্যেও সুর নরম করলেন অভিনেত্রী। বলেছেন, আমার যে শত্রুরা কখনও আমায় শান্তিতে থাকতে দেননি, আমায় লড়াই করতে শিখিয়েছেন, তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। অভিনেত্রী জানান, সহজ করেই ভাবেন তিনি। সকলেরই মঙ্গল চান, কারও ক্ষতি চান না। দেশহিতে যদি কারও প্রতি কখনও এমন কিছু কথা বলে থাকেন যাতে কেউ কষ্ট পেয়েছেন, তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন জন্মদিনে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি সৌভাগ্যপূর্ণ জীবন পেয়েছেন বলে জানান। সকলের মঙ্গলপ্রার্থনা করে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন তিনি। জন্মদিন পালন করতে বর্তমানে উদয়পুরে রয়েছেন কঙ্গনা। তাঁর পরিচালনায় 'ইমার্জেন্সি' ছবির শুটিং শেষ হয়েছে। ইতিহাস আশ্রিত এই ছবিতে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন কঙ্গনা। শুটিংয়ে সেটে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ছবি বার বার দেখা গেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন বিতর্কে বহুবার জড়িয়ে থেকেছে তাঁর নাম। এই প্রথম প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে দেখা গেল অভিনেত্রীকে। তাতে ভালবাসা জানালেন অনুরাগীরা। শুভেচ্ছাবার্তা উপচে পড়ছে কঙ্গনার ভিডিয়োর নীচে।

## কোভিড শেষ হতে এখনও ঢের বাকি, রাজ্যগুলিকে সজাগ থাকার বার্তা দিয়ে বলল স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ করোনা নিয়ে সমগ্র দেশবাসীকে সতর্ক করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। দেশের কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সম্পর্কে নতুন দিল্লিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ জানিয়েছেন, বিশ্বব্যাপী প্রতিদিন গড়ে ৯৪ হাজার কোভিড সংক্রমণ রিপোর্ট করা হচ্ছে। কিন্তু ভারতে, মাত্র ৯৬৬টি সংক্রমণ হচ্ছে। যা বিশ্বব্যাপী মোট মামলার মাত্র এক শতাংশ। তিনি বলেছেন, ভারতে বেশিরভাগ সংক্রমণ আটটি রাজ্য থেকে রিপোর্ট করা হচ্ছে, যেগুলো হলো মহারাষ্ট্র সবেক্ষি, তারপরে গুজরাট, কেরল এবং কর্ণাটক রয়েছে। ভূষণ বলেছেন, ভারতে গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সংক্রমণ বৃদ্ধি হয়েছে, যে কারণে সংক্রমণের হার ০.০৯ শতাংশ থেকে এক শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তিনি বলেন, কোভিড -১৯ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে এই রাজ্যগুলিতে একটি বিশদ পরামর্শ জারি করা হয়েছে।

## রাহুল দেশের মানুষের হয়ে কথা বলবেন, সত্যের পথে চলবেন, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর টুইট প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ ''মোদী পদবী'' মানহানি মামলায় রাহুল গান্ধী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর টুইটারে সরব হলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। ভাইয়ের হয়ে সরব হন প্রিয়াঙ্কা। প্রিয়াঙ্কা টুইটারে লেখেন, তাঁর ভাই কখনও ভয় পাননি। এবারও পাবেন না। জীবনে সব সময় সত্য বলে এসেছেন রাহুল। এবারও সত্যের পথেই চলবেন বলে টুইট করেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তিনি জানান, রাহুল গান্ধী সব সময় দেশের মানুষের হয়ে কথা বলবেন। তাঁর ভাই সব সময় দেশের মানুষের হয়ে সুর চড়াবেন বলে মন্তব্য করেন প্রিয়াঙ্কা। উল্লেখ্য, মোদী পদবি মামলায় কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে গুজরাটের সুরাটের একটি জেলা আদালত। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দায়ের করা ফৌজদারি এবং মানহানির মামলাতেই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। যা নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে গোটা দেশ জুড়ে শোরগোল শুরু হয়।

## উত্তর পূর্বাঞ্চলের পর্যটন প্রচারকারী ভারত গৌরব ট্রেন গুয়াহাটিতে

মালিগাঁও, ২৩ মার্চ ঃ ভারত গৌরব ডিলাক্স এসি টুরিস্ট ট্রেনের দ্বারা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি অন্বেষণ করতে ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে তৈরি করা একটি সফর নর্থইস্ট ডিসকভারি ঃ বিয়ণ্ড গুয়াহাটি আজ প্রথম টুরিস্ট হুল্ট গুয়াহাটিতে এসে পৌঁছেছে। ২১ মার্চ দিল্লির সফদরজং স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। ট্রেন ও পর্যটকদের গুয়াহাটি স্টেশনে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়। পর্যটকরা দিল্লি থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত যাত্রায় অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ভারতীয় রেলওয়ের দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত আধুনিক সুবিধাযুক্ত ও পুষ্টিকর খাবারযুক্ত এমন একটি বিলাসী ট্রেনে ভ্রমণ সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এমনকি পর্যটকরা তাঁদের স্বাগতম জানাতে সেখানে উপস্থিত থাকা বিহু শিল্পীদের সাথে বিহু নৃত্য (অসমের লোকনৃত্য) পরিবেশন করেন। পর্যটকরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি অন্বেষণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। লামডিং ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী প্রেম রঞ্জন কুমার পর্যটকদের স্বাগতম জানিয়ে তাঁদের সাথে বার্তালাপ করেন এবং ভারত গৌরব ডিলাক্স এসি টুরিস্ট ট্রেনের যাত্রা সম্পর্কে তাঁদের মতামত জানতে চান। ২৪ মার্চ রাত ০৯.০০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি স্টেশন থেকে ভারত গৌরব ডিলাক্স এসি টুরিস্ট ট্রেনটি রওনা দিবে এবং ২৫ মার্চ পরবর্তী গন্তব্যস্থল অরুণাচল প্রদেশের নাহরলগুন স্টেশনে পৌঁছাবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য এমন পর্যটন স্পেশাল ট্রেন এটিই প্রথম।

## আদানি গ্রুপের পরে আবার 'হুঁশিয়ারি' হিন্ডেনবার্গের, কাঁপছে শেয়ার বাজার

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ জানুয়ারিতে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের রিপোর্টের পর আদানি গ্রুপের শেয়ারে ব্যাপক পতন হয়েছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে, ১৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদের মালিক গৌতম আদানির সম্পত্তি জানুয়ারিতে ৫৩ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। আদানি বিশ্বের বিলিয়নেয়ারদের তালিকায় শীর্ষ ৩৫ জনেরও বাইরে রয়েছে যান এবং তার আদানি গ্রুপকে বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আদানি গ্রুপের শেয়ার কেনা বিনিয়োগকারীরাও ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এখন গৌতম আদানির অবস্থার গত কয়েকদিনে উন্নতি হচ্ছে এবং তিনি বিলিয়নেয়ারদের তালিকায় ১১ নম্বরে এসেছেন, হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ আরেকটি নতুন টুইট করেছে। হিন্ডেনবার্গ গবেষণা 'আরেকটি

বড়' ঘোষণার ইঙ্গিত দিয়েছে। হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ তার টুইটার হ্যান্ডেল থেকে টুইট করেছে, 'শীঘ্রই নতুন রিপোর্ট - আরেকটি বড় রিপোর্ট।' এই টুইটটি সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। মানুষ ভাবছেন এবার কি হিন্ডেনবার্গের করা প্রকাশনা আমেরিকান ব্যাংক সম্পর্কে হবে? হিন্ডেনবার্গের টুইটের জবাবে একজন ভারতীয় ব্যবহারকারী লিখেছেন 'আশা করি', এটি অন্য কোনও ভারতীয় সংস্থার বিষয়ে হবে না। ব্যবহারকারী হিন্ডেনবার্গকে এই সময় একটি চিনা কোম্পানির বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করেছেন। হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট বাজারে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল যখন বিরোধীরা তাদের সমস্ত মনোযোগ আদানি গ্রুপ এবং নরেন্দ্র মোদী সরকারের মধ্যে একটি সংযোগের অভিযোগের দিকে স্থানান্তরিত করেছিল। রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে ফেব্রুয়ারিতে দাবি করেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লোকসভায় হিন্ডেনবার্গ- আদানি বিতর্কের বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেছিলেন। খাড়গে বলেন, 'একজন ব্যক্তির সম্পদ ২.৫ বছরে ১৩ গুণ বেড়েছে। ২০১৪ সালে এটি ছিল ৫০,০০০ কোটি টাকা যখন ২০১৯ সালে তা এক লাখ কোটিতে পরিণত হয়েছে। কী যাদু হল যে হঠাৎ করে দুই বছরে সম্পদ বেড়ে ১২ লাখ কোটি টাকা হয়ে গেল।'

## প্রধানমন্ত্রী বারাণসী সফরে, ১৭৮০ কোটি টাকার প্রকল্পের করবেন উদ্বোধন ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ আজ শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর লোকসভা কেন্দ্র বারাণসী সফর করবেন। প্রধানমন্ত্রী সেখানে 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড টিবি সামিট'-এ ভাষণ দেবেন এবং ১৭৮০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অনুসারে, বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার সকাল ১০.৩০ টায় রুদ্রাক্ষ কনভেনশন সেন্টারে 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড টিবি সামিট'-এ ভাষণ দেবেন। এই কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী টিবি নির্মূলের দিকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য নির্বাচিত রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং জেলাগুলিকে পুরস্কৃত করবেন। দুপুর ১২টার দিকে প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ১৭৮০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী বারাণসী ক্যান্ট স্টেশন থেকে গোদোলিয়া পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার রোপওয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এই প্রকল্পের ব্যয় অনুমান করা হয়েছে প্রায় ৬৪৫ কোটি টাকা। পাঁচটি স্টেশন সহ এই রোপওয়ে ৩.৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে। এটি পর্যটক, তীর্থযাত্রী এবং বারাণসীর

বাসিন্দাদের চলাচলকে সহজতর করবে। প্রধানমন্ত্রী নমামি গঙ্গে প্রকল্পের অধীনে ভগবানপুরে ৫৫ এমএলডি ক্ষমতার পয়ঃনিষ্কাশন কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে সিগরা স্টেডিয়ামের পুনঃনির্মাণ কাজের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।


**Name Change**
I, RUBI RANI (old name) W/O SK GOLAM MORTAZA resident of 27/1, Jessore Road, Bamalipur, PO- Kazipara, PS- Barasat, Dist.-North 24 Parganas WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUFIYA BIBI, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barasat on 23/02/2015. RUBI RANI and SUFIYA BIBI both are same and one identical person.

**Name Change**
I, SRUTI KUMARI (old name) D/o SAMBHU NATH CHOUDHARY resident of 57 BIHARI LAL PAL STREET BHAI BHAI SANGHA BARANAGAR NORTH 24 PARGANAS KOL 700036 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SRUTI CHOUDHARY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 23/03/2023. SRUTI KUMARI and SRUTI CHOUDHARY both are same and one identical person.

**Name Change**
I, MOHIUDDIN MOLLA alias MD MOHIUDDIN MOLLA (old name) S/o ATA HOSEN MOLLA resident of Vill-Majherhat, PO- Uttar Kashipur, PS- Kashipur, Dist-(S) 24 Pgs, Pin-700135 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD MOHIUDDIN MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 23/03/2023. MOHIUDDIN MOLLA, MD MOHIUDDIN MOLLA and MD MOHIUDDIN MOLLA both are same and one identical person.

**Name Change**
I, BABLI SINGH (old name) D/o LATE BAJERJEE RABINDRA NATH resident of G3 Erdant Apartment-2 No. Govt. Colony, 265 Holding, PS- Uttarpara Makhla, Hooghly- 712245 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) BABLI BANERJEE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 23/03/2023. BABLI SINGH and BABLI BANERJEE both are same and one identical person.

**Name Change**
I, MOHAMMED HASIM (old name) D/o GAJIRUDDIN SEKH resident of I/150, Baishnabghata patuli Township Po, Panchasayar, Ps, Patuli, Kolkata- 700094 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) HASIM SEKH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 23/03/2023. MOHAMMED HASIM and HASIM SEKH both are same and one identical person.

**Name Change**
I, ASHOK KARMOKAR (old name) S/o KALACHAND KARMAKAR resident of RAGHUNATHPUR, PO- KHANTURA, PS- GOBARDANGA, NORTH 24 PGS- 743252 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ASHOK KARMAKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 23/03/2023. ASHOK KARMOKAR and ASHOK KARMAKAR both are same and one identical person.

**Name Change**
I, Aminuddin Gazi @ Aminaddin Gazi S/o Mochharali Gazi resident of Vill. - Mahishpukur, P.O.- Chakpatli, P.S. - Hasnabad, Dist.- North 24 Parganas, West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my son's actual name ABU ANAS GAZI instead of ABU ANES GAZI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Basirhat, North 24 Parganas on 20/03/2023. ABU ANAS GAZI and ABU ANES GAZI both are same and one identical person.

**Name Change**
I, KULSUM BIBI WIFE OF AMINUDDIN GAZI RESIDENT OF VILL.- MAHISHPUKUR, P.O. - CHAKPATLI, P.S.- HASNABAD, DIST. - NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL - 743426, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS "KULCHUM GAZI"; VIDE AN AFFIDAVIT BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS ON 20/03/2023 .

**Name Change**
I, MST SETARA KHATUN W/o- MD NAJMAY ALAM, Residing at Vill - Ramchandrapur, Post- Kadamtala, Ps- Pukuria, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. That my Daughter name SABNAM PARVIN is wrongly recorded in my Daughter Passport No- R2203535. Shall henceforth be known as SABNAM AKTAR. That my Daughter name SABNAM AKTAR and SABNAM PARVIN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**
I, MD MOZAMMEL HOQUE S/o- SOLIMUDDIN AHAMMED, Residing at Vill - Pipaltala, Post- Dallugram, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. That my father name SALIMUDDIN is wrongly recorded in my Passport No- K1467289. Shall henceforth be known as SOLIMUDDIN AHAMMED. That my Father name SOLIMUDDIN AHAMMED and SALIMUDDIN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**
I, MECHHER ALI WARISH ALI is wrongly recorded in my Son's Passport. S/o- WARISH ALI. Residing at Vill - Katlamari, Post- Katlamari, Ps- Raninagar, Dist- Murshidabad, Pin- 742308, West Bengal. Shall henceforth be known as MECHER ALI. That my name MECHER ALI and MECHHER ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**
I, MARFOT SK is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- AOWRIA SEKH. Residing at Vill - Bagmara, Post- Bhattabati, Ps- Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin- 742149, West Bengal. Shall henceforth be known as MARFAT SK. That my name MARFAT SK and MARFOT SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**
I, ABDUR RASHID is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- KUMARADDIN MONDAL. Residing at Vill - Panchkhela, Post- Plassey, Ps- Kaliganj, Dist- Nadia, Pin- 741156, West Bengal. Shall henceforth be known as ABDUR RASID MONDAL. That my name ABDUR RASID MONDAL and ABDUR RASHID is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**
I, MOSAMMAT SETARA KHATUN and SETARA KHATOON is wrongly recorded in my Daughter Passport No- R2203535 and My Husband Passport No- K0505484. W/o- MD NAJMAY ALAM. Residing at Vill - Ramchandrapur, Post- Kadamtala, Ps- Pukuria, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Shall henceforth be known as MST SETARA KHATUN. That my name MST SETARA KHATUN and MOSAMMAT SETARA KHATUN and SETARA KHATOON is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**
I, MOHASIN ALI is wrongly recorded in my Passport. S/o- MECHER ALI. Residing at Vill - Katlamari, Post- Katlamari, Ps- Raninagar, Dist- Murshidabad, Pin- 742308, West Bengal. Shall henceforth be known as MAHASIN ALI. That my name MAHASIN ALI and MOHASIN ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**
I, SAHADOT MOLLA S/o- SHERFUL MOLLA is wrongly recorded in my Passport No- M2946887. Residing at Vill - Soluadanga Road, Post- Chumrigachhi, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742134, West Bengal. Shall henceforth be known as MD SAHADOT MOLLA S/o- MD SHERFUL MOLLA. That my name MD SAHADOT MOLLA and SAHADOT MOLLA and that my father anme is MD SHERFUL MOLLA and SHERFUL MOLLA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**
I, SAHABUL ANSARI SEKH ALIAS SAHABUL ANSARI S/O HAFIZUDDIN SEKH R/O KUMRUL, PO- BIUR, BANKURA- 722205 SHALL HENCE FORTH BE KNOWN AS SAHABUL SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/03/2023.

**Name Change**
I, DILIP KUMAR HALDAR is wrongly recorded in my School Certificate. S/o- RAJKUMAR HALDAR. Residing at Vill - Paikmari, Post- Paikmari, Ps- Domkal, Dist- Murshidabad, Pin- 742303, West Bengal. Shall henceforth be known as DILIP HALDAR. That my name DILIP HALDAR and DILIP KUMAR HALDAR is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**
I, MOJAMMEL is wrongly recorded in my Passport No- K1467289. S/o- SOLIMUDDIN AHAMMED. Residing at Vill - Pipaltala, Post- Dallugram, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Shall henceforth be known as MD MOZAMMEL HOQUE. That my name MD MOZAMMEL HOQUE and MOJAMMEL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**
I, POULAMI BANERJEE (old name) D/o PRAN KRISHNA ACHARJEE resident of B-135/304, SP Sukhobrishti, Action Area-III, New Town, North 24 Parganas, Pin-700135 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) POLAMI BANERJEE ACHARJEE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 23/03/2023. POULAMI BANERJEE and POLAMI BANERJEE ACHARJEE both are same and one identical person.

**Name Change**
I, BANDITA BISWAS is wrongly recorded in my Passport No- J9600941. S/o- SANDIP BISWAS. Residing at Vill - Biswasbhavan Tulshipara, Post- Raiganj, Ps- Raiganj, Dist- Uttardinajpur, Pin- 733134, West Bengal. Shall henceforth be known as BANDITA SARKAR BISWAS. That my name BANDITA SARKAR BISWAS and BANDITA BISWAS is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**
I, MD MASARUL SHAIKH is wrongly recorded in my Passport No- K8128368. S/o- MD MURSHALIM SHAIKH. Residing at Vill - Sahajadpur, Post- Sahajadpur, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742187, West Bengal. Shall henceforth be known as MASARUL SK. That my name MASARUL SK and MD MASARUL SHAIKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**
I, MOUSUMI DE is wrongly recorded in my Daughter School Admission Card. W/o- ARNAB DE. Residing at Vill - Bandh Road Golapatty, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Shall henceforth be known as MOUSUMI BHATTACHARYYA DE. That my name MOUSUMI BHATTACHARYYA DE and MOUSUMI DE is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

**Name Change**
I, BASUDEV GHOSH is wrongly recorded in my School Certificate. S/o- HARAN CHANDRA GHOSH. Residing at Vill - Gandharajpur, Post- Rahamatpur, Ps- Murutia, Dist- Nadia, Pin- 741165, West Bengal. Shall henceforth be known as BASUDEB GHOSH. That my name BASUDEB GHOSH and BASUDEV GHOSH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

# পাচারের আগে উদ্ধার হল ১০ কিলো গাঁজা

দুরন্ত বার্তা, জামুড়িয়া, ২৩ মার্চ ঃ জামুড়িয়া থানার শ্রীপুর ফাঁড়ির পুলিশ বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বেনালি মোড়ের কাছে একটি মোটর বাইকে করে পাচারের আগেই প্রায় সাড়ে ১০ কিলো গাঁজা পাচারের সময় পাচারকারীদের ধরে ফেলল হাতেনাতে। এদিন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধরে ফেলে ২ অভিযুক্তকে। এই ঘটনায় জোর তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। কোথা থেকে কিভাবে তারা এই গাঁজা নিয়ে এসে পাচারের উদ্দেশ্য জড়ো করেছিল, তার খোঁজেও চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। জানা গেছে, ঝাড়খণ্ডের মগমা এলাকার নিরশা থানা অঞ্চলের উত্তম বাউরী নামের এই ব্যক্তি জামুড়িয়া কুয়ো মোড় এলাকার বাসিন্দা সুনীল সিংকে, বাইকে করে এই গাঁজা সরবরাহের জন্য বেনালি মোড় এলাকায় আসছিল। পুলিশ গোপন সূত্রে এই খবর সংগ্রহ করে সাদা পোশাকে এই বিষয়ে নজর রাখতেই মিললো বড় সফলতা। এদিন রানীগঞ্জ সার্কেলের সার্কেল ইন্সপেক্টর সুশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপুর ফাঁড়ির আইসি শেখ রিয়াজউদ্দিন, শ্রীপুর ফাঁড়ির সেকেন্ড অফিসার দয়াময় মুখার্জি, ও সাব ইন্সপেক্টর অভিজিৎ সিংহ রায় একযোগে এই গাঁজা পাচারকারীকে অতর্কিতে ঘিরে ধরলে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে গাঁজা। তাদের সঙ্গে থাকা একটি স্কুল ব্যাগের মধ্যে থেকে প্রায় সাড়ে ১০ কিলো গাঁজা, নগদ ৫০০০০ টাকা, দুটি মোবাইল ও সঙ্গে থাকা মোটরবাইক আটক করে পুলিশ। এদিন কোথা থেকে কিভাবে তারা এই বিশাল পরিমাণ গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছিল, তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

# শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয় দখলে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ ঃ শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ের দখল নেওয়াকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে বিবাদে জড়াল বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস। শিলিগুড়ি পুরনিগমের চেয়ারম্যান তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা প্রতুল চক্রবর্তীকে হেনস্থার অভিযোগ উঠল বিজেপি নেতা বিকাশ সরকারের বিরুদ্ধে। নেপথ্যে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, ওয়ার্ড কমিটির কাজের সুবিধার জন্য কংগ্রেসের থেকে চার বছরের জন্য ওই কার্যালয়টি নেওয়া হয়েছে চুক্তিপত্রে সই করে। যদিও বিজেপি নেতা বিকাশ সরকারের দাবি, সেটি কোনও দলীয় কার্যালয় নয়। ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় শিলিগুড়ির ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে। ঘটস্থালে শিলিগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে খবর, চুক্তিপত্রে সই করে চার বছরের জন্য কংগ্রেসের থেকে একটি দলীয় কার্যালয় নিজেদের ব্যবহারের জন্য নেয় ২৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি। সেই চুক্তি মোতাবেক এদিন সকালে স্থানীয় কাউন্সিলর তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা ওই কার্যালয়ের তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন। যদিও সেসময় বাধা দেন বিজেপি নেতা বিকাশ সরকার বলে অভিযোগ। প্রতিরোধ গড়তেই শুরু হয় বিবাদ। ঘটনার খবর পেতেই পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। পৌঁছায় র‍্যাফও। পরে কিছু সময় বাদে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। অন্যদিকে মেয়র তথা তৃণমূল নেতা গৌতম দেব ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফের একবার তালা খুলে ওই দলীয় কার্যালয়ের ভেতরে প্রবেশ করেন।

# গঙ্গায় মাছ ধরলে দিতে হবে কর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ মার্চ ঃ গঙ্গানদীর তীরে বড় সাইনবোর্ড। তাতে স্পষ্ট ফরমান-নদী থেকে মাছ ধরলে দিতে হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর! উল্লেখ রয়েছে করের পরিমাণও। মাছের দামের সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিলেই মাছ ধরা যাবে নদী থেকে। অভিযোগ, কলকাতা হাইকোর্ট ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গঙ্গানদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহকারী স্থানীয়দের কাছে বেআইনি টাকা তোলা চলছেই। আর এই তোলা দিতে অস্বীকার করলেই তোলাবাজদের চোখরাঙানি, পাশাপাশি মাছ ধরার জাল কেটে নেওয়ার মতো শাস্তি। দাবি, যে পরিমাণ মাছ ধরা পড়বে তার বাজারমূল্যের ২০ শতাংশ তোলা দিতে হবে। একেবারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নামাঙ্কিত বোর্ড টাঙিয়ে টাকা আদায় হচ্ছে মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে। মোথাবাড়ি ধীবর সমবায় সমিতি লিমিটেডের বিরুদ্ধে তোলাবাজির এই অভিযোগ উঠেছে। মানিকচক বিধানসভার বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্র বলেন, এমন কোনও সিদ্ধান্ত প্রশাসন থেকে নেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীও নদী থেকে মাছ ধরার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের জলকর মকুব করেছেন। তার পরেও কেন এমন হচ্ছে, তা প্রশাসনকে জানাব। ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন তিনি। ২০১৫ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, গঙ্গায় মাছ ধরার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের কোনও কর দিতে হবে না। একই নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টও। কিন্তু অভিযোগ, সরকারি এই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গত আট বছর ধরে চলছে তোলাবাজি। মানিকচকের নারায়ণপুরের মৎস্যজীবী বুলবুল চৌধুরী জানান, আমরা গঙ্গা নদীতে প্রায় সাত হাজার টাকার মাছ ধরেছিলাম। মাছ নিয়ে ঘাটে আসতেই তোলাবাজদের মাস্তানরা টাকা চাইল। টাকা দিতে অস্বীকার করলে আমাদের সমস্ত মাছ ও জাল ওরা কেড়ে নেয় এবং ১৪০০ টাকা দাবি করে। শেষমেষ ১২০০ টাকা দিয়ে ওদের কাছ থেকে মাছ ও জাল ছাড়ানো যায়। তাই আমরা সমস্ত মৎস্যজীবীরা একত্রিত হয়ে মানিকচক থানায় ও জেলাশাসকের কাছে তোলাবাজদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছি। অন্য এক মৎস্যজীবী সতীশ চৌধুরী জানান, তোলাবাজদের ভয়ে গঙ্গানদীতে মাছ ধরতে পারছি না। বিপন্ন আমাদের জীবিকা। মোথাবাড়ি ধীবর সমবায় সমিতির লিমিটেডের কর্ণধার পঞ্চানন মাহাতো ফোনে অবশ্য উল্টো কথা জানান। তিনি বলেন, সরকারি নিলামে তিনি ১১ লক্ষ ৫১ হাজার ৯৯৯ টাকা প্রতিবছর হিসেবে লিজ নিয়েছেন তিনি। সাতবছরের জন্য এই লিজ। ২০২০ সালে দরপত্র করে এই লিজ তাঁকে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাছে জলকর আদায়ের বৈধ কাগজও আছে। সেই অনুযায়ী তাঁরা মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে জলকর নেন। তবে, ২০ শতাংশ তোলা আদায়ের অভিযোগ অস্বীকার করেন পঞ্চানন মাহাতো। তাঁর দাবি, ৫ শতাংশ হারে মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে জলকর নেওয়া হচ্ছে। যদি আমাদের জলকর বাতিল হয় তবে বাতিলের শংসাপত্র দিক প্রশাসন এবং লিজের সমস্ত টাকা ফেরত দিক। এমন ঘটলে আমরাও জলকর নেওয়া বন্ধ করব। এই বিষয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিজেপি নেতা গৌরচন্দ্র মণ্ডল। তাঁর দাবি, সরকার নির্দেশ দিয়েছে গঙ্গা নদী থেকে মাছ ধরলে মৎস্যজীবীদের কোনও কর দিতে হবে না। তা সত্ত্বেও তোলাবাজ মস্তানবাহিনী চড়া হারে তোলা তুলছে। তোলাবাজদের মাথায় তৃণমূলের বড় সারির নেতাদের হাত রয়েছে বলেই সরকারি নির্দেশকে অমান্য করে তাদের পক্ষে তোলা আদায় করা সম্ভব হচ্ছে।

## বিজেপির রাজ্য নেতাদের পুর্নর্বিবেচনার আর্জি শ্যামলের

# অভিষেকের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করার জল্পনা বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৩ মার্চঃ গতকালই দল থেকে শ্যামল রায়কে বহিস্কার করেছিল বিজেপির রাজ্য শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি। তাকে শোকজ নোটিশ ও বহিস্কারের পদ্ধতির কথা তুলে ধরে দলের নীতি নির্ধারণ কমিটির টেকনিক্যালি ভুল নিয়ে সরব হয়েও বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের পুনঃর্বিবেচনার আর্জি জানালেন বিজেপি থেকে বহিস্কৃত শ্যামল রায়। উল্লেখ্য পদ থেকে ইস্তফার দেওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বিজেপি নেতা শ্যামল রায়কে দল থেকে বহিস্কার করে রাজ্য বিজেপির শৃঙ্খলরক্ষা কমিটি। দলের এই কঠোর সিদ্ধান্তের পিছনে জেলা বিজেপি নেতৃত্বের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন বর্ধমান সদর জেলা বিজেপির প্রাক্তন জেলা সহ-সভাপতি শ্যামল রায়। দল থেকে বহিস্কারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্যামল রায় বলেন, ২১ মার্চ তিনি বিজেপির জেলা কমিটি থেকে ইস্তফা দেন এবং ২২ মার্চ আমায় দল থেকে বহিস্কার করা হয়। জেলা কমিটি কিছু নেতার চক্রান্তের এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। দল আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও আমি দলের নীতির সঙ্গে আছি ও থাকবো। বিজেপি সূত্রের খবর, শ্যামল রায়কে ২৪ ফ্রেরুয়ারি দল বিরোধী কাজে যুক্ত থাকার বিষয়ে শোকজ নোটিস দিয়েছিল রাজ্য বিজেপির শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। সেই নোটিসের সঠিক উত্তর তার কাছে নেই এবং দল তাকে বহিষ্কার করতে পারে এই আশঙ্কায় জেলা সভাপতি ও সাংসদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে ইস্তফা দিয়ে দেয় শ্যামল রায়। এই বিষয়ে শ্যামল রায় বলেন, তিনি শোকজ নোটিসের বিষয়ে কিছুই জানতেন না। নোটিসটি রাজ্য নেতৃত্ব দিলেও তিনি তা পেয়েছেন ২২মার্চ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যেমের কাছ থেকে বলে দাবী করেন শ্যামল বাবু। তিনি আরো দাবী করেন, ফ্রেরুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন দলীয় কার্যক্রমে তিনি যোগ দিয়েছিলেন, তাতে সরকারি অনুষ্ঠানও ছিল। কিন্তু জেলা সভাপতি থেকে সাংসদ তাকে কার্যক্রমে যোগ দিতে বাধা দেননি। এর পরিষ্কার অর্থ হঠাৎ করেই আমায় দল থেকে বহিস্কার করার একটা চক্রান্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডা, কেন্দ্রীয় নেতা অরুণ সিং সহ রাজ্য নেতৃত্বের কাছে বহিস্কারের সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানাবেন বলেও জানিয়েছেন শ্যামল রায়। এদিকে এই দিনই আরও চারজন বুথস্তরের বিজেপি পদাধিকারী তাদের পদ থেকে ইস্তফা দেন। তাদের বক্তব্য ভোট পরবর্তী হিংসায় তারা বিজেপির রাজ্য নেতা ও জেলা সভাপতির কোন রকম সাহায্য পান নি। তাই দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারা পদ থেকে পদত্যাগ করলেও দল ছাড়ছেন না এখনি। এদিকে বুধবার থেকেই শ্যামল রায়ের সাথে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের একটি ফটো ভাইরাল হয়ে যায়। জল্পনা ওঠে স্বপন দেবনাথের হাত দিয়ে শ্যামল রায় তৃণমূলে যোগদান করছেন। যদিও এই ছবি ২০১৯ সালের একটি পুজো কমিটির সভাপতি থাকাকালীন তোলা হয়েছিল বলে দাবী করে শ্যামল রায় তৃণমূলে যোগদানের বিষয়টি উড়িয়ে দেন। তবে আর একটি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে এপ্রিলের ১৬ তারিখে বর্ধমানে আসা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে শ্যামলের যোগদান শুধু সময়ের অপেক্ষা। ওই সূত্রের দাবী শ্যামলের সাথে তৃণমূলের যোগাযোগ বহুদিন ধরেই ছিল। এই খবর ছিল রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। তাই তারা ধীরে ধীরে শ্যামলের ডানা ছাঁটতে শুরু করেন এবং শেষে তাকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়। বিজেপির একটি সূত্র দাবী করছে চিত্রপট আগে থেকেই সাজানো ছিল, বহিস্কৃত হয়ে শ্যামলের তৃণমূলে যোগদানের রাস্তা সম্পূর্ন খুলে গেল।

# রাস্তাশ্রী প্রকল্প উদ্বোধনের অপেক্ষায়

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৩ মার্চ ঃ আগামী ২৮ মার্চ রাস্তাশ্রী প্রকল্পে রাজ্যজুড়ে প্রায় ৩২০০ অঞ্চলে প্রায় ১২০০০ কিমি নতুন রাস্তার কাজের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই তালিকায় আলিপুরদুয়ারের বেশকিছু রাস্তা রয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলায় মোট ১২৮টি রাস্তার ওইদিন কাজ শুরু হবে। রাস্তাশ্রী প্রকল্প নিয়ে জেলায় তৃণমূল নেতাদের প্রস্তুতি তুঙ্গে। এই উদ্বোধন 'লোক দেখানো' বলেই তোপ বিজেপির। রাস্তাশ্রী প্রকল্পে আলিপুরদুয়ার জেলার প্রায় প্রতি অঞ্চলেই দুটো করে রাস্তা রয়েছে। প্রতিটি ব্লকের অন্তর্গত যে যে অঞ্চলে নতুন রাস্তা অনুমোদন হয়েছে, সেই জায়গাগুলোতে রাজ্য সরকারের তরফে একটি উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে ওইদিন। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই রাস্তাগুলোকে হাতিয়ার করে এই অনুষ্ঠান থেকেই ভোটের প্রচারের প্রস্তুতি করতে চাইছে জেলা তৃণমূল। এই নিয়ে অঞ্চলে অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছে দলের বার্তাও। এলাকার নতুন রাস্তার প্রচারে সব জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হবে। এবিষয়ে জেলা তৃণমূল সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, রাস্তার কাজ যেখানে শুরু হবে সেখানে, এলাকার সব নেতাদের থাকতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এত পরিমাণ টাকা আটকে রাখার পরও রাজ্য সরকার যেভাবে এতগুলো রাস্তার কাজ করছে, অবশ্যই সেটার প্রচার হবে। যদিও এতে তৃণমূলের খুব বেশি একটা লাভ হবে না বলে বক্তব্য রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপির। এই উদ্বোধন 'লোক দেখানো' বলেই বক্তব্য জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সাধন সাহার। তিনি বলেন, যে জায়গায় দুর্নীতি সে জায়গাতেই তৃণমূল। এইসব নাম বদলানো প্রকল্প। এতদিন রাস্তার কাজ না করে, ভোটের আগে এখন লোক দেখানো কাজ হবে। এসবকে পাত্তা না দিয়ে তৃণমূল থেকে অঞ্চলে অঞ্চলে চলছে ২৮ মার্চের প্রস্তুতি। জেলা তৃণমূল থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, দলীয় লোগো দিয়ে ব্যানার বানাতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর একটি বড় ছবি, তৃণমূলের লোগো এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বার্তা লেখা থাকবে। তবে সেটা সরকারি ব্যানার থেকে আলাদা হতে হবে। রাস্তার বিবরণও ব্যানারে থাকবে। যে রাস্তার অনুমোদন হয়েছে সেখানে দলীয় পতাকা এবং কমপক্ষে ২৫টি দলীয় ব্যানার রাখতে হবে।

# ঝাড়গ্রামে হাতির হামলা রুখতে স্মারকলিপি প্রদান

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৩ মার্চ ঃ ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে হাতির হামলায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি করছে হাতির দল। যার ফলে সমস্যায় পড়েছেন ঝাড়গ্রাম জেলার বাসিন্দারা। তাই বৃহস্পতিবার জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার পক্ষ থেকে আট দফা দাবি নিয়ে ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক সুনীল আগরওয়ালের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধিমূলক ওই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার নেতা অশোক মাহাতো সহ সংগঠনের নেতৃত্বরা। ডেপুটেশন দেওয়ার পর জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার নেতা অশোক মাহাতো বলেন, জঙ্গলমহল জুড়ে হাতির হামলায় প্রায় প্রতিনিয়ত প্রাণহানির ঘটনা যেমন ঘটছে, তেমনি প্রতিদিন ঘর বাড়ি ও ফসলের ক্ষতি করছে হাতির দল। তাই হাতি ও মানব রক্ষার দাবিতে এবং হাতির হামলায় মৃতদের পরিবারবর্গকে চাকরি দেওয়ার দাবিতে, হাতির দল যাদের ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি করছে বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে এবং হাতিকে রক্ষা করার দাবি সহ আট দফা দাবিদাওয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়েছে। জেলাশাসক তাদের দাবিগুলির সাথে সহমত পোষণ করেছেন এবং তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানাবেন বলে জানান। সেই সঙ্গে ডেপুটেশনের কপি তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেইসঙ্গে তিনি বলেন যদি প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে আগামী দিনে ঝাড়গ্রাম জেলার প্রতিটি বন দফতরের কার্যালয় ঘেরাও করে হুড়কাজাম কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। তার জন্য দায়ী থাকবে প্রশাসন। কারণ হাতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব প্রশাসনের এবং মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব প্রশাসনের। তাই প্রশাসন চুপ করে বসে থাকলে আমরা জঙ্গলমহল জুড়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

# আত্মবলিদান দিবস

দুরন্ত বার্তা, বামনগোলা, ২৩ মার্চ ঃ বীর শহিদের আত্মবলিদান দিবস পালন করল আরএসপি। ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি হয়েছিল বিপ্লবী ভগত সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের। আরএসপি'র বামনগোলা জোনাল কমিটির তরফে এদিন পাকুয়াহাটে তিন শহিদের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন আরএসপি'র রাজ্য কমিটির সদস্য সাকিরুদ্দিন সরকার, আরওয়াইএফ-এর জেলা সভাপতি সুশীল মার্ডি, আরওয়াইএফ-এর বামনগোলা ব্লক সম্পাদক ও জেলা কমিটির সদস্য আকতার আলি। আরএসপি'র রাজ্য কমিটির সদস্য সাকিরুদ্দিন সরকার বলেন, ভারত মাতার তিন মহান সন্তান ভগত সিং, রাজগুরু এবং শুকদেবের ফাঁসি হয়েছিল আজকের দিনে। তিন বিপ্লবীর ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। দাবি তোলা হয় সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষা করা, বেকারদের কর্মসংস্থান করা।

# অসুস্থ বানিরুল সেখের পাশে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৩ মার্চ ঃ স্বজনহারা অসুস্থ বানিরুল সেখের পাশে সেই তৃণমূল, বিজেপি কোথায়? প্রশ্ন বগটুই গ্রামের বাসিন্দাদের। বুধবার গভীর রাতে অসুস্থ বোধ করেন স্বজনহারা পরিবারের মেজো ভাই বানিরুল সেখ। গরমে তাঁর বমি বমি ভাব হচ্ছিল, মাথা ঘুরছিল। বানিরুল সেখের ছেলে কিরণ সেখ সাহায্য চেয়ে ফোন করেন রামপুরহাট এক ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মিকে। তিনি সমস্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছুটে যান হাসপাতালে। কিরণ সেখ বলেন, আমি জিম্মি চাচাকে ফোন করে বলি চাচা বেড পাচ্ছি না। তিনি হাসপাতালে ছুটে আসেন। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেন। সব জায়গায় ফোন করেন ও বেডের ব্যবস্থা করে দেন। এমএসভিপি পলাশ দাস নিজে ফোন করেন। খোঁজ খবর নেন। চিকিৎসকরা ভালো দেখাশোনা করেন। এখন আব্বা সুস্থ। বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। কিরণ সেখকে জিজ্ঞাসা করি, বিজেপির কেউ এসেছিল কিনা? তিনি জানান, না। কাউকে জানাই নি। জানা গেছে, এই বানিরুল সেখ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের বাড়িতে ঢুকতে দিতে বাধা দেন। জিম্মি সাহেব বলেন, আশিসদা আমাদের সবার নেতা। তাঁকে অপমান মানে আমাদের সকলের অপমান। তবে বিজেপির উস্কানিতে হয়েছে। ওরা একদিন ঠিকই বুঝতে পারবেন। কারণ প্রকৃত বন্ধুকে চিনে নিতে হয় ঠিক সময়ে। মিহিলাল সেখ জানান, শহীদ স্মরণের দিন বিজেপির মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার পর তৃণমূলের কেউ যোগাযোগ করে নি। জিম্মিদাও যোগাযোগ করেন নি। তবে বিপদের দিনে পাশে থাকায় খুশি স্বজনহারা পরিবার। বোঝা যাচ্ছে বিজেপি নেতা বগটুইয়ে এসে যতই ঘটা করে শহীদ স্মরণ করুক বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মির উপরেই ভরসা বগটুই কাণ্ডে স্বজনহারাদের। বিপদের দিনে বিজেপির কোনো নেতা পাশে থাকে না। পাশে থাকে সেই জিম্মিই।

# সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত বৃদ্ধা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৩ মার্চ ঃ সামনেই পঞ্চায়েত ভোট আসছে, আর এই ভোটের মুখেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সমস্ত রকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত বর্ধমান ১ নং পঞ্চায়েত এলাকার ঘোষাল পরিবার। দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের রায়ান ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নারায়ণদীঘি ক্যানেল পাড় এলাকার মানুষ। বৃহস্পতিবার সেরকমই অভিযোগ উঠে এলো এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে। জনসাধারণের জন্য সরকার বিভিন্ন রকম জনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সেইসব প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকদের। সরকার আসে, সরকার যায়। সরকারের পরিবর্তন হয় রাজনৈতিক দল বিচারে। কিন্তু ভাগ্য ফেরে নি রায়ান ১ নং পঞ্চায়েতের ঘোষাল পরিবারের। প্রায় ৪০ বছর ধরে বসবাসকারী ঘোষাল পরিবারে অসহায় বিধবা বৃদ্ধা জানাচ্ছেন বহু কষ্টে দিনযাপন করতে হচ্ছে তাকে। অনেকবার বলার পরও কোনরকম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। মেয়ে লোকের বাড়িতে কাজ করে। ছেলে দিনমজুর। এই অবস্থায় দু'বেলা দুমুঠো আহার ঠিকমতো জোটে না। বিদ্যুৎহীন ঘরে অন্ধকার এই কাটাতে হচ্ছে তাদের। নেই লক্ষীর ভান্ডার। নেই স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড, রেশন কার্ড, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা। সরকারি সুবিধা কিছুই পাচ্ছেন না তারা। শুধু শুনেই যাচ্ছেন গরীবের জন্য সরকার অনেক প্রকল্প করেছে। বাড়িঘর, খাদ্য, স্বাস্থ্য, সব বিষয়েরই রয়েছে প্রকল্প। কিন্তু তারা যেন এই সব পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন নি। যাদের বাড়ি আছে, তাদের ফের বিনা পয়সায় বাড়ি হল।অথচ তার মাটির ঘরটি ভেঙে পড়তে পারে যে কোন দিন! এই অবস্থার মধ্যে রয়েছে গোটা পরিবার। সামনেই পঞ্চায়েতের নির্বাচন নাগরিক পরিষেবা যদি এই ধরনের হয়, মানুষকে ভোট দেওয়ার আগে তো চিন্তা করতেই হবে।

# নানুরে ফের বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নানুর, ২৩ মার্চ ঃ বীরভূমের নানুর থানার মড্ডা গ্রামে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে একটি পাত্রে প্রায় ২৫ টি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। বাসাপাড়া এলাকার মড্ডা গ্রামের এক পরিত্যক্ত বাড়ির পরিত্যক্ত কক্ষের জঞ্জাল থেকে উদ্ধার হল এক ড্রাম বোমা, আর ওই ড্রামে গোটা পাঁচিশেক বোমা আছে বলেও অনুমান করা হচ্ছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার পুলিশ উদ্ধার করেছে এই বোমা। এদিকে ইতিমধ্যেই খবর দেওয়া হয়েছে বোম স্কোয়াডকে।

# জেল হেফাজত

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ২৩ মার্চ ঃ নাবালক ছেলের সঙ্গে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে নবদ্বীপ শহরের বড়ালঘাট এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পক্সো আইনের ৪ ও ৮ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করে কৃষ্ণনগর বিশেষ আদালতে পাঠায় পুলিশ। সেখানে আদালতের বিচারক অভিযুক্তকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, মন্দির নগরী মায়াপুর এলাকার বাসিন্দা অভিযুক্ত তার নাবালক ছেলেকে গত ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি যৌন নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। এও জানতে পারা যায়, সেই সময় অভিযুক্তের স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন না। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অভিযুক্ত তার বছর ১৪-র নাবালক ছেলের সঙ্গে কুকীর্তি করে। পরে বিষয়টি জানাজানি হতেই অভিযুক্ত তার নাবালক ছেলে এবং স্ত্রীকে বিষয়টি যাতে কেউ না জানাতে পারে, তার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করেন। এমনই অভিযোগ তুলেছেন তার স্ত্রী। বুধবার অভিযুক্তের স্ত্রী নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতেই তদন্তে নেমে পুলিশ সন্ধ্যা নাগাদ গ্রেফতার করে অভিযুক্তকে।

# নিখোঁজ পরীক্ষার্থী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৩ মার্চ ঃ বাড়িতে চিঠিও লিখে নিখোঁজ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী! থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন পরিবারের লোকেরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমান ভাতারে। জানা গিয়েছে, নিখোঁজ ছাত্রের নাম অর্ঘ্য কমল সাঁই। বাড়ি, ভাতারের তুলসীডাঙ্গায় এলাকায়। স্থানীয় বলগোনা হাইস্কুল থেকে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে অর্ঘ্য। এদিন ভোররাত থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাঁকে। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, রাতে দাদুর সঙ্গে শুয়েছিল অর্ঘ্য। ঘড়িতে তখন ৩টে। শেষবার বিছানা থেকে ওঠে যায় সে। প্রথমে বিষয়টিকে তেমন আমল দেননি অর্ঘ্যের দাদু। ভেবেছিলেন, নাতি হয়তো শৌচাগারে গিয়েছে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলেও আর বিছানায় ফেরেনি ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী! খোঁজাখুজি করেও সন্ধান মেলেনি। এমনকী, অর্ঘ্যের মোবাইল ফোনটিও নাকি সুইচড অফ! এদিকে বাড়িতে একটি বাড়িতে একটি ইংরেজিতে লেখা চিঠি পাওয়া গিয়েছে। অর্ঘ্য লিখেছে, আমার খোঁজ কর না। আমি আর বাড়ি ফিরব না। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

# দিদির সুরক্ষা কবচ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ মার্চ ঃ মুম্বাইয়ে ১০ লক্ষ টাকার চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দিয়ে। গ্রামে দিদির সুরক্ষা কবচ অনুষ্ঠানে দাবি জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মন্ডলঘাট অঞ্চলে দিদির সুরক্ষা কবচ অনুষ্ঠানে যান জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব, যার মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নূরজাহান বেগম সহ চন্দন ভৌমিক। দিদির সুরক্ষা কবচ অনুষ্ঠানে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধে কেমন পাচ্ছেন গ্রামবাসীরা খোঁজ নেন তারা। এরপরেই গ্রামবাসীদের সঙ্গে দুপুরের আহারও করেন। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের ঠিক আগের মুহূর্তে গ্রামে-গঞ্জে রাজ্যজুড়ে চলা দুর্নীতির ব্যাপারে কি বলছেন সাধারণ মানুষ, এমনটা জানতে চাইলে জেলার প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি চন্দন ভৌমিক বলেন, এই ব্যাপারে শুধু মাত্র সুবিধে ভোগীদের একটি অংশ আলোচনায় ব্যস্ত। গ্রামে এর কোনো প্রভাব নেই, উল্টে চন্দন বাবু দাবি করেন মন্ডলঘাট গ্রামের এক ব্যাবসায়ী জানিয়েছেন দিদির স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দিয়ে মুম্বাইয়ের টাটা ক্যান্সার হাসপাতালে ১০ লক্ষ টাকার চিকিৎসার সুযোগ তিনি পেয়েছেন।

# রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে ঘিরে 'চোর' স্লোগান

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ মার্চ ঃ এবার রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কোচবিহারের পুরপ্রধান রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে উদ্দেশ্য করে উঠল 'চোর চোর' স্লোগান। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়ি থেকে পুরসভা ভবন যাওয়ার পথে কোচবিহার শহরে নিজের ওয়ার্ডে স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। এমনকী পুরপ্রধানের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। পুরসভায় পৌঁছে রবি ঘোষের দাবি, এর পিছনে অসামাজিক শক্তি রয়েছে। এদিন দুপুরে গাড়ি করে বাড়ি থেকে কোচবিহার পুরসভায় যাচ্ছিলেন রবিবাবু। পথে নিজের ওয়ার্ডেই এসিডিসি ক্লাবের সামনে তাঁর গাড়ি দাঁড় করান কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁদের অভিযোগ, উন্নয়নের আশায় পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিলেন তাঁরা। যার ফলে পুরপ্রধান হয়েছেন রবিবাবু। কিন্তু পুরভোটের পর বছর ঘুরতে চললেও এলাকায় উন্নয়নের দেখা নেই। অভিযোগ শুনতে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন রবিবাবু। তখন তাঁকে ধাক্কা দিতে দেখা যায় কয়েকজনকে। এর পর ফের গাড়িতে উঠে পড়েন তিনি। তখন তাঁকে টেনে গাড়ি থেকে নামানোর চেষ্টা করেন কয়েকজন। সঙ্গে বলতে থাকেন, 'ভিখারি চেয়ারম্যান', 'চোর চোর'। গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রবিবাবুর পথ আটকাতে দেখা যায় কয়েকজনকে। এর পর নিরাপত্তারক্ষীদের সাহায্যে কোনওক্রমে এলাকা ছাড়েন তিনি। পৌরসভায় পৌঁছে সাংবাদিকদের রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, এটা কোনও বিক্ষোভ নয়। কিছু সমাজবিরোধীকে আমাকে হেনস্থা করতে পাঠানো হয়েছিল। এর পিছনে কারও হাত রয়েছে। এরা উন্নয়ন সহ্য করতে পারছে না। স্থানীয় বিজেপির তরফে অবশ্য দাবি করা হয়েছে এই বিক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্ত। জেলা বিজেপি সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, পুরসভা থেকে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোটা টাকা কর নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তারা পরিষেবা পাচ্ছেন না। সাধারণ মানুষও পুর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। এতদিন সন্ত্রাস কায়েম করে তৃণমূল সবার মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। এখন এদের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। তার ফলে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে।

**PWD (GOVT OF WB)**
**TENDER NOTICE**

Offline-tender work is hereby invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD,Room No 115, 1st Floor DF Block PurtaBhavan Sector-I, Saltlake Kolkata-700091. Name of Work-1. "Temporary installation of CCTV at helipad grounds, at Bolpur, Birbhum, in connection with ensuing visit of Hon'ble The President of India on 28.03.23 ." 2. "Temporary installation of CCTV at Roads from Helipad grounds to Melar math, at Bolpur, Shantiniketan in connection with ensuing visit of Hon'ble The President of India on 28.03.23 ." 3. "Temporary installation of CCTV at Amrokunjo, Convocation centre, at Bolpur , Birbhum, in connection with ensuing visit of Hon'ble The President of India on 28.03.23 ." 4. "Temporary installation of CCTV at Rathindra Atithi nivas, Rabindra Bhawan, Kala bhawan at Bolpur , Birbhum, in connection with ensuing visit of Hon'ble The President of India on 28.03.23 ." 5. "Temporary IT works for the state level program at Ratanpur more, Singur Hooghly on 28.03.23 in presence of VVIPes." 6. "Temporary installation of Public Address system & other IT works for etc. in connection with state level program in presence of VVIPes at Ratanpur more, Singur, Hooghly on 28.03.23." **Tender Ref No: WBPWD/EE/BIT/NIT-58 OF 2022-2023.** Bid Submission Closing Date: **25-03-2023 up to 01:00 P.M.**

**Sd/- EE,Bidhannagar IT Division, PWD**

**Office Of The Pradhan**
**GHATBERA- KEROWA GRAM PANCHAYAT**
**At:-Kumardih, P.O.:- Ghatbera P.S- Balarampur, Dist-Purulia,Pin-723153**
**Email- pradhanghatbera@gmail.com**
**Memo No:- 83/GKGP/2023, 84/GKGP/2023 Date:- 21/03/2023**
**NOTICE INVITING e-TENDER (2nd call)**

**Notice inviting e-Tender No-13/2022-23 /G.K.G.P & 14/G.K.G.P, Date:-21/03/2023** Of The Office Of The Pradhan Ghatbera Kerowa Gram Panchayat, Po:-Ghatbera,Dist:- Purulia invities Tender For total 9 (Nine) Nos. Scheme Under 15th F.C. in portal **www.wbtenders.gov.in Reference Tender ID: 2023_ZPHD_497024_1 & 2023_ZPHD_497025_1.** Date of Publishing Date **22/03/2023.** Last Date For Submission Of Application **30/03/2023 04.00 P.M.** Date Of Issue Of Tender Form **22/03/2023 to 30/03/2023.** Last Date of dropping of sealed Tender Form **30/03/2023 04:00 P.M.** Date Of Opening Of Tender **03/04/2023 11.00 am.**

**Sd/- Pradhan**
**Ghatbera- Kerowa Gram Panchayat**

**উত্তর মধ্য রেলওয়ে**

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কাজ), উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি আহ্বান করছেন সিলকরা ''ওপেন টেন্ডার'' অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত কাজের জন্য।

| কাজের নাম | ই-টেন্ডার নং. | আনুমানিক মূল্য | বায়না মূল্য |
|---|---|---|---|
| বৃন্দাবন লক্ষ্মীবাই- সিনিয়র এবং জুনিয়র ইনস্টিটিউট, টিআরডি ডিপো, এসওটি ডিপো ইত্যাদিতে উন্নয়ন কাজ। | জেএইচএস-ইঞ্জি-এইচকিউ ২০২৩-২৭ | ১৮০১২৬৩৭.০১ | ২৪০১০০.০০ |

**টেন্ডার বন্ধের তারিখ** ঃ ১৪.০৪.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা।
**সম্পাদনের তারিখ / মেয়াদ গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়া থেকে** ঃ ১২ মাস।
-টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে ১৪.০৪.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
-বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট- **www.ireps.gov.in**। **423/23(D)**

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

**OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH**
**E-TENDER NOTICE**
**wbtenders.gov.in**
Sealed tenders are invited from the bonafide/ reliable contractors vide **Notice no- : WBJBPURPS/NIT-208, Dated-22.03.23 (E-NIT).** Fund-MPLADS(1 NOS OF WORK)
&
**SD/-Executive officer**
**JB PUR Panchayet Samity**
**Munshirhat, Howrah**

**ABRIDGED TENDER NOTICE**

**NIT.NO.158 Memo No.206 Dated 23/03/2023**

The B.D.O & Executive Officer,Haldia Panchayat Samity invites tender from qualified bidders Construction of **Sapua AWC Primary (19345270323) plot no. 458/596, Mouza- Sapua (48) Khatian No.- 1003 Under Deulpota G.P within Haldia Development Block. Under B.D.O & Haldia Panchayat Samity** from the fund district Details may be accessed and dully responded through **htt://www.wbtenders.gov.in** from **23rd March, 2023 (Thursday ) at 17.00 hours to 06th April, 2023 (Thursday) upto 17-30 hours**

**Sd/- B.D.O & Executive Officer, Haldia Panchayat Samity**

**ABRIDGED TENDER NOTICE**

**NIT.NO.159 Memo No.210 Dated 23/03/2023**

The B.D.O & Executive Officer,Haldia Panchayat Samity invites tender from qualified bidders **Supply insttalation, Testing & commisioning of led mini mast light from Kalir Bazar at JL No.- 50 Plot No.- 1119 Under Baruttarhingly GP within Haldia Panchayat Samity. Under B.D.O & Haldia Panchayat Samity from the fund of BEUP.** Details may be accessed and dully responded through **htt://www.wbtenders.gov.in** from **24 March, 2023 (Friday) at 9.00 hours to 31-03-2023(Friday) 9.00 hours.**

**Sd/- B.D.O & Executive Officer, Haldia Panchayat Samity**

## গুজরাতের হার্দিক পরবর্তী অধিনায়ক গিল

**গান্ধীনগর, ২৩ মার্চঃ** গত মরসুমে হার্দিক পান্ডিয়াকে নেতা করে গুজরাত টাইটান্স। তার আগে পর্যন্ত হার্দিককে অধিনায়ক হিসাবে দেখা যায়নি। এ বার হার্দিক খেলতে নামবেন আইপিএলজয়ী অধিনায়ক হিসাবে। যদিও গুজরাত টাইটান্স পরবর্তী অধিনায়কও ভেবে রেখেছে। হার্দিক কখনও ব্যর্থ হলে বা দায়িত্ব ছাড়লে দলের ভার যেতে পারে শুভমন গিলের হাতে। ৩১ মার্চ থেকে আইপিএল শুরু হবে। প্রথম ম্যাচই গুজরাত টাইটান্সের। সেই ম্যাচের আগে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে গুজরাতের ক্রিকেট ডিরেক্টর বিক্রম সোলাঙ্কি জানালেন শুভমনকে নিয়ে দলের পরিকল্পনার কথা। ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছেন শুভমন। তিন ধরনের ক্রিকেটেই খেলছেন তিনি। বিক্রম বলেন, ‘‘শুভমনের মধ্যে সহজাত ভাবে নেতৃত্ব নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। ও দায়িত্ব নিতে পারে। আমার কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, কার নামের পাশে অধিনায়ক লেখা আছে। গত বছর থেকেই শুভমন দায়িত্ব নিয়ে খেলছে। পেশাদারিত্ব দেখাচ্ছে।’’ হার্দিকই এই বছর গুজরাতকে নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু আগামী দিনের জন্য তরুণ ওপেনারের উপর ভরসা রাখছে দল।

# স্টিফেনে আর আস্থা নেই ইস্টবেঙ্গলের

### সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হলেও ছাঁটাই

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মার্চঃ** বরাবর দায় এড়ানোর খেলা খেলেছেন। প্রেস মিট হলেই শোনা যেত, যত দোষ নাকি ফুটবলারদের। কে পারেননি, কেন পারছেন না, এ সবের অজুহাতই তুলে ধরতেন। অথচ কোচ নিজেকে দাঁড় করাননি কাঠগড়ায়। এই স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইনে আর আস্থা নেই ইস্টবেঙ্গলের। সুপার কাপে যদি ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়নও করান, তারপরও পরের মরসুমে রাখা হচ্ছে না স্টিফেনকে। বোর্ড মিটিংয়ে স্টিফেন বিদায়ে সিলমোহর পড়ে গেল। ডুরান্ড কাপ, আইএসএলে চরম ভরাডুবির পরও কেন যে তাঁকে সুপার কাপে রেখে দেওয়া হচ্ছে, এ নিয়ে লাল হলুদ জনতা বিক্ষোভ দেখাতে পারেন। দলের ব্যর্থতার জন্য কি শুধু ফুটবলাররাই দায়ী? কোচের প্রতিটি সাংবাদিক সম্মেলনে অবশ্য এমনটাই উঠে আসত। নতুন মরসুম, নতুন ভাবনা। দলে একাধিক পরিবর্তনের পাশাপাশি স্টিফেন বিদায়। বোর্ড মিটিংয়ের পর স্টিফেন বিদায়ের কথা নিশ্চিত করেন ইমামি কর্তা আদিত্য আগরওয়াল। তিনি বলেন, ‘‘প্লেয়ারদের একটা ভালো পরিবেশ দিতে চাই।’’ এরপরই কোচ প্রসঙ্গে নিশ্চিত করেন, ‘‘আমরা কোচ বদল করছি। নতুন কারও নাম এখনও ঠিক হয়নি। তাই আগে থেকে আর কিছু বলতে চাইছি না।’’

গত বছর দল গঠনের জন্য সময় কম থাকলেও এ বার পরিস্থিতি আলাদা। ক্লাবের সঙ্গে আলোচনা করেই শক্তিশালী দল গড়া হবে। আরও বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা হয় ইস্টবেঙ্গল এবং ইমামি কর্তাদের মধ্যে। তার মধ্যে অন্যতম, ড্রাফটিং পদ্ধতি। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে এই পদ্ধতি রয়েছে। ইস্টবেঙ্গলে পরে যোগ দেওয়ায় এই সুবিধা পায়নি। তাহলে শক্তিশালী দল গড়া যেত বলেই মনে করছেন কর্তারা। আইএসএলেও ড্রাফটিং রাখার অনুরোধ করে এফএসডিএলকে চিঠি দিচ্ছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। শনিবার ক্লাব তাঁবুতে ইনভেস্টর কর্তাদের সঙ্গে ফের বৈঠকে বসছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। এরপরই চিঠি পাঠানো হবে। এদিন মিটিং শুরুর আগেই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা ইমামি হাউজের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের পরিষ্কার দাবি, ‘এটিকের মতো শক্তিশালী দল গড়তে হবে’। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে এক ইস্টবেঙ্গল সমর্থক স্লোগান দেন, ‘‘এটিকের মতো টিম তৈরি করে দিতে হবে, না হলে আইএসএল খেলছি না, খেলব না।’’ বাকিরাও তাতে গলা মেলান।

# রোহিত-বিরাটদের জন্য বোর্ডের নয়া নিয়মে কি ধাক্কা খেতে পারে আইপিএল?

**নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চঃ** অপেক্ষার আর একটা সপ্তাহ। আইপিএলের বিউগলটা ইতিমধ্যেই বাজতে শুরু করে দিয়েছে। ক্রিকেট প্রেমীরা ফের নিজের প্রিয় দলকে এ বার ঘরের মাঠে খেলতে দেখতে পাবে। কারণ, এ বারের আইপিএলে থাকছে হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচ। ১০টি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি আপাতত অনুশীলনে ব্যস্ত। এরই মধ্যে জাতীয় ডিউটির জন্য রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, লোকেশ রাহুল, অক্ষর প্যাটেলের মতো কয়েকজন ভারতীয় ক্রিকেটার দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি। এই সময়টায় প্রতিটি আইপিএল দল তাদের কৌশল নিয়ে পরিকল্পনা করছে। তাই দলের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটাররা না থাকার ফলে, বিভিন্ন আলোচনা এখনও অপূর্ণ রয়েছে। এরই মাঝে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো আরও একটা ধাক্কা খেতে চলেছে। আসন্ন আইপিএলের শুরুতে প্রতিটি দল তাদের কিছু তারকা ক্রিকেটারদের নাও পেতে পারে। যা চাপে ফেলতে পারে দলগুলিকে। আরও ভালো করে বললে কয়েকজন ভারতীয় ক্রিকেটারকে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ৩-৪ দিন নাও পেতে পারে। দেশের মাটিতে ২-১ ব্যবধানে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল ভারত। তারপর দুই দল মুখোমুখি হয় ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজে। প্রথম

ওডিআই ম্যাচে মেন ইন ব্লু জিতলেও পরের দু’টি ম্যাচ জিতে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। চলতি বছরে ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ। তাই চলতি বছরে প্রতিটি ওডিআই সিরিজ ভারতের কাছে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি। সদ্য ঘরের মাঠে অজিদের কাছে এই ওডিআই সিরিজে হার ভারতের কাছে বেশ অস্বস্তির। এই ওডিআই সিরিজে যে ভারতীয় ক্রিকেটাররা ছিলেন তাঁদের আইপিএলের আগে বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভেবেছে বিসিসিআই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিসিসিআইয়ের এক কর্তা সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বলেন, ‘‘কয়েকজন ক্রিকেটার আইপিএল শিবিরে সরাসরি যোগ দিতে পারেন। কিন্তু তাঁদের কাছে সুযোগ থাকছে ৩-৪ দিন বিশ্রাম নেওয়ার, বাড়িতে থেকে রিল্যাক্স করার এবং তারপর নিজেদের আইপিএল দলে যোগ দেওয়ার।’’ জানা গিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে থাকা ভারতীয় দলের যে ক্রিকেটাররা ইতিমধ্যে নিজেদের আইপিএল দলের শিবিরে যোগ দিয়েছেন তাঁরা কমপক্ষে ৭২ ঘণ্টা বিশ্রাম না নিয়ে অনুশীলন শুরু করতে পারবেন না। আসলে দেশের মাটিতে এ বছরই হবে ওডিআই বিশ্বকাপ। এই মেগা টুর্নামেন্টের জন্য ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনায় যে ক্রিকেটাররা রয়েছেন, তাঁদের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের দিকটি দেখার জন্য বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই।

## গ্রেগের কথায় বিশ্বাস করে ঠকেছিলেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগ

**নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চঃ** কেউ কথা রাখেনি, কেউ কথা রাখে না। জাতীয় দল থেকে অবসরের সাতবছর পর জমে থাকা মনের কথা, বঞ্চনাগুলো তুলে ধরছেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। ভারতীয় দলের ক্রিকেটার হয়েই রয়ে গিয়েছেন শেহওয়াগ। নামের আগে অধিনায়ক বা এখনও পর্যন্ত জাতীয় দলের কোচ শব্দটি বসানোর সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। যদিও দুটি ক্ষেত্রেই সম্ভাবনার জায়গা তৈরি হয়েছিল। শেহওয়াগের ইঙ্গিত, দুটি জায়গাতেই ‘প্রতারিত’ হয়েছেন তিনি। জাতীয় দলের কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেয়েও শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। কথা রাখেননি বিরাট কোহলি, তৎকালীন বোর্ড সচিব অমিতাভ চৌধুরিরা। এতো গেল অবসর জীবনের পরের কথা। জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন হওয়ার সুযোগও এসেছিল তাঁর কাছে। শেহওয়াগকে ক্যাপ্টেন করা হবে বলে কথা দিয়েছিলেন তৎকালীন কোচ গ্রেগ চ্যাপেল। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরে মেন ইন ব্লু-র ক্যাপ্টেন হতে পারতেন এককালের বিধ্বংসী ওপেনার। যদিও বীরুকে দেওয়া কথা রাখেননি চ্যাপেল। কেন? তিনি বলেন, ‘‘গ্রেগ চ্যাপেল আসার পর তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন পরবর্তী অধিনায়ক করার। অথচ পরের দুটো মাসে সবকিছু উল্টে গেল। ক্যাপ্টেন হওয়া তো দূরঅস্ত দল থেকেই বাদ পড়তে হল আমায়।’’ রাহুল দ্রাবিড়ের পর মহেন্দ্র সিং ধোনি জাতীয় দলের অধিনায়ক হন। তখন শেহওয়াগ ছিলেন তাঁর ডেপুটি। সহ-অধিনায়ক থেকে অধিনায়কে উন্নীত হওয়ার সুযোগ হয়নি তাঁর।

## চার মেডেল পাকা। বিশ্ব বক্সিংয়ের সেমিতে নিখাত, লভলিনা, নীতুরা

**নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চঃ** মেয়েদের বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জয়ের প্রবল দাবিদার ছিলেন নিখাত জারিন ও লভলিনা বরগোহাইন। প্রত্যাশার মান রাখলেন দুই কন্যে। নিজ নিজ বিভাগের সেমিফাইনালে প্রবেশ করে পদক নিশ্চিত করেছেন নিখাত এবং লভলিনা। এই নিয়ে চলতি মহিলা বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে চারটি মেডেল নিশ্চিত হয়ে গেল ভারতের। বাকি

দু’জন হলেন কমনওয়েলথ গেমসের পদকজয়ী নীতু গংঘাস (৪৮ কিলো) এবং সুইটি বুরা (৮১ কিলো)। ৫০ কিলো বিভাগে খেলতে নেমে বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের গতবারের সোনাজয়ী নিখাত কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচে ৫-২ হারিয়েছেন থাইল্যান্ডের চুথামাট রুকসাতকে। ৭৫ কিলো বিভাগে মোজাম্বাকের এডোসিন্ডা রাডি গ্রামানেকে ৫-০তে উড়িয়ে পদক নিশ্চিত করেছেন লভলিনা। সাক্ষী চৌধুরী (৪২ কিলো) এবং গতবারের ব্রোঞ্জ মেডেলিস্ট মণীষা মৌন (৫৭ কিলো) বিভাগে শেষ চারে পৌঁছতে পারেননি। হেরে বিদায় নিয়েছেন কমনওয়েলথ গেমস জয়ী জেসমিন লম্বোরিয়া (৬০ কিলো) এবং নুপূর শেরায়ন (৮১)। সেমিফাইনালে নিখাত জারিনের প্রতিপক্ষ কলম্বিয়ার ইগ্রিট ভ্যালেন্সিয়া। রিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন ভ্যালেন্সিয়া। হরিয়ানার ২২ বছরের বক্সার নীতু দ্বিতীয় রাউন্ডে আরএসসি নিয়মে হারান জাপানের মোডোকা ওয়াডাকে। ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেছেন তিনি। সুইটি বুরা ৫-০তে হারিয়েছেন বেলারুসের ভিক্টোরিয়া কেবিকাবাকে। ২০১৪ সালে প্রথমবার বিশ্ব বক্সিংয়ে রুপো জিতেছিলেন সুইটি। বেশ কয়েকবারের কমনওয়েলথ গেমসে পদকজয়ী সুইটি প্রথম রাউন্ডে ওয়াকওভার পেয়ে গিয়েছিলেন। পদক থেকে মাত্র একধাপ দূরে ছিলেন তিনি। ৩০ বছরের বক্সার পদক পাকা করেন। বাউট জিতে নিখাত বলেন, আজকের বাউট বেশ স্ট্রেসফুল ছিল। তা সত্ত্বেও স্পিল্ট ডিসিশনে জিতে আমি খুশি। দেশের জন্য পদক নিশ্চিত করতে পেরেছি। এ বার লক্ষ্য থাকবে সোনার পদক জেতার। দেশের জন্য এভাবেই খেলে যেতে চাই। অন্যদিকে জয়ের পর নীতু গংঘাস বলেন, ‘‘আমাদের সতর্ক থাকার প্রয়োজন ছিল যাতে আক্রমণাত্মক না হয়ে যাই। কিন্তু প্রতিযোগিতার শেষের দিকে ভাবলাম আক্রমণাত্মক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তিনটে বাউটে আরএসসি নিয়মে জেতায় প্রতিদ্বন্দ্বিরা চাপে থাকবে।’’

## দুটি প্লেয়িং ইলেভেন, টসের পর একাদশ বদলের সুযোগ!

**মুম্বই, ২৩ মার্চঃ** নতুন আঙ্গিকে ২০২৩ আইপিএল। হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাট ফিরছে ১৬তম সংস্করণে। তার সঙ্গে একগুচ্ছ নিয়মে আসছে বদল। ৩১ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা আইপিএলের সময় যখন টস করতে মাঠে নামবেন দুটি দলের ক্যাপ্টেন তখন তাঁদের কাছে দুটি প্লেয়িং ইলেভেন থাকবে। টসের পর একাদশ ঘোষণা করতে পারবেন ক্যাপ্টেনরা। আগে টসের সময়ই প্লেয়িং ইলেভেনের শিট দেওয়ার নিয়ম ছিল। এখন থেকে ব্যাটিং বা বোলিং টসের পরের পরিস্থিতি বুঝে একাদশে পরিবর্তন করা যাবে। এই নিয়মে ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড়দের বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন ক্যাপ্টেনরা। প্রথম ইনিংসে একাদশে না থাকা ক্রিকেটারও মাঠে নামতে পারবেন পরের ইনিংসে। এভাবেই ক্যাপ্টেনরা বেছে নেবেন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার। ‘ইমপ্যাক্ট সাবস্টিটিউশন’-এর নিয়মের ঘোষণা আগেই করা হয়েছিল। যেখানে একজন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারকে পাঁচজন নির্ধারিত ক্রিকেটারের সাবস্টিটিউট হিসেবে মাঠে নামানো যাবে। তাঁকেই বলা হচ্ছে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার। এছাড়া থাকছে পেনাল্টি ওভার এবং পেনাল্টি রান। নির্ধারিত সময়ের

মধ্যে পুরো ওভার বল করতে না পারলে প্রতি ওভারে ৩০ গজের বাইরে পাঁচজনের পরিবর্তে কেবলমাত্র চার ফিল্ডার রাখতে হবে অধিনায়ককে। এতে ব্যাটিং দল সুবিধা পাবে। আগে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ওভার শেষ করতে না পারলে জরিমানার মুখে পড়তে হত ক্যাপ্টেনকে। উইকেটকিপার বা ফিল্ডার খারাপ আচরণ, নিয়ম বর্হিভূতভাবে নড়াচড়া করলে বলটি ডেডবল ঘোষণা করা হবে এবং ব্যাটিং সাইড অতিরিক্ত পাঁচ রান পেয়ে যাবে। ৩১ মার্চ প্রথম ম্যাচ গুজরাট জায়ান্টস ও চেন্নাই সুপার কিংসের মধ্যে। ওই ম্যাচ থেকেই নতুন নিয়ম শুরু হয়ে যাবে। আইপিএলের আগেই দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টি-২০ লিগে উপরোক্ত নিয়মগুলি চালু করা হয়েছে। দুটি টিমকে টসের পর প্লেয়িং ইলেভেন বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। টসের পর একাদশে ঘোষণার পর ১৩ জনের নাম রাখা যাবে। ১১ জন যাঁরা মাঠে নেমে খেলবেন এবং দু’জন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার।

## মাথায় হাত নাইটদের, চোট পেয়ে ছিটকে গেলেন তারকা পেসার!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মার্চঃ** একের পর এক ধাক্কা। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার আগেই পিঠে চোট পেয়েছিলেন। অস্ত্রোপচারের জন্য এ বারের আইপিএল খেলা হচ্ছে না তাঁর। নতুন অধিনায়ক বাছতে বসে মাথার চুল ছেঁড়ার অতিক্রম কলকাতা নাইট রাইডার্স কর্তাদের। ফের একটা দুঃসংবাদ। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো দলের আরও এক ক্রিকেটার চোটের কবলে পড়লেন! প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছেন ওই ক্রিকেটার। আইপিএল শুরুর আগেই চোট আঘাতে জর্জরিত দলটি। সেই ২০১৪ সালে শেষবার আইপিএল ট্রফি ঢুকেছিল নাইটদের ক্যাবিনেটে। তারপর থেকে ভাঁড়ার শূন্য। শ্রেয়স আইয়ারকে সামনে রেখে তৃতীয় আইপিএল ট্রফি জয়ের স্বপ্ন নিয়ে দল গড়েছে কিং খানের। কিন্তু মাঠে নামার আগেই চোট আঘাতের খবরে বিপর্যস্ত টিম। অকল্যান্ডের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলতে গিয়ে চোট পান নিউজিল্যান্ডের পেসার লকি ফার্গুসন। যে কারণে ২৫ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছেন ফার্গুসন। পরের ম্যাচগুলিও খেলতে পারবেন কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের বোলিং কোচ শেন যুর্গেনসন। কেকেআরের জন্য যা মোটেও স্বস্তির খবর নয়। ডান হাতি পেসারের চোট কতটা গুরুতর সেই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। অনুমান করা হচ্ছে, আইপিএলের প্রথমদিকের কয়েকটি ম্যাচে কিউয়ি পেসারকে পাবে না কেকেআর। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই খেলার পর দিন কয়েকের বিশ্রাম নিয়ে আইপিএলের জন্য ভারতে আসার কথা ছিল ফার্গুসনের। ফাস্ট বোলারের হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সেই পরিকল্পনায় জল ঢেলেছে। গত মরসুমে কেকেআরের হয়ে প্যাট কামিন্স, টিম সাউদিরা পাওয়ার প্লে-তে উইকেট ফেলতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। অন্যদিকে গুজরাট টাইটান্সের

হয়ে লকি ফার্গুসনের গতবারের মরসুমটা দারুণ কেটেছে। ১৪ ম্যাচে ১২টি উইকেট নিয়েছিলেন। গত মরসুমের দ্রুততম ডেলিভারির পাশে তাঁর নাম রয়েছে। তিন মরসুম কলকাতায় কাটানোর পর ২০২২ সালে গুজরাটের হয়ে খেলেছিলেন কিউয়ি পেসার। শুধু পাওয়ার প্লে-তেই নয়, কিউয়ি স্পিডস্টার ডেথ ওভারেও সমান কার্যকরী। ২০২৩ আইপিএলে ফের একবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে মাঠে নামার কথা রয়েছে ফার্গুসনের। তার আগেই চোট পেয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ালেন তিনি।

# রেকর্ডই আমাকে এগিয়ে চলার প্রেরণা দেয় রোনাল্ডো

**লিসবন, ২৩ মার্চঃ** প্রিমিয়ার লিগ ছেড়ে সৌদি প্রো লিগে যখন তিনি খেলতে গিয়েছিলেন সেই সময় ফুটবল বিশেষজ্ঞরা দাবি করেছিলেন, ফুটবল বিশ্বে এক বড় পরিবর্তন আনবে এই মহাতারকার সিদ্ধান্ত। ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপ চলাকালীন পুরনো ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে সম্পর্কে ইতি টানেন সিআর সেভেন। ২০২৩ সাল থেকে তিনি সৌদি আরবের জনপ্রিয় ক্লাব আল নাসেরে খেলেন। পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আল নাসেরে যোগ দেওয়ার আগে ক্লাবটার নাম ক’জন জানত? বলা মুশকিল। কিন্তু তিনি এই ক্লাবে খেলার পর থেকে একাধিক ফুটবল প্রেমী যে সৌদি প্রো লিগ দেখছেন এ কথা হলফ করে বলা যায়। ৩৮ বছর বয়সী রোনাল্ডো বর্তমানে জাতীয় দলের হয়ে অনুশীলনে ব্যস্ত। আজ, ২৩ মার্চ গভীর রাতে উয়েফা ইউরো কাপের কোয়ালিফায়ারে খেলতে নামবে পর্তুগাল। লিচেনস্টাইনের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে নামার আগে রোনাল্ডো জানান, রেকর্ডই তাঁকে এগিয়ে চলার প্রেরণা দেয়। তিনি ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম দেখতে চান। একইসঙ্গে তিনি জানান সৌদি প্রো লিগ কতটা প্রতিযোগিতামূলক, তা তিনি জানতেনই না, যদি নিজে সেখানে না খেলতেন। দেশের হয়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এখনও অবধি ১৯৬টি ম্যাচে খেলেছেন এবং ১১৮টি আন্তর্জাতিক গোল করেছেন। লিচেনস্টাইনের বিরুদ্ধে রোনাল্ডোকে যদি পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্টিনেজ খেলান, তা হলে সিআর সেভেন বিশ্বের প্রথম পুরুষ ফুটবলার হিসেবে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলার ইতিহাস গড়বেন। পর্তুগালের হয়ে ১৯৭তম ম্যাচ খেলতে চলেছেন রোনাল্ডো। আপাতত তিনি দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচে খেলা ফুটবলারদের তালিকায় যুগ্মভাবে কুয়েতের আল মুতাওয়ারের সঙ্গে রয়েছেন। আল মুতাওয়ারও দেশের হয়ে ১৯৬টি ম্যাচে খেলেছেন। দেশের হয়ে রেকর্ড গড়ার আগে রোনাল্ডো বলেছেন, ‘‘রেকর্ডই আমাকে এগিয়ে চলার প্রেরণা দেয়। আমি ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি ম্যাচে খেলা ফুটবলার হতে চাই। এটা আমাকে সবচেয়ে গর্বিত করবে। আমি এখানেই থেমে থাকতে চাই না। আরও এগিয়ে যেতে চাই।’’ ৩৮ বছর বয়সেও রোনাল্ডো ক্লাবের হয়ে বিভিন্ন রেকর্ড গড়ছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাকারে রোনাল্ডো বলেন, ‘‘আমার মনে হয় সকলের সৌদি প্রো লিগকে আলাদা চোখে দেখা উচিত। আমি সকলকে এটা বলছি না যে, এই লিগ প্রিমিয়ার লিগের মতো। এটা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। কিন্তু এই লিগ যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক। আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি। একটা ভীষণ গোছানো লিগ। বলা চলে এই লিগের ভারসাম্য রয়েছে, ভালো দল রয়েছে। আমি নিশ্চিত এই লিগ আগামী কয়েক বছরে বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিযোগী লিগ গুলির মধ্যে চতুর্থ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ জায়গায় পৌঁছে যাবে।’’

# মেসিকে নিয়ে কেন তীব্র উন্মাদনা ফুটবল বিশ্বে?

**বুয়েনস আইরেস, ২৩ মার্চঃ** এর আগে কোনও ফ্রেন্ডলি ম্যাচ নিয়ে এতটা মাতামাতি কবে হয়েছে, কেউই মনে করতে পারছেন না। পানামার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আর্জেন্টিনার ফ্রেন্ডলি ম্যাচে চোখ সারা বিশ্বের। কাতারে বিশ্বকাপ জেতার পর এই প্রথম মাঠে নামছে আর্জেন্টিনা। তা হলেও কি এতটা মাতামাতি থাকত? লিওনেল মেসির জন্যই বোধহয় বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেসে। মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে খেলা হবে। বিশ্বকাপজয়ী টিমকে উষ্ণতা জানানোর জন্য আর্জেন্টেনিয়ানরা হাজির হবেন সেখানে। টিকিটের চাহিদা যে কারণে তুঙ্গে। কিন্তু মেসি ছাপিয়ে যাচ্ছেন সব কিছু। এক দুরন্ত মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এলএম টেন। ঘরের মাঠে সেটা যদি ছুঁতে পারেন, বিশ্বকাপ জেতার পরবর্তী পর্বে তাই হবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়। গোলের খাতায় এই প্রজন্মের ফুটবলারদের মধ্যে

সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। দেশের হয়ে তো বটেই, ক্লাব ও জাতীয় টিম মিলিয়ে মোট ৮২৮টা গোল করে ফেলেছেন। মেসি সেই অভিনব ক্লাবে পা দিতে চলেছেন। ৭৯৯টা গোল রয়েছে তাঁর অ্যাকাউন্টে। যদি পানামার বিরুদ্ধে ১টা গোল করতে পারেন, তা হলে ৮০০ গোল হয়ে যাবে। রোনাল্ডোর বয়স ৩৮। মেসির ৩৫। সিআর সেভেন হয়তো আর এক-আধবছর খেলবেন। কিন্তু মেসি আরও ৩-৪ বছর খেলা চালিয়ে যাবেন। সে দিক থেকে বলা যেতেই পারে, রোনাল্ডোর দেশ ও ক্লাবের হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড ভেঙেও দিতে পারেন মেসি। তাই ৮০০ গোলের ক্লাবে ঢুকে পড়ার ঘটনার সাক্ষী থাকতে চাইছে আর্জেন্টিনার নয় থেকে নব্বই। এতেই শেষ নয়, আর এক রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে মেসি। যদি জোড়া গোল করতে পারেন, তা হলে নীল-সাদা জার্সিতে আরও এক অভিনব রেকর্ড করে বসবেন। আর্জেন্টিনার হয়ে ৯৮টা গোল করেছেন মেসি। জোড়া গোল করার অর্থ হল ১০০ গোল হয়ে যাবে তাঁর। যা দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন মেসি-ভক্তরা। কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালেই মেসি জোড়া গোল করেছিলেন। পানামার বিরুদ্ধে আবার জোড়া গোল করলে নিজেও তৃপ্ত হবেন মেসি। এই ফ্রেন্ডলি ম্যাচ নিয়ে যেমন আর্জেন্টিনায় ব্যাপক উন্মাদনা, তেমনই সারা বিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে এই ম্যাচের দিকে। মেসির পরিবার এই ম্যাচে হাজির থাকতে পারেন, এমনও বলা হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501